Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 17-04-2026 08:23 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জমানা

www.nayajamana.com ৩ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার । ১৭ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৫৯ সংখ্যা।। ১৯ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

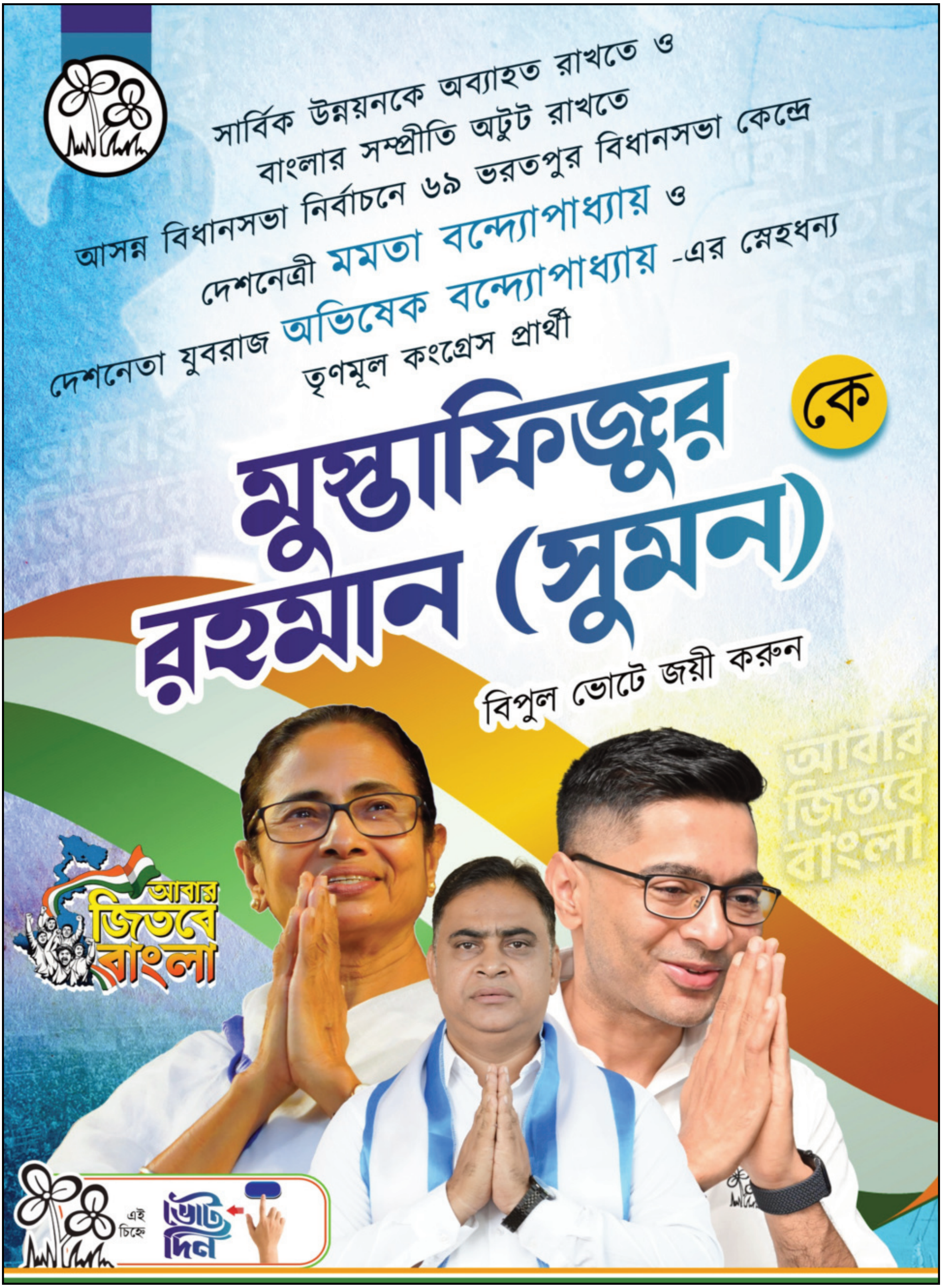

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জমানা

www.nayajamana.com ৩ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার । ১৭ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৫৯ সংখ্যা।। ১৯ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জমানা

www.nayajamana.com ৩ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার । ১৭ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৫৯ সংখ্যা।। ১৯ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে আর বাংলার সম্প্রীতি রক্ষায়

৪৬ হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী, জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জননেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্থাভাজন সংগ্রামী নেতা–

মতিবুর রহমানকে

জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ব্যবধানে জয়ী করুন

আবার জিতবে বাংলা

তৃণমূল আমার আপনার বাংলার

সৌজন্যে : গরিবের বন্ধু (মতিবুর রহমান) ফ্যান ক্লাব

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 17-04-2026 08:23 Page 4

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জমানা

www.nayajamana.com ৩ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার । ১৭ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৫৯ সংখ্যা।। ১৯ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ৪৫ নং চাঁচল বিধানসভা কেন্দ্রে জনগণ মনোনীত নির্দল প্রার্থী

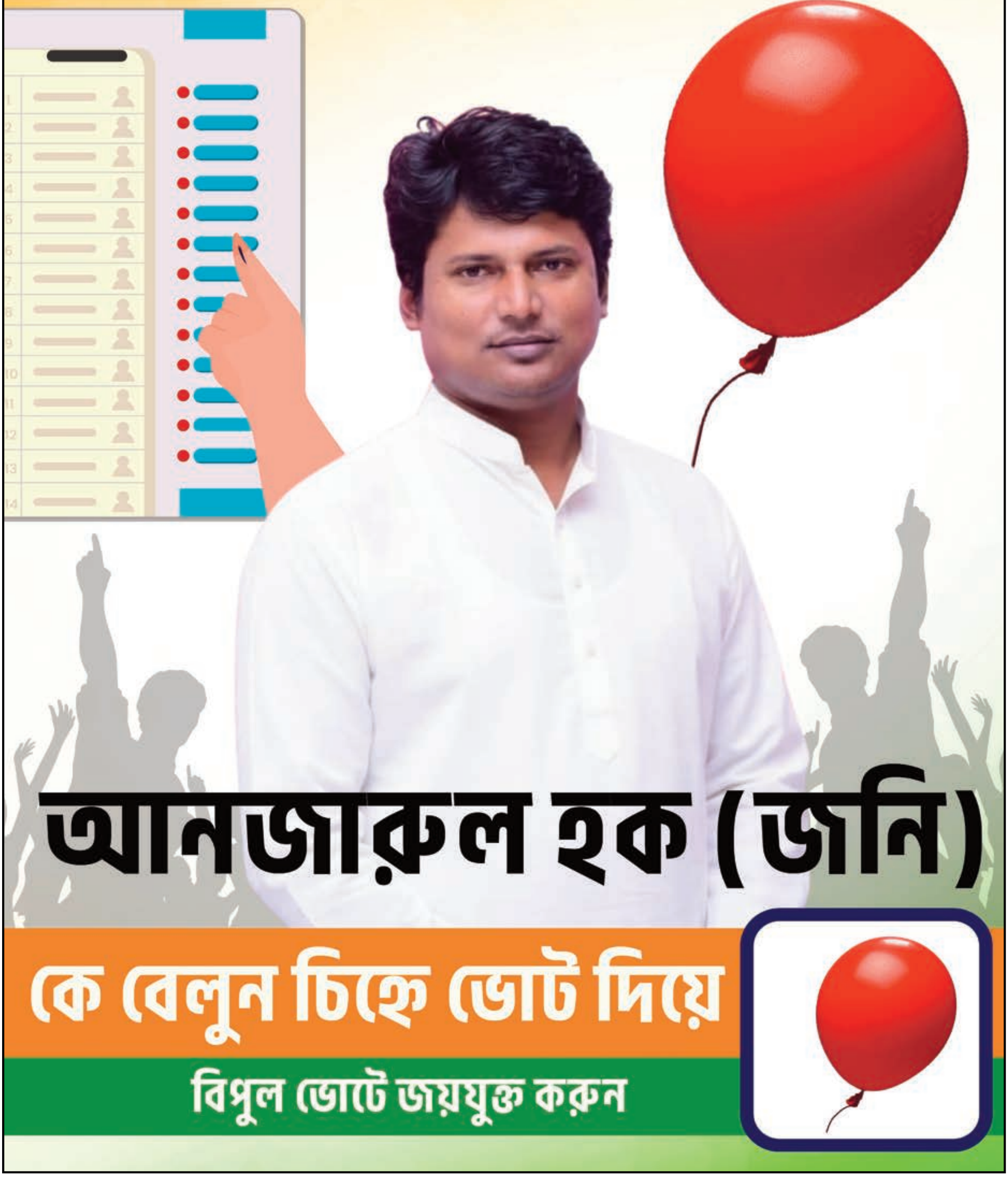

আনজারুল হক (জনি)

কে বেলুন চিহ্নে ভোট দিয়ে

বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জমানা

www.nayajamana.com ৩ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার । ১৭ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৫৯ সংখ্যা।। ১৯ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

উন্নয়নের ধারা থাকুক অব্যাহত, সম্প্রীতির বন্ধন হোক আরও দৃঢ়!

৪৭ মালতিপুর বিধানসভার মাটি ও মানুষের আপনজন, জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জননেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ভরসাযোগ্য, লড়াকু জননেতা–

আব্দুর রহিম বক্সি

জোড়া ফুল কে

চিহ্নে ভোট দিয়ে

বিপুল ব্যবধানে জয়ী করুন

তৃণমূল

আমার আপনার বাংলার

আসুন, আমরা সবাই মিলে গড়ি আগামীর উজ্জ্বল মালতিপুর।

আবার জিতবে বাংলা

সৌজন্যে: আব্দুর রহিম বক্সী ফ্যান ক্লাব

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 17-04-2026 08:23 Page 6

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৩ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার । ১৭ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৫৯ সংখ্যা।। ১৯ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

মহিলা সংরক্ষণ

বিরোধীদের ‘গণতন্ত্র’ শঙ্কা, পাল্টা ‘ক্ষমা নেই’ তোপ মোদীর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ মহিলা সংরক্ষণের মোড়কে লোকসভার আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৮৫০ করার তোড়জোড় শুরু হতেই সংঘাত চরমে কেন্দ্র ও বিরোধীদের। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল লোকসভায় ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’-সহ তিনটি বিল পেশ করতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে বিরোধী শিবির। কংগ্রেসের দাবি, এই খসড়া আইনে সিলমোহর পড়লে দেশে গণতন্ত্রের ইতি ঘটবে।

অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাল্টা হুঁশিয়ারি, যারা এই বিলের বিরোধিতা করছে, দেশের মেয়েরা তাদের কোনোদিন ক্ষমা করবে না। সংসদের বিশেষ অধিবেশনে বৃহস্পতিবার উত্তাপ ছড়ায় আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন নিয়ে। বিরোধীদের অভিযোগ, জনগণনার রিপোর্ট আসার আগেই তড়িঘড়ি আসন বাড়িয়ে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব করার নীল নকশা তৈরি করেছে বিজেপি। যদিও সেই চক্রান্তের অভিযোগ উড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আশ্বস্ত করেছেন যে, দাক্ষিণাত্যের কোনো রাজ্য বঞ্চিত হবে না। কিন্তু ‘আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব’ কমে যাওয়ার আশঙ্কায় অনড় বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’।এদিন লোকসভায় কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলেন, ‘এই বিল এই খসড়া নিয়ে পাশ হলে গণতন্ত্রের ইতি ঘটবে দেশে।’ তাঁর অভিযোগ, মহিলা সংরক্ষণের আড়ালে আসলে ওবিসি বা অনগ্রসর শ্রেণির অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে মোদী সরকার। প্রিয়ঙ্কার মতে, বর্তমান খসড়ার সঙ্গে নারী কল্যাণের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং এর পিছনে রয়েছে গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।এদিকে মহিলা সংরক্ষণ বিলের আড়ালে আসন পুনর্বিন্যাসকে জুড়ে দেওয়া আসলে রাজ্য ভাগ এবং ভোটারদের নাম কাটার এক গভীর চক্রান্ত বলেই মনে করছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তৃণমূল নেত্রীর দাবি, এটি ভোটারদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার নতুন কৌশল।বিলে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সংবিধানের ৮২ নম্বর অনুচ্ছেদ সংশোধন করে লোকসভার আসন সংখ্যা ৫৫২ থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ করার। সাধারণত জনগণনা শেষ হওয়ার পর আসন পুনর্বিন্যাস করার নিয়ম থাকলেও কেন্দ্র তা এখনই করতে চাইছে। এই পদক্ষেপকেই ‘গণতন্ত্র বিরোধী’ বলছে তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেস। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব সংখ্যালঘু মহিলাদের জন্য পৃথক সংরক্ষণের দাবি তুললে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পাল্টাহুশিঁয়ারি দিয়ে বলেন, ‘ভারতীয় সংবিধান কোনও ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর জন্য কোনও ধরনের সংরক্ষণ অনুমোদন করে না।’বিল পেশ করা নিয়ে অধিবেশনে ভোটাভুটি পর্যন্ত হয়। বিলের পক্ষে ২৫১টি এবং বিপক্ষে ১৮৫টি ভোট পড়ে। অধিবেশন শুরুর আগে মোদী সমাজমাধ্যমে দাবি করেন, নারী ক্ষমতায়নের পথে এটি এক ‘ঐতিহাসিক পদক্ষেপ’। তবে বিরোধীদের প্রতি কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে তিনি বলেন, ‘যাঁরা মহিলা সংরক্ষণ বিলের বিরোধিতা করছেন, মেয়েরা তাঁদের ক্ষমা করবে না।’ বিরোধিতার জন্য তাঁদের ‘দীর্ঘ সময় ধরে মূল্য চোকাতে’ হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন প্রধানমন্ত্রী।

বিতর্কের মাঝেই উঠে আসে কৃতিত্বের লড়াই। মোদী জানান, তিনি এই বিল পাশের কোনো ব্যক্তিগত কৃতিত্ব চান না। তাঁর খোঁচা, ‘আমি মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশের কৃতিত্ব চাই না।’ কোনো নেতা চাইলে পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন দিতে পারেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বিতর্কের এক পর্যায়ে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সরব হলে মোদী স্পিকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘ওঁকে বলতে দিন। ওখানে ওঁকে কেউ কিছু বলতে দেন না।’২০২৩ সালে পাশ হওয়া বিলে বলা হয়েছিল, জনগণনার পরেই মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত হবে। কিন্তু এখন আসন পুনর্বিন্যাস ও সংরক্ষণকে একই সুতোয় গেঁথে দেওয়ায় প্রশ্ন উঠছে জনবিন্যাসগত রাজনীতি নিয়ে। বিরোধী শিবিরের আশঙ্কা, আসন বাড়লে উত্তর ভারতের হিন্দি বলয়ের দাপট বাড়বে এবং কোণঠাসা হবে দক্ষিণ ভারত। যদিও শাহের দাবি, দক্ষিণের প্রতিনিধিত্ব কমবে না, বরং বাড়বে। শুক্রবার বিকেলেই এই বিতর্কিত তিনটি বিল নিয়ে সংসদের নিম্নকক্ষে ভোটাভুটি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সব মিলিয়ে আসনবৃদ্ধি ও নারী শক্তির লড়াইয়ে এখন সরগরম রাজধানীর অলিন্দ।

নির্বাচনের দু’দিন আগে ট্রাইবুনালের ছাড়পত্র পেলেও ফিরবে ভোটাধিকার

সুপ্রিম রায়ে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী

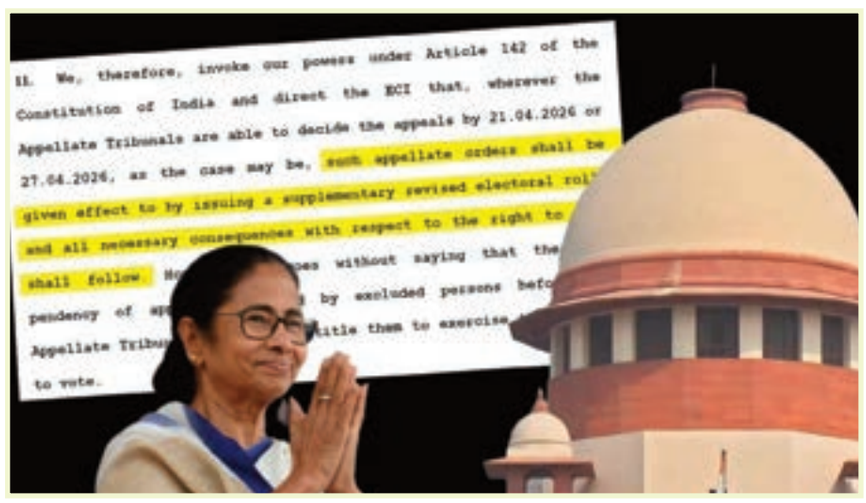

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের বাদ্যি বেজে গেলেও ভোটাধিকারের ভাগ্য ঝুলে ছিল কয়েক লক্ষ মানুষের। অবশেষে সেই রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠার অবসান ঘটাল দেশের শীর্ষ আদালত। নির্বাচনের ঠিক দু’দিন আগে পর্যন্ত ট্রাইবুনাল থেকে ছাড়পত্র পেলে তবেই ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নিজের রায় জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ। বৃহস্পতিবার সংবিধানের ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করে এক যুগান্তকারী নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। এসআইআর মামলায় আদালতের এই পদক্ষেপে সবথেকে বেশি স্বস্তি পেয়েছেন রাজ্যের সেই সব মানুষ, যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কায় ছিল। এই জয়ে প্রবল উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোচবিহারের মাটি থেকে তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করলেন, ‘আজ আমার চেয়ে খুশি কেউ নয়।’নির্বাচনী আইনের সাধারণ রীতি অনুযায়ী, প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনেই ভোটার তালিকা পুরোপুরি ‘ফ্রিজ’ বা সিল করে দেওয়া হয়। এরপর আর তালিকায় নতুন করে নাম তোলা বা রদবদল সম্ভব হয় না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এবার সেই প্রথা ভাঙল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, প্রথম দফার ভোটের জন্য ২১ এপ্রিল এবং দ্বিতীয় দফার জন্য ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত সময় থাকছে। এই সময়ের মধ্যে ট্রাইবুনাল যে সব আবেদন নিষ্পত্তি করে সবুজ সংকেত দেবে, তাঁরাই বুথে গিয়ে নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। তবে ট্রাইবুনাল যাদের নাম বাতিল করবে, তাঁরা কোনোভাবেই ভোট দিতে পারবেন না।রাজ্যে আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন বা বিবেচনাধীন ভোটারের সংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জন। এর মধ্যে ৩২ লক্ষ ৬৮ হাজার ১১৯ জনের নাম তালিকায় ফিরে এলেও বাদ পড়েছিলেন ২৭ লক্ষ ১৬ হাজার ৩৯৩ জন। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে শুরু হয়েছিল আইনি লড়াই। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, এই বাতিল ভোটারদের ট্রাইবুনালে আবেদন জানাতে হবে। তবে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে নিয়মে আনা হয়েছে নমনীয়তা। আবেদন করতে সশরীরে হাজিরা দেওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ইসিআইনেট মোবাইল অ্যাপ কিংবা সরাসরি কমিশনের ওয়েবসাইট ব্যবহার করেই নাম তোলার আর্জি জানানো যাবে। এ ছাড়াও জেলাশাসক বা মহকুমাশাসকের দফতরেও আবেদন করা সম্ভব।এই রায়ের খবর পেতেই খুশির হাওয়া শাসক শিবিরে। উত্তরবঙ্গ সফররত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারের হেলিপ্যাডে নেমে সাংবাদিকদের বলেন, ‘সকলকে অভিনন্দন।

দিনহাটা থেকে হেলিকপ্টারে উঠেই আমি সুখবরটা পেলাম। প্রথম থেকে বলে আসছিলাম, সকলে ধৈর্য ধরুন। আমি খুব খুশি। বিচারব্যবস্থার জন্য গর্বিত। আমিই মামলা করেছিলাম। তাই আজ আমার চেয়ে খুশি কেউ নয়।’ মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবি যে তাঁর দলের কর্মীদের বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে, তা বলাই বাহুল্য। ১৯ জন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত ‘আপিল ট্রাইবুনাল’ বর্তমানে নথিপত্র খতিয়ে দেখার কাজ চালাচ্ছে দ্রুতগতিতে।তবে শুধু আনন্দ প্রকাশ নয়, রায় আসার পরপরই রণকৌশল সাজিয়ে ফেলেছেন তৃণমূল নেত্রী। দলের কর্মীদের জন্য জারি করেছেন একগুচ্ছ নির্দেশিকা।

প্রচারের ব্যস্ততার মাঝেই তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, ট্রাইবুনালের ছাড়পত্র মেলার পর অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে। আর সেই তালিকা হাতে পাওয়ামাত্রই যেন সময় নষ্ট না হয়। মমতার কথায়, ‘সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো, যাঁরা ট্রাইবুনালে আবেদন করেছেন, প্রথম পর্যায়ের ভোটের অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ২১ তারিখ । ভোটের দু’দিন আগেই। ওটা পেলে বুথের সমস্ত কর্মী এবং নেতাদের বলব, সে দিন রাতের মধ্যেই ভোটার স্লিপ তৈরি করে বাড়ি বাড়ি যেন পৌঁছে দেয়; যাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা যাতে ভোট দিতে পারেন।’মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও জানিয়েছেন যে ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটের ক্ষেত্রেও ২৭ তারিখ অর্থাৎ ঠিক দু’দিন আগে তালিকা প্রকাশ করা হবে।

ভোটারদের তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাদ পড়া নামগুলি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক চলছিল। কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত আধিকারিকদের সিদ্ধান্তের পর অনেকেই ট্রাইবুনালে দ্বারস্থ হয়েছিলেন। শেষ মুহূর্তে সুপ্রিম কোর্টের এই হস্তক্ষেপ বাতিল ভোটারদের জন্য এক বড় জয় হিসেবেই দেখা হচ্ছে। আদালতের এই নির্দেশে যে ভোটারদের বড় অংশ ফের ভোটমুখী হবেন, সেই আশা করছে রাজনৈতিক মহল।একদিকে আইনি লড়াই আর অন্যদিকে ভোটের ময়দান;দুটি জায়গাতেই এখন তুঙ্গে ব্যস্ততা। সুপ্রিম কোর্ট এবার তার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার সুরক্ষিত করল। ভোটের মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগে তালিকা খোলার এই সিদ্ধান্ত নির্বাচনী ইতিহাসে বিরল। এখন ট্রাইবুনালের রায়ের অপেক্ষায় দিন গুনছেন লক্ষ লক্ষ বাতিল ভোটার। তাঁদের নাম তালিকায় উঠলে যেমন গণতন্ত্রের জয় হবে, তেমনই রাজনৈতিক সমীকরণেও দেখা দিতে পারে বড় চমক।

আপাতত ২১ এবং ২৭ এপ্রিলের সেই ‘অতিরিক্ত তালিকার’ দিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল ও আমজনতা।

ভোটদান নাগরিকের ইচ্ছা, জবরদস্তি নয় ঃ সুপ্রিম কোর্ট

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ গণতন্ত্রে ভোট দেওয়া নাগরিকের অধিকার, কিন্তু তা বাধ্যতামূলক করার এক্তিয়ার আদালতের নেই। বাধ্যতামূলক ভোটদানের আর্জি জানিয়ে দায়ের হওয়া একটি জনস্বার্থ মামলা বৃহস্পতিবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, ভোট দেওয়ার জন্য কাউকে জোর করা যায় না।

আইনের শাসনে চলা দেশে সচেতনতা বৃদ্ধিই শ্রেষ্ঠ পথ, জবরদস্তি নয়। আদালত এদিন সাফ জানায়, ভোট না দিলে সরকারি সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেওয়া বা শাস্তির বিধান দেওয়া বিচারবিভাগের কাজ নয়। এটি সম্পূর্ণ নীতিনির্ধারণী বিষয়ের আওতায় পড়ে। মামলাটি খারিজ করে শীর্ষ আদালত জানায়, আবেদনকারী চাইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হতে পারেন। শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন,

‘এই দেশ আইনের শাসনে চলে এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাস রাখে। গত ৭৫ বছর ধরে আমরা প্রমাণ করেছি যে, গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের কতটা আস্থা রয়েছে। এ অবস্থায় প্রত্যেক নাগরিক ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেবেন, এটাই প্রত্যাশিত। তবে কেউ যদি ভোট দিতে না যান, তো যাবেন না। এতে আমাদের কিছু করার নেই। এ ক্ষেত্রে শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা কাউকে ভোট দিতে বাধ্য করতে পারি না।’ দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রামের কথা মাথায় রেখেই আদালত এই কড়া অবস্থান নিয়েছে। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের প্রশ্ন, ‘যদি সমাজের দরিদ্র বা নিম্নবিত্ত কোনও মানুষ বলেন, ‘আমাকে তো দিনমজুরি করে পেট চালাতে হয়। এ অবস্থায় আমি কী ভাবে ভোট দিতে যাব?’

আমরা তাঁদের কী উত্তর দেব!’ এমনকি ভোটের দিন অনেকের পেশাগত ব্যস্ততার দিকটিও তুলে ধরে আদালত। বিচারপতিরা জানান, ভোটের দিন অনেককেই কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, যা তাঁদের কর্মদিবস হিসেবেই গণ্য হয়। ভোট না দেওয়াকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার মানসিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘এক জন নাগরিক যদি ভোট দিতে না যান, তবে আমরা আর কী-ই বা করতে পারি?

আমরা কি এখন নির্দেশ দেব যে, তাঁদের গ্রেফতার করা হোক?’ আদালতের মতে, আইনি খাঁড়া ঝুলিয়ে নয়, বরং মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমেই গণতন্ত্রের প্রকৃত বিকাশ সম্ভব। ইচ্ছাকৃতভাবে ভোট না দিলে সুযোগ-সুবিধা সীমিত করার যে দাবি মামলাকারী জানিয়েছিলেন, তাকেও বাস্তবসম্মত বলে মনে করেনি তিন বিচারপতির বেঞ্চ।

আদালতের এই পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ একান্তই ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিষয়।

কমিশনের সিদ্ধান্তে সুপ্রিম সায় রদবদলই বহাল, ধাক্কা নবান্নের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের আবহে রাজ্যের একঝাঁক শীর্ষ আমলা ও পুলিশ আধিকারিককে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। কলকাতা হাই কোর্টের পর সুপ্রিম কোর্টেও বড়সড় ধাক্কা খেল নবান্ন। এদিন শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচন কমিশনের প্রশাসনিক রদবদলে এখনই হস্তক্ষেপ করার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ‘অফিসারদের বদলির ঘটনা সর্বত্রই ঘটে, এটা প্রথম বার নয়।’ ফলে মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব থেকে শুরু করে কয়েক’শ আধিকারিককে সরানোর যে পথ কমিশন বেছে নিয়েছিল, আইনি লড়াইয়ের শেষে তা-ই চূড়ান্ত রূপ পেল। আদালতের মতে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা সবচেয়ে জরুরি। রাজ্যের আর্জিতে সাড়া না দিয়ে বিচারপতি কান্ত পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, যাঁদের বদলি করা হয়েছে তাঁরা তো পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারেরই অফিসার, তবে এতে পক্ষপাতের অভিযোগ কেন উঠছে? প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ এই সংঘাতের মূলে গভীর আস্থার অভাব দেখছে। তিনি বলেন, ‘সবচেয়ে খারাপ উদাহরণ হল আদালতকে বিচারকদের নিয়োগ করতে হয়েছে। কারণ, আস্থার ঘাটতি দুই পক্ষের মধ্যেই রয়েছে। কমিশনের রাজ্য প্রশাসনের উপর আস্থা নেই, আবার রাজ্যেরও কমিশনের উপর পূর্ণ ভরসা নেই।’ এই আস্থার ঘাটতি যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পক্ষে সুখকর নয়, সেই ইঙ্গিতও দিয়েছে আদালত। রাজ্য সরকারের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে প্রবীণ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, রাজ্যের সঙ্গে নূন্যতম কোনো পরামর্শ না করেই ১,১০০ জন অফিসারকে বদলি করা হয়েছে। তাঁর দাবি, অতীতে উপনির্বাচনের সময় আলোচনা হলেও এবার সেই রীতি মানা হয়নি। কল্যাণের বক্তব্য, ‘পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের ঘটনা এই প্রথম। প্রথম বার মুখ্যসচিবকেও বদলি করা হয়েছে।’ তিনি নির্দিষ্টভাবে দাবি করেন, জনৈক আধিকারিক কমিশনের কিছু প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন বলেই তাঁকে বদলি করা হয়েছে। শুধু মতভেদ কি বদলির যথেষ্ট কারণ হতে পারে? এই প্রশ্ন তুলে তিনি দাবি করেন, এই পদক্ষেপ নজিরবিহীন। তবে শীর্ষ আদালত এই যুক্তিতে বিশেষ আমল দেয়নি। আদালতের পর্যবেক্ষণ, যদি বাইরে থেকে অন্য রাজ্যের ক্যাডার অফিসার আনা হতো, তবেই বিষয়টিতে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারত। নির্বাচন কমিশনকে একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করে আদালত জানিয়েছে, বাইরের রাজ্যের পর্যবেক্ষক অনেক সময় নিরপেক্ষতার দিক থেকে আদর্শ হতে পারেন। যদি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে কমিশনকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হয়, আর তখন যদি আইনের দোহাই দিয়ে তা আটকানো হয়, তবে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠতে পারে। আইনের নির্দিষ্ট ধারায় রিটার্নিং অফিসারদের ভূমিকা আলাদা থাকলেও অন্য আধিকারিকদের ক্ষেত্রে কমিশনের হাত যে যথেষ্ট লম্বা, সেটাই মনে করিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। নির্বাচনের গুরুত্ব বিচার করে এই মুহূর্তে মামলাটি শুনতে না চাইলেও আইনগত প্রশ্নটি ভবিষ্যতের জন্য বিচারাধীন রাখা হয়েছে। এর আগে কলকাতা হাই কোর্টেও একই ভাবে ধাক্কা খেতে হয়েছিল রাজ্যকে। বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছিল, আধিকারিক বা সরকারি কর্মীদের অল্প সময়ের জন্য পূর্ব দায়িত্ব থেকে সরানো হচ্ছে। হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণ ছিল, নির্বাচন কমিশনের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে তারা প্রতিটি বদলির কারণ ব্যাখ্যা করবে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করানোর প্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্তকে দেখতে হবে। উচ্চ আদালত আরও জানিয়েছিল যে, এটি একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং কমিশন ক্ষমতার বাইরে গিয়ে বেআইনি কাজ না করলে তাতে আদালত নাক গলায় না। সেই রায়কেই কার্যত অক্ষুণ্ণ রাখল সুপ্রিম কোর্ট। গত ১৫ মার্চ রাজ্যে নির্বাচনের দামামা বাজার রাত থেকেই প্রশাসনিক রদবদল শুরু হয়। ওই রাতেই মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে সরিয়ে দেয় কমিশন। একই সঙ্গে অপসারিত হন স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মীনাও। এরপর একে একে ২৬৭ জন বিডিও এবং থানার ওসি পদমর্যাদার অফিসারকে সরানো হয়। তালিকা দীর্ঘ হতে হতে হাজার ছাড়ায়। রাজ্যের দাবি ছিল, এভাবে পাইকারি বদলি প্রশাসনিক কাজকে ব্যাহত করছে। কিন্তু শীর্ষ আদালতের এই রায়ের পর স্পষ্ট হয়ে গেল, ভোটের ময়দানে রাশ আপাতত নির্বাচন কমিশনের হাতেই থাকছে। সব মিলিয়ে আইনি লড়াইয়ে নবান্ন আপাতত ব্যাকফুটে। কমিশনের এই ‘কড়া’ অবস্থানই এখন বাংলার নির্বাচনী নির্ঘণ্টের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মমতার গড়ে শুভেন্দু জিতলে জনসেবায় ঘর বাঁধবেন শিশির

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভবানীপুরে পদ্ম ফোটানোই এখন পাখির চোখ অধিকারীদের। ছেলে শুভেন্দু অধিকারী জিতলে খোদ তিলোত্তমায় পাকাপাকি ডেরা গাড়তে চলেছেন অশীতিপর শিশির অধিকারী। স্রেফ থাকা নয়, ভোট মিটলেই ওই কেন্দ্রে বাড়ি কিনে বিধায়ক কার্যালয় খুলে জনগণের পরিষেবা দিতে চান প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কার্যত শেষ বেলায় দক্ষিণ কলকাতার এই হাই-ভোল্টেজ কেন্দ্রে অল-আউট ঝাঁপানোর বার্তা দিলেন কাঁথির শান্তিকুঞ্জের মেজো কর্তা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভবানীপুরে কঠিন লড়াইয়ে নেমেছেন শুভেন্দু। সেই লড়াইয়ে ছেলের পাশে দাঁড়াতে কোমর বাঁধছেন ৮৮ বছরের শিশির। তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা, ‘ভবানীপুরের মানুষ শুভেন্দুকে জয়ী করলে তিনি নিজে ওই বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় বাড়ি কিনে সেখানে বিধায়ক কার্যালয় গড়ে তুলবেন।’ তিনি আরও জানান, ‘কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকায় আমার কয়েকটি বাড়ি রয়েছে। তবে ভবানীপুরের মানুষ শুভেন্দুকে আশীর্বাদ করলে আমি নিজে সেখানে থেকে মানুষের পরিষেবার জন্য কাজ করব।’ বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুরের ১৬টি আসনের পাটিগণিত মেলাতে ব্যস্ত প্রবীণ এই রাজনীতিক। আগামী ২৩ এপ্রিল জেলার ভোট মিটলেই চব্বিশের সকালে তিনি পা রাখবেন ভবানীপুরে। লক্ষ্য একটাই;ছেলের জয় নিশ্চিত করা। অধিকারী পরিবারের দীর্ঘ জনপ্রতিনিধিত্বের অভিজ্ঞতাকে ভবানীপুরের অলিগলিতে পৌঁছে দিতে চান তিনি। শিশিরের কথায়, ‘আমাদের পরিবার দীর্ঘদিন ধরে জনপ্রতিনিধি হিসেবে মানুষের পাশে থেকেছে। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভবানীপুরের বাসিন্দাদের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি নিজে এবং আমার পুত্র একযোগে কাজ করতে চাইব।’ উল্লেখ্য, এবার মেদিনীপুরের এগরা কেন্দ্রে পদ্ম প্রতীকে লড়ছেন শিশিরের ছোট ছেলে দিব্যেন্দুও। বয়সকে সংখ্যা বানিয়ে প্রতিদিন প্রায় ২০০ কিলোমিটার পথ চষে ফেলছেন প্রবীণ এই নেতা। তবে নন্দীগ্রাম বা এগরার চেয়েও সম্ভবত ভবানীপুরের মর্যাদার লড়াই ঘিরেই তাঁর বিশেষ পরিকল্পনা দানা বাঁধছে। ভবানীপুরের ঘরের ছেলে হয়েই কি শেষমেশ জনসেবার ইনিংস জারি রাখবেন তিনি? রাজনৈতিক মহলের নজর এখন সেদিকেই। ফাইল ফটো।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 17-04-2026 08:23 Page 7

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

তুমি শুধু পয়লা বৈশাখ

পয়লা বৈশাখ সময় মতোই হাজির। পঞ্জিকা কেন বাধ্যতে? অতএব, বের্টোল্ট ব্রেখটের কথাগুলো একটু পাল্টে নিয়ে বলাই যায় হ্যাঁ, এই অন্ধকার সময়েও আমরা নববর্ষ পালন করব, অন্ধকারের নববর্ষ। আমাদের এই রাজ্যটিতে অন্ধকার অবশ্য নতুন নয়, অনেক কাল ধরেই আমরা 'কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো' আর্তনাদ করে এসেছি, আর অনন্ত কুয়োর জলে মরা চাঁদ ক্রমাগত আরও আরও তলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার পরেও, মানতেই হবে, এই নববর্ষে পশ্চিমবঙ্গ যে প্রগাঢ় এবং ভয়াল তমসায় নিমগ্ন, সেটি এই দুর্ভাগা রাজ্যের ইতিহাসেও অস্বাভাবিক, কার্যত অভূতপূর্ব। তার কারণ, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের নামে, সেই নির্বাচন আয়োজনের নিয়মকানুনের সুযোগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে নিশানা করে রীতিমতো কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে যুদ্ধঘোষণা করেছেন দেশের শাসকরা। ধর্মযুদ্ধ নয়, ভয়াবহ রকমের অধর্মযুদ্ধ। এবং; সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে; হস্তিনাপুরীর শাহেনশাদের এই আগ্রাসী অভিযানের সহায় তথা আজ্ঞাবহ হিসেবে সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ নামে পরিচিত বিবিধ প্রতিষ্ঠানের নায়করা।

মনে পড়ে যায় প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের সুরধ্বনি এ মহাভারত দাদা, এ মহাভারত!এ মহাভারতে গত এক যুগ ধরে দিল্লীশ্বরদের নির্দেশনায় প্রতিনিয়ত গণতন্ত্রের নতুন প্রতিমা; না কি নতুন পুতুল; নির্মিত হয়ে চলেছে, সে-কথা আমরা বিলক্ষণ জানি। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ সেই নবনির্মাণের প্রধান কেন্দ্র। কী তার লক্ষ্য? কেমন পুতুল চান ইন্দ্রপ্রস্থের নায়করা? সেই প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর জানতে আরও এক বার ব্রেখটের কাছে যেতে পারি। ১৯৫৩ সালে বার্লিন-সহ পূর্ব জার্মানির লক্ষাধিক শ্রমজীবী মানুষের প্রতিবাদে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত শাসক শিবিরের বশংবদ লেখক সঙ্ঘের এক কর্তা হুমকি দিয়েছিলেন (প্রতিবাদী) জনতা রাষ্ট্রের আস্থা হারিয়েছে, তা ফিরে পাওয়ার জন্য তাদের দ্বিগুণ তৎপর হওয়া দরকার। সেই বিচিত্র উপদেশটি উদ্ধৃত করেছিলেন ব্রেখট 'সমাধান' শীর্ষক এক সংক্ষিপ্ত কবিতায় এবং তার পরে, কবিতার শেষে, পেশ করেছিলেন তাঁর ক্ষুরধার সুপরামর্শ তা হলে শাসকরা বরং এই জনতাকে ভেঙে দিয়ে নিজের পছন্দমতো আর একটি জনতা নির্বাচন করে নিন, তাতে ওঁদের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।রাজধানীর মহানায়করা তো পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন পছন্দসই জনতা নির্বাচন করতেই তৎপর, যে জনতা পরম ভক্তিভরে তাঁদের নির্বাচন করে গদিতে বসিয়ে দেবে। আর যারা পছন্দসই নয়? তার উত্তর অনেক আগেই জেনেছি আমরা। উইপোকার মতো তাদের বিদায় জানানো হবে। উইপোকা তাড়ানো কি চাট্টিখানি কথা? তার জন্য বিশেষ নিবিড় শোধন চাই বইকি! এবং ঝটিকার বেগেই তা করা চাই; আজ বাদে কাল যুদ্ধ হবে, অশ্বমেধের ঘোড়াকে পশ্চিমবঙ্গ নামক বেয়াড়া রাজ্যটি পার করানোর কাজ হাসিল করতে হলে কি ধীরে-সুস্থে, প্রয়োজনীয় সময় নিয়ে, সব দিক বিবেচনা করে চলা যায় নাকি? এখন কি 'এক জনের প্রতিও যেন অবিচার না হয়' ইত্যাদি মহতী শর্তাবলি পূরণ করে কাজ করার সময়? কে জানে, এ ঘোর কলিতে পিতামহ ভীষ্মও হয়তো শরশয্যায় শুয়ে উচ্চারণ করতেন অলৌকিক সান্ত্বনার বাণী এক বার নাহয় ভোট দেওয়া না-ই হল, আসছে বছর আবার হবে! এ-কথা ভাবতেই অবশ্য মনটা কুডাক ডেকে ওঠে হবে তো, জাহাঁপনা? মনের আর দোষ কী? এমন অন্ধকারে ভয় তো হবেই।কিন্তু এত কাণ্ডের পরেও শেষ পর্যন্ত যদি অশ্বমেধের ঘোড়া পশ্চিমবঙ্গে আটকে যায়? 'সুনার বাংলা' হয়ে যাওয়ার ডাবল-ইঞ্জিন-চালিত সৌভাগ্যের কবল থেকে আপাতত রেহাই মেলে? তা হলেও কি নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারব আমরা? 'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিল দুর্বৃত্ত' ঘোষণা করে চেনা দুঃখ চেনা সুখ নিয়ে কাল কাটাতে পারব, যেমন কাটিয়ে চলেছি? পারব না, কারণ লক্ষ লক্ষ নাম কেটে দেওয়ার যে অভিযান নিয়ে এই মুহূর্তে আমরা এতখানি উদ্বিগ্ন এবং ক্ষুব্ধ, সেটি যুদ্ধের একটা অঙ্গমাত্র। এই মুহূর্তে সবচেয়ে প্রকট অঙ্গ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণও বটে। কিন্তু, যেন ভুলে না যাই, আজকের এই দুর্দৈবের পিছনে আছে আরও অনেক বড়, অনেক বেশি গভীর বিপদ, যা ইতিমধ্যেই আমাদের গলা অবধি গ্রাস করে ফেলেছে। এখনও যদি সেই বিপদ সম্পর্কে সচেতন না হতে পারি, তা হলে অচিরেই আমাদের সবিস্ময়ে এবং সভয়ে বলতে হবে এ কোন সকাল, রাতের চেয়েও অন্ধকার?কঠিন সত্য এই যে, দেশের বর্তমান শাসককুল পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিসরে ইতিমধ্যেই অনেক দূর অবধি অগ্রসর হয়েছেন, হতে পেরেছেন। এই ধুন্ধুমার সংহারপর্ব; ওঁদের (পরি)কল্পনায় বোধ করি উপসংহারপর্ব; অবশ্যই ভয়ঙ্কর, কিন্তু তার পিছনে আছে দীর্ঘ অভিযানের ইতিহাস, যা আজ ওঁদের এখানে এনে দাঁড় করিয়েছে, আমাদেরও। সেই অভিযান নিছক ভোটের অনুপাত বাড়ানোর জন্য নয়, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে পাল্টে দেওয়াই তার গভীরতর অভিসন্ধি। বঙ্গসমাজের মানসিকতাকে নিজেদের ছাঁচে ঢেলে নেওয়াই ওঁদের নিগূঢ় প্রকল্প।

কেন্দ্রের বঞ্চনা

বাংলা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত ?

লিখেছেন অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার পিএম স্কুল ফর রাইসিং ইন্ডিয়া (সংক্ষেপে পিএমশ্রি) বলে একটি প্রকল্প চালু করে। সেই প্রকল্প অনুযায়ী প্রতি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল চালু করতে হবে যার মাধ্যমে নতুন শিক্ষা নীতির প্রচলন করা হবে। তিনটি রাজ্য পিএমশ্রির জন্য মৌ সাক্ষর করতে অস্বীকৃত হয় , কেরালা, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ। এর প্রতিক্রিয়ায় কেন্দ্র এই তিনটি রাজ্যের প্রাপ্য সমগ্র শিক্ষা অভিযানের টাকা আটকে দেয় ।কিছুদিন আগে খবরের কাগজের পাতায় কেন্দ্র-রাজ্য বঞ্চনা নিয়ে একটা একটা লেখা লিখেছিলাম।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার পিএম স্কুল ফর রাইসিং ইন্ডিয়া (সংক্ষেপে পিএমশ্রি) বলে একটি প্রকল্প চালু করে। সেই প্রকল্প অনুযায়ী প্রতি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল চালু করতে হবে যার মাধ্যমে নতুন শিক্ষা নীতির প্রচলন করা হবে। তিনটি রাজ্য পিএমশ্রির জন্য মৌ সাক্ষর করতে অস্বীকৃত হয় , কেরালা, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ। এর প্রতিক্রিয়ায় কেন্দ্র এই তিনটি রাজ্যের প্রাপ্য সমগ্র শিক্ষা অভিযানের টাকা আটকে দেয় ।কিছুদিন আগে খবরের কাগজের পাতায় কেন্দ্র-রাজ্য বঞ্চনা নিয়ে একটা একটা লেখা লিখেছিলাম। তার মোদ্দা কথা ছিল দুটো , এক, কেন্দ্র-রাজ্যে একই সরকার থাকলে রাজ্য যে কেন্দ্র থেকে টাকা পাবেই এরকম কোনো কথা নেই এবং দুই,কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ জনসংখ্যার অনুপাতের থেকে কম টাকা পাচ্ছে যাকে বঞ্চনার একটি পরিমাপ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

সংবাদপত্রের লেখাটি লেখার সময় বিস্তর ডেটা ঘেঁটেছিলাম যা সংবাদপত্রের স্বল্প পরিসরে প্রকাশ করা যায় নি। তাই এই প্রবন্ধে আমি সেই তথ্য নিয়ে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করব আর কিছু নতুন তথ্য যোগ করার চেষ্টাও করব। যাঁরা খবরের কাগজের পাতায় লেখাটি পড়েছেন তাঁরা জানেন ওখানে আমি মূলত কেন্দ্র-রাজ্য কর বন্টন এবং কেন্দ্র পোষিত প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। কেন্দ্র পোষিত প্রকল্পের মধ্যে জল জীবন মিশন এবং সমগ্র শিক্ষা অভিযান নিয়েই ছিল আলোচনা। সেই আলোচনা আরো বিস্তারিত ভাবে করার পাশাপাশি আমি বিপর্যয় মোকাবিলার তথ্যও আলোচনায় আনব যা খবরের কাগজের আলোচনায় স্থানাভাবের কারণে দেওয়া যায় নি।কেন্দ্র রাজ্যের কর বন্টনে বৈষম্য আছে কিনা সেটা বোঝার খুব ভালো কোন উপায় নেই। কারণ কোন রাজ্যের কত কর প্রাপ্য সেটার ফর্মূলা বেশ জটিল এবং সহজলভ্যও নয়। তাছাড়া জিএসটি এসে বিষয়টা জটিলতর হয়ে গেছে , কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত করের টাকা কত পাওয়া যাচ্ছে সেটা জানা গেলেও কত পাওয়া উচিত ছিল তা জানা সহজ নয়। বঞ্চনার তাই কোন সহজ পরিমাপ নেই। আমি তাই একটু অন্য ভাবে বিষয়টা দেখার চেষ্টা করলাম। রাজ্য থেকে সংগৃহীত কর এবং কেন্দ্র থেকে পাওয়া টাকার অনুপাত রাজ্যে ক্ষমতা পাল্টালে কীভাবে পালটায় সেটা বোঝার চেষ্টা করেছি। আমাদের আলোচ্য সময়ে কেন্দ্রে সবসময়ই এনডিএ সরকার। আমি তাই দেখেছি রাজ্যে এনডিএ জোটে ভুক্ত পার্টি জিতলে বা হারলে এই অনুপাত পালটায় কি না। এখানে আরেকটা কথা বলে রাখা ভালো। কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত অর্থ এবং রাজ্য থেকে সংগৃহীত করের অনুপাত কিন্তু দুটো কারণে কমতে পারে -- কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত অর্থ কমলে যেমন এই অনুপাত কমে তেমনই রাজ্য থেকে সংগৃহীত অর্থ বাড়লেও কমে। এই বিশ্লেষণেও আসব আমরা। তার আগে দেখে নিই এই অনুপাতের সঙ্গে রাজ্যের মাথাপিছু আয় এবং রাজ্যের শাসকের রাজনৈতিক পরিচিতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে কিনা। এবার আসি জল জীবন মিশনের কথায়। জল জীবন মিশন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রের টানাপোড়েন চলছে বেশ কিছুদিন ধরে জল জীবন মিশনে টাকা দেওয়া সার্বিক ভাবেই এখন বন্ধ। আমি তার আগের তথ্য নিচে দিলাম। এই তালিকায় বিহার নিজেই এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে নি। তাই তাদের প্রাপ্ত অর্থ শূন্য। বাকিদের মধ্যে এনডিএ তে না থাকারা যে কম টাকা পায় এটা কিন্তু সবক্ষেত্রে খাটে না। কিন্তু আবারও পশ্চিমবঙ্গ আনুপাতিক হিসেবে কম পেয়েছে।এখানে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা দরকার। জল জীবন মিশনে টাকা কম দেওয়া নিয়ে কেন্দ্রের একটা যুক্তি হল পশ্চিমবঙ্গে কাজ কম হচ্ছে। যুক্তিটা যে পুরো ভুল তা নয়। এবার বিভিন্ন রাজ্যের কাজের অগ্রগতির হিসেবটা দেখে নেওয়া যাক। কিন্তু তার আগে অগ্রগতির পরিমাপ নিয়ে একটু ভাবার দরকার আছে। জল জীবন মিশন যে পরিমাপ টা দেয় সেটা হল সেই রাজ্যের কত শতাংশ লোক জল সংযোগ পেলেন। কিন্তু সব রাজ্যের জনসংখ্যা তো সমান নয়। আমি তাই হিসেব করেছি দেশের গ্রামীণ জনসংখ্যার কত শতাংশ কোন একটি রাজ্যের থেকে জল সংযোগ পেলেন। অর্থাৎ, কোন রাজ্যের গ্রামীণ জনসংখ্যা যদি দেশের ১০শতাংশ হয় এবং সেই রাজ্য তাদের গ্রামীণ জনসংখ্যার ৫০শতাংশ কে সংযোগ দেয় তাহলে, দেশের গ্রামীণ জনসংখ্যার ৫শতাংশ জলের সংযোগ পেলেন। এই হিসেবে, আমি বিভিন্ন রাজ্যের ৫ বছরের গড় (মিডিয়ান) সংযোগ এবং গড় অর্থপ্রাপ্তি হিসেব করেছি। সেই হিসেব নিচে দেওয়া হল। আমি দু'ভাবে একটি রাজ্যকে র‍্যাঙ্ক করলাম , অর্থের হিসেবে এবং উপরে বলা পারফর্মেন্সের পরিমাপে। এই র‍্যাঙ্কের পার্থক্য নেগাটিভ মানে ভালো কাজ করেও কম টাকা, যেটা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে।

অন্য দিকে উত্তর প্রদেশ দেখুন, দেশের মাত্র ৫ শতাংশ লোককে জল সংযোগ দিয়ে ১৭শতাংশ টাকা নিয়ে বসে আছে। এবার আসব আমার শেষ প্রকল্পের কথায় , সমগ্র শিক্ষা অভিযান। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার পিএম স্কুল ফর রাইসিং ইন্ডিয়া (সংক্ষেপে পিএমশ্রি) বলে একটি প্রকল্প চালু করে। সেই প্রকল্প অনুযায়ী প্রতি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল চালু করতে হবে যার মাধ্যমে নতুন শিক্ষা নীতির প্রচলন করা হবে। তিনটি রাজ্য পিএমশ্রির জন্য মৌ সাক্ষর করতে অস্বীকৃত হয় , কেরালা, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ। এর প্রতিক্রিয়ায় কেন্দ্র এই তিনটি রাজ্যের প্রাপ্য সমগ্র শিক্ষা অভিযানের টাকা আটকে দেয়।

পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটি জানায় যে পিএমশ্রির কারণে সমগ্র শিক্ষা অভিযানের টাকা আটকে দেওয়া উদ্বেগ জনক। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় নি। পাঠকদের মনে থাকতে পারে যে আশির দশকে যখন রাজীব গান্ধী নবোদয় বিদ্যালয় চালু করার প্রকল্প নেন তখনও বাধা এসেছিল দুটি রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ু। পিএমশ্রি বিতর্কে কেন্দ্রীয় টাকা বন্ধ আছে ২০২৪-২৫ আর্থিক বছর থেকে। কিন্তু যদি তার আগের বছর গুলি (২০১৯-২০২৩) নিই তাহলেও দেখব পশ্চিমবঙ্গে যেখানে দেশের মোট সরকারি স্কুলের ছাত্রদের ১২ শতাংশ পড়ে, সেখানে সমগ্র শিক্ষা অভিযানের টাকার মাত্র ৫.৫ শতাংশ আসে এই রাজ্যে। নিচে আমি মূল টেবিলটি দিলাম। এখানে রাজ্যগুলিকে সরকারি স্কুলে পড়া ছাত্ররা সর্ব শিক্ষা অভিযান থেকে মাথাপিছু টাকা পাচ্ছে তার ভিত্তিতে র‍্যাঙ্কিং দেওয়া সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সব থেকে নিচে রয়েছে।এখানে যেটা দেখালাম খবরের কাগজে সেটাই সংক্ষেপে লিখেছিলাম। তিনটি বিষয় এখানে উঠে আসে। এক, কেন্দ্রীয় করের টাকার ক্ষেত্রে অ-বিজেপি রাজ্যের বঞ্চনার কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা কোন রাজ্যে ক্ষমতা বদল হলে কী হয় দেখেছি। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সেই বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। দুই, বঞ্চনা কোথাও থাকলে আছে সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে ফর্মূলা মেনে টাকা বন্টন হয় না, কেন্দ্রের কিছুটা হলেও ডিস্ক্রিশনের সুযোগ আছে। এরকম দুটি ক্ষেত্র হল কেন্দ্র পোষিত প্রকল্প এবং বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য প্রদত্ত অর্থ। তিন, এই দুই ক্ষেত্রেও সার্বিক ভাবে অ-বিজেপি বিরোধী রাজ্যের বিরুদ্ধে বঞ্চনা আছে সেটা বলা না গেলেও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বঞ্চনার অভিযোগের অন্তত আংশিক সত্যতা আছে। আংশিক বললাম কারণ আমার কাছে এই মুহূর্তে সব প্রকল্পের তথ্য নেই। সৌ ঃ সহমন।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 17-04-2026 08:23 Page 8

মহানগর
নয়া জামানা

বিচারপতিদেরও ভোটকর্মী করুন, কমিশনকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ 'আপনাদের বিজ্ঞপ্তি যা বলছে, তাতে আপনারা জজদের পোলিং অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করুন। সেকশন ২৬ অনুযায়ী আপনারা যখন যেমন খুশি বিজ্ঞপ্তি দেবেন! আমি কোনও রসিকতা করছি না।'; অধ্যাপকদের পোলিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা নিয়ে এভাবেই নির্বাচন কমিশনকে নজিরবিহীন ভর্ৎসনা করল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে এই মামলার শুনানি চলাকালীন কমিশনের কাজের ধরনে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। প্রয়োজনে শুক্রবারের মধ্যে কমিশনকে এই বিষয়ে হলফনামা দিয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলেছে আদালত। অন্যথায় কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিচারপতি। বিধানসভা নির্বাচনের মুখে অধ্যাপকদের ভোটকর্মী হিসেবে নিয়োগ করা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়েছে। সাধারণত নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব সার্কুলার অনুযায়ী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এই কাজে যুক্ত করার কথা নয়। গত ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারি জারি করা কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতেও তেমনটাই উল্লেখ ছিল। কিন্তু সেই

নিয়ম ভেঙে অধ্যাপকদের পোলিং অফিসার হিসেবে নিয়োগের চিঠি পাঠানো শুরু হতেই ক্ষুব্ধ শিক্ষামহল আদালতের দ্বারস্থ হন। তাঁদের প্রশ্ন ছিল, নিজেদের সার্কুলার অবজ্ঞা করে কীভাবে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে কমিশন? আদালতের সওয়াল-জবাব চলাকালীন কমিশনের আইনজীবী অমৃতা পাণ্ডে যুক্তি দেন, কর্মীর অভাব মেটাতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, 'একেবারে ভোটের মুখে মামলা করা হয়েছে। এখন নতুন করে লোক নিয়োগ করে ট্রেনিং দিয়ে ভোট করানো সম্ভব নয়। ২৩টি জেলার ভোট প্রক্রিয়া তাহলে স্থগিত রাখতে হবে।' তিনি আরও যোগ করেন যে, এসআইআর-এর কাজে ইতিমধ্যেই জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়োগ করা হয়েছে। এই মুহূর্তে আদালত হস্তক্ষেপ করলে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়া থমকে যেতে পারে। কমিশনের এই যুক্তিতে কার্যত অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, 'এটা কোনও যুক্তি হতে পারে না। তাহলে আপনাদের নিজেদের কাজের স্বপক্ষে যথাযথ যুক্তি দিতে হবে। তাঁরা যদি ভোটের পরে মামলা করেন, তখন কোর্ট কী করবে! ফলে নিজেদের কাজের যুক্তি কমিশনকেই দিতে হবে। আপনাদের এইসব দেখে ও যদি কোর্ট চোখ বন্ধ করে থাকে তাহলে অনিয়ম চলবে।' এরপরেই তীব্র শ্লেষের সুরে বিচারপতি বলেন, 'কোনো অসুবিধা নেই, আমাদের নিয়োগ করুন, আমরা পোলিং অফিসার হিসেবে বুথে ডিউটি করতে যাব। আপনারা নিজেদের যখন খুশি নিয়ম বদল করছেন।' অধ্যাপকদের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে প্রবীণ আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, 'কমিশন রিজার্ভে যে অফিসারদের রেখেছে, তাঁদের কাজে লাগাক। সুপ্রিম কোর্ট বিচারকদের নিজের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে কাজে লাগিয়েছে। সেই ক্ষমতা অন্য কোর্টের নেই।' এই পর্যায়ে বিচারপতি কমিশনকে কড়া সুরে বলেন, 'তার মানে আপনারা অযৌক্তিক বিজ্ঞপ্তি দেবেন, সেটাকেই মান্যতা দিতে হবে? তাহলে এই মামলা সুপ্রিম কোর্টে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সেখানে গিয়ে কমিশন এই যুক্তি দিক। বিচারকদের এসআইআর-এ নিয়োগ করা হয়েছে বলে এখানেও সেটা কাজে লাগানো হোক। চলে যান সুপ্রিম কোর্ট।' আদালতের পর্যবেক্ষণ, নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা। তাদের বিজ্ঞপ্তিতে স্বচ্ছতা থাকা বাধ্যতামূলক। শেষ মুহূর্তে 'কর্মী কম';এই দোহাই দিয়ে নিয়মের তোয়াক্কা না করাকে সমর্থন করছে না হাইকোর্ট। বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়েছেন, কমিশন আগে থেকেই কর্মীদের সংখ্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। শুক্রবার কমিশনের ব্যাখ্যার ওপরই ঝুলে রয়েছে কয়েক হাজার অধ্যাপকের ভোট ডিউটির ভাগ্য। সঠিক ব্যাখ্যা না মিললে আদালত বড়সড় রায় দিতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। এখন দেখার, কাল কমিশন আদালতে কী সাফাই দেয়।

মহিলা সংরক্ষণ বিলের আড়ালে রাজ্য ভাগের ছক, দাবি মমতার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বুথে বসানোর লোক নেই বিজেপির, তাই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়েই ভোট করানোর ফন্দি এঁটেছে গেরুয়া শিবির। কোচবিহারের মাথাভাঙায় নির্বাচনী প্রচার থেকে এভাবেই আক্রমণ শানালেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ঘোকসাডাঙার জনসভায় প্রার্থী সাবলু বর্মণের সমর্থনে সুর চড়িয়ে তিনি বলেন, 'বুথে বসার লোক নেই। এজেন্সিকে দিয়ে ফর্ম পূরণ করাচ্ছে। তাদের বুথে বসাচ্ছে। টাকার ভান্ডার নিয়ে এসেছে।' নির্বাচনের মুখে এই টাকার খেলা ও এজেন্সির দৌরাত্ম্য নিয়ে অভিযোগ তুলে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করে এনআরসি ইস্যুতে বড় তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, নাম বাদ দেওয়ার লক্ষ্যেই এসআইআর আনা হয়েছে এবং শাহ তা স্বীকারও করেছেন। পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে মমতা বলেন, 'যারা তাড়ানোর কথা বলছে, তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাব।' মহিলা সংরক্ষণ বিলের আড়ালে আসন পুনর্বিন্যাসকে জুড়ে

দেওয়া আসলে রাজ্য ভাগ এবং ভোটারদের নাম কাটার এক গভীর চক্রান্ত বলেই মনে করছেন তিনি। তৃণমূল নেত্রীর দাবি, এটি ভোটারদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার নতুন কৌশল।বিজেপির 'মাতৃশক্তি কার্ড' নিয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এত যখন কাজের ইচ্ছা, তখন ভোটের আগে করোনি কেন বাপু? এখন ফর্ম পূরণ করাচ্ছে। ভুলেও নাম-ঠিকানা বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর দেবেন না। যা ছিল তাও লুট করে নেবে।' কোচবিহারের অশান্তি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। বর্তমানে পুলিশ নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকলেও মমতা মনে করিয়ে দেন, 'আমার হাতে আইনশৃঙ্খলার ভার এখন না-থাকলেও আগামী দিনে থাকবে। ভোট এলেই কোচবিহারে অশান্তি কেন হবে?' উত্তরবঙ্গের মাটি থেকে এভাবেই দিল্লির বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এজেন্সির ভয় উপেক্ষা করে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, বাংলার মানুষের ঐক্য নষ্ট করার চেষ্টা সফল হবে না। কেন্দ্রকে জবাব দিতে মানুষ তৈরি। ফাইল ফটো।

বঙ্গেও দরকার ডাবল ইঞ্জিন ঃ যোগী

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ বাংলার হৃত গৌরব ফেরাতে 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের দাওয়াই দিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর দাবি, উত্তরপ্রদেশের ধাঁচে বিজেপি সরকার এলে আমূল বদলে যাবে পশ্চিমবঙ্গ। বৃহস্পতিবার দুপুরে বারাবনি বিধানসভার আছড়া স্কুল ময়দানে বিজেপি প্রার্থী অরিজিৎ রায়ের সমর্থনে এক জনসভায় যোগী বলেন, বাংলায় বিজেপির 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার নিয়ে আসুন। সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদিজির নেতৃত্বে ডাবল ইঞ্জিন সরকার বুলেটের গতিতে কাজ করবে। এদিন বারাবনির মঞ্চ থেকে আগাগোড়া আক্রমণাত্মক মেজাজে ধরা দেন যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর নিশানায় ছিল রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল এবং পূর্বতন বাম ও কংগ্রেস সরকার। বর্তমান বাংলার পরিস্থিতির সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের তুলনা টেনে তিনি বলেন, তএই বাংলা এক সময় ভারতের 'কালচারাল ক্যাপিটাল' হিসেবে পুরো দেশকে দিশা দেখাতো। প্রথমে কংগ্রেস, তারপর কমিউনিস্টরা এবং গত ১৫ বছর ধরে তৃণমূল এখানে পরিচয়ের সংকট তৈরি করেছে। এখন একে 'কালচারাল ক্যাপিটাল' নয়, বরং ওরা একে 'ক্রাইম ক্যাপিটাল' বানিয়ে আপনাদের সামনে পরিচয়ের সংকট

তৈরি করেছে। দ স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের সমৃদ্ধ বাংলার কথা মনে করিয়ে দিয়ে যোগী আফসোস প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, বাংলা এক সময় দেশের অর্থনীতির 'গ্রোথ ইঞ্জিন' ছিল এবং ভারতের বহু প্রয়োজনীয়তা পূরণ করত। কিন্তু দীর্ঘ অপশাসনে সেই দাপট আজ তলানিতে। যোগী আদিত্যনাথের অভিযোগ, 'প্রথমে কংগ্রেস, তারপর বামপন্থীরা এবং ১৫ বছরে তৃণমূল একে দুর্নীতি, ভয় এবং অরাজকতার কেন্দ্র বানিয়ে ফেলেছে। একসময় চাল ও মাছ উৎপাদনে বাংলা সেরা ছিল। আজ চালের উৎপাদন কমছে, মাছ উৎপাদন কমেছে।' তিনি আরও দাবি করেন, রাজ্যের সম্পদের ওপর মাফিয়ারা আধিপত্য বিস্তার করছে এবং কৃষকরা ফসলের সঠিক দাম পাচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে তিনি আলুর দামের তুলনামূলক উদাহরণ দিয়ে বলেন, 'উত্তরপ্রদেশে আলুর দাম ১৫ থেকে ১৬ টাকা কিলো পাওয়া যাচ্ছে, আর বাংলায় মাত্র এক থেকে দেড় টাকা। এতটাই পার্থক্য!' এদিন সভা থেকে সাধারণ মানুষকে নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। তৃণমূলকে বিঁধে তাঁর আশ্বাস, 'আপনারা চিন্তা করবেন না। টিএমসির গুন্ডারা কী বলছে তাতে ভীত হবেন না। দেখুন, উত্তরপ্রদেশে কত পরিবর্তন হয়েছে। সেখানে এখন কোনও রাস্তায় কেউ নমাজ পড়তে পারে না। সেখানে সমস্ত উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে পালন করা হয়।' উত্তরপ্রদেশে কোনও অরাজকতা বা গুন্ডাগিরি নেই দাবি করে যোগী জানান, সেখানে প্রত্যেক মা-বোনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি রয়েছে। সবশেষে তাঁর সংযোজন, সুরক্ষা ও সমৃদ্ধির গ্যারান্টি কেবল বিজেপিই দিতে পারে।

মোফাক্কেরুল-সহ ১২ জনকে হেফাজতে চাইল এনআইএ

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ মালদহের মোথাবাড়িতে বিচারকদের হেনস্থা ও এসআইআর-এর কাজে বাধা দেওয়ার ঘটনায় তদন্তের গতি বাড়াল এনআইএ। বৃহস্পতিবার কলকাতার নগরদায়রা আদালতে ধৃত ৪৯ জনকে পেশ করা হয়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এদের মধ্যে ১২ জনকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। বাকি ৩৭ জনকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর আর্জি জানানো হয়েছে। এদিন আদালতে মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত মোফাক্কেরুল ইসলামের জামিনের সওয়াল করেন তাঁর আইনজীবী। রাজ্য পুলিশের নজরে মোফাক্কেরুল এই ঘটনার 'মূলচক্রী'। তবে তাঁর আইনজীবীর দাবি, তাঁর মক্কেলকে 'বলির পাঁঠা' করা হচ্ছে। আদালতে তিনি বলেন, 'স্বচ্ছ তদন্তের জন্য এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আমি যত দূর জানি, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে মোফাক্কেরুল জমায়েত সরানোর চেষ্টা করেছিলেন। ঘটনার সঙ্গে ওঁর যুক্ত থাকার কোনও সম্ভাবনা নেই। উনি সমাজমাধ্যমে জনপ্রিয়। ওঁকে চিনতে পেরে ওখানকার লোকজন জমায়েত সরানোর অনুরোধ করেছিলেন। পুলিশও ওঁর সহযোগিতা চেয়েছিল। আশা করি বিচারক জামিনের আবেদন মঞ্জুর করবেন।' নেপথ্যে বড় ষড়যন্ত্রের অভিযোগও তুলেছেন তিনি। পাল্টা যুক্তিতে এনআইএ-র আইনজীবী জানান, অভিযুক্তেরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। তদন্ত এখনও প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। তাই এই পর্যায়ে সব তথ্য সর্বসমক্ষে তাঁরা আনতে চাইছেন না। এসআইআর তালিকা থেকে নাম বাদ পড়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মোথাবাড়ি। অভিযোগ, একদল লোক বিচারকদের রাতভর আটকে রেখে হেনস্থা করে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নির্বাচন কমিশন এই মামলার ভার এনআইএ-র হাতে তুলে দেয়। সিআইডি-র হাতে প্রথম গ্রেফতার হওয়া মোফাক্কেরুল-সহ মোট ৫২ জন বর্তমানে শ্রীঘরে। তদন্তের স্বার্থে ১২ জনকে জেরা করতে মরিয়া কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। এখন দেখার, আদালত জামিন নাকি হেফাজত; কোন পথে হাঁটে। ছবি সংগৃহিত।

পদ্ম শিবিরের 'যুবশক্তি' কর্মসূচিতে 'মাতৃশক্তি' কার্ড, কটাক্ষ তৃণমূলের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বিজেপির মেগা কর্মসূচিতে লিয়েন্ডার পেজ-বিজেন্দ্র সিংহদের উপস্থিতিতে এক চরম বিশৃঙ্খলা ও তালগোল পাকিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র শোরগোল শুরু হয়েছে। যুবকদের হাতে 'যুবশক্তি কার্ড' তুলে দেওয়ার পরিবর্তে 'মাতৃশক্তি কার্ড' ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে। যা নিয়ে জোরালো আক্রমণে নেমেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। তারা এই ঘটনাকে বিজেপির 'ঠগবাজি' এবং 'ভুল' ঢাকার চেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, ক্ষমতায় এলে তারা মহিলা ও যুবদের মাসে ৩০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেবে। সেই প্রচারের অঙ্গ হিসেবেই মহিলাদের জন্য 'মাতৃশক্তি কার্ড' এবং যুবদের জন্য 'যুবশক্তি ভরসা কার্ড' বিলির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার কলকাতায় টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ এবং বক্সার বিজেন্দ্র সিংহের উপস্থিতিতে কার্ড বিলির একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই দেখা যায়, যুবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে 'মাতৃশক্তি' লেখা

কার্ড। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি তাদের নিজেদের কর্মসূচির তাল হারিয়ে ফেলেছে। তারা দাবি করেছে যে, বিজেপির অফিসিয়াল পেজ থেকে এই বিভ্রাটের ছবি পোস্ট করা হলেও পরে 'ভুল' বুঝতে পেরে তা দ্রুত মুছে ফেলা হয়। তৃণমূলের ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন তাঁর বক্তৃতায় বলে থাকেন, বিজেপি আসলে ঠগ্ বাজ, চোর এবং প্রতারকদের দল।' তারা আরও দাবি করেছে যে, আগের দিন প্রকাশিত মহিলাদের কার্ডগুলিই পরদিন ভুলবশত যুবদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই পুরো কর্মসূচিকেই 'জুমলা' বা ফাঁপা প্রতিশ্রুতি বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। তাদের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' এবং 'যুবসাথী' প্রকল্পের অনুকরণ করতে গিয়েই বিজেপি এই গোলমাল পাকিয়েছে। শাসকদলের পাল্টা দাবি, রাজ্যের বর্তমান প্রকল্পগুলিই গেরুয়া শিবির নিজেদের ইস্তাহারে নকল করার চেষ্টা করছে। তবে এই সমস্ত অভিযোগকে বিন্দুমাত্র আমল দিতে রাজি নয় বিজেপি শিবির। রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বিষয়টিকে দলীয় ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, 'আমাদের কর্মসূচিতে আমাদের কর্মীদের মাঝে আমরা কী বিলি করব, না করব, তাতে তৃণমূলের কী? এগুলো তো আমাদের দলীয় ব্যাপার। তৃণমূল কি পুরোপুরি ফলো-অন মোডে চলে গিয়েছে নাকি?' তিনি আরও জানান যে, বিজেপি ছাত্রছাত্রীদের টেস্ট পেপার বিলি করলেও তৃণমূল সেটা নিয়ে কথা বলতে আসবে। শাসকদলের কোনও বিরূপ মন্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ গেরুয়া শিবির।

আপাতত গ্রেফতারিতে বাধা, কোর্টের কবচে স্বস্তিতে পবিত্র

নয়া জামানা, কলকাতা নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পবিত্র করের ওপর এখনই কোনও কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারবে না পুলিশ। বৃহস্পতিবার এমনই অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়ে স্বস্তি দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের বেঞ্চ জানিয়েছে, পবিত্রর বিরুদ্ধে তদন্ত চালানো গেলেও আপাতত তাঁকে গ্রেফতার বা কড়া আইনি পদক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ফলে ভোটের লড়াইয়ে তৃণমূল প্রার্থীর আইনি রক্ষাকবচ নিশ্চিত হল। বিজেপি ছেড়ে ঘাসফুল শিবিরে নাম লেখানো পবিত্রকে নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত শুভেন্দু অধিকারীর একটি চাঞ্চল্যকর দাবি থেকে। হলদিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর জনসভার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার সময় শুভেন্দু অভিযোগ করেন, পবিত্র এখনও বিজেপির প্রতীকে জয়ী পঞ্চায়েত সদস্য। সেই পদ থেকে ইস্তফা না দিয়েই তিনি তৃণমূলের টিকিটে বিধানসভা ভোটে লড়ছেন। শুভেন্দুর কথায়, 'একই ব্যক্তি কী ভাবে দুই রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারেন?' নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থীর যুক্তি ছিল, স্ক্রুটিনির সময় চাইলে পবিত্রর প্রার্থীপদ বাতিল করা যেত, যদিও তাঁরা তখন আপত্তি জানাননি। শুভেন্দুর এই অভিযোগের রেশ ধরেই আসরে নামে নির্বাচন কমিশন। পবিত্রর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর বিরুদ্ধেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পবিত্র। তাঁর দাবি ছিল, তিনি প্রথম দিকে বিষয়টি নিয়ে সবিস্তারে জানতেন না, পরে আইনের পথেই লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে বিজেপির টিকিটে বয়াল গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন পবিত্র। নিয়ম অনুযায়ী, দলবদল করে অন্য দলের প্রার্থী হতে গেলে আগের পদ ত্যাগ করতে হয়। অভিযোগ, সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করেই ১৭ মার্চ তৃণমূলে যোগ দিয়ে বিধানসভার লড়াইয়ে নামেন তিনি। হাই কোর্টের এই নির্দেশের ফলে তদন্তের পথ খোলা থাকলেও নির্বাচনের মুখে পবিত্রর গ্রেফতারির আশঙ্কা কাটল। রাজনৈতিক মহলের মতে, শুভেন্দুর একদা ঘনিষ্ঠ এই নেতাকে নিয়ে এখন আদালত ও ভোটের ময়দান; দুই পক্ষেই টানটান উত্তেজনা তুঙ্গে। তদন্তপ্রক্রিয়া বহাল থাকায় শেষ পর্যন্ত আইনি প্যাঁচ পবিত্রকে কোন দিকে নিয়ে যায়, এখন সেটাই দেখার। তবে আপাতত আদালতের এই 'ঢাল' তৃণমূল প্রার্থীর জন্য বড় অক্সিজেন।

নগদ ও কার্ডে ভোট কেনার চেষ্টা, বিজেপির বিরুদ্ধে নালিশ কমিশনে

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ নির্বাচনী আচরণবিধি উড়িয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার থেকে শুরু করে 'মাতৃশক্তি ভরসা'; নানা প্রকল্পের নামে গেরুয়া শিবির নগদ টাকা ও কার্ড বিলি করছে বলে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানাল তৃণমূল কংগ্রেস। নোয়াপাড়া থেকে পাণ্ডবেশ্বর, একাধিক কেন্দ্রের প্রার্থীর বিরুদ্ধে মোট আটটি সুনির্দিষ্ট ঘটনার নমুনা জমা দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল।তৃণমূলের অভিযোগ, ভোটের আগেই সংকল্পপত্রের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নামে বিধিভঙ্গ করছেন বিজেপি প্রার্থীরা। নোয়াপাড়া ও গোপীবল্লভপুরে অর্জুন সিং এবং রাজেশ মাহাতো ৩ হাজার টাকা করে নগদ বিলি করেছেন বলে দাবি করা হয়েছে। তালিকায় নাম রয়েছে অর্জুন-পুত্র পবন সিংয়েরও। অভিযোগ, ভাটপাড়ায় প্রচারের সময় গীতার সঙ্গে টাকা বিলি করছেন তিনি। এছাড়া পাণ্ডবেশ্বরের বিভিন্ন ক্লাবে ২৫ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে জিতেন্দ্র তিওয়ারির বিরুদ্ধে। সোনারপুর দক্ষিণ, ইংরেজবাজার ও বাগদাতেও 'নারীশক্তি ভরসা' কার্ড বিলি করা হয়েছে বলে সরব হয়েছে তৃণমূল। পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছেন পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারি। সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে তাঁর দাবি, 'বিজেপিকে ঘুষ দিয়ে ভোট নিতে হয় না। এই সংস্কৃতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শিখিয়েছেন পাণ্ডবেশ্বরের মানুষকে। তাঁদের গরিব রেখে নিজের প্রতিপত্তি বিস্তার করেছেন উনি। এটা ধ্বংস করতেই আমি মাঠে নেমেছি।' পাল্টা দাবিতে কান না দিলেও তৃণমূলের দেওয়া তথ্যে অস্বস্তি বাড়ছে গেরুয়া শিবিরের। যুবশক্তির নামে মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড বিলির ছবি সামনে আসায় বিতর্ক আরও জোরালো হয়েছে। বিজেপি প্রার্থীদের অর্থবলের উপর ভিত্তি করে বৈতরণী পার হওয়ার এই চেষ্টা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখছে কমিশন। তবে ভোটের মুখে টাকা ও কার্ড বিলির এই অভিযোগকে হাতিয়ার করে আসরে নেমেছে ঘাসফুল শিবির। তৃণমূলের দাবি, হারের ভয়েই বিধি ভেঙে নগদ বিলি করছে বিজেপি।

তৃণমূল নেতাকে হুমকি ও কুকথা হুমায়ুন কবীরের , নালিশ কমিশনে

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ তৃণমূল নেতাকে খুনের হুমকি ও কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে ফের কাঠগড়ায় আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হুমায়ুন কবীর। নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের দায়ে এবার তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল রাজ্যের শাসকদল। পরিকল্পিতভাবে ভোটের পরিবেশ নষ্টের অভিযোগে সরব হয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের অভিযোগ, সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে একটি বিতর্কিত ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে সাংবাদিক সম্মেলনে বেলডাঙা-২ ব্লকের মইনুল হক রানাকে নিয়ে চূড়ান্ত কুরুচিকর মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছে হুমায়ুনকে। শুধু মইনুল নন, তৃণমূলের দাবি ওই একই ভিডিয়োতে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর ব্যক্তিগত সচিব সুমিত রায় ও দলের অন্যান্য পদাধিকারীদের নিয়ে 'অবমাননাকর' কথা বলেছেন তিনি। এমনকি খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগও আনা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। তৃণমূলের বক্তব্য, নির্বাচনী বিধি ভেঙে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন হুমায়ুন। যদিও নয়া জামানা ওই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি। তৃণমূল কমিশনকে চিঠিতে জানিয়েছে, কোনও প্রার্থীর চরিত্র বা ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এমন আক্রমণ নিয়মবিরুদ্ধ। অবিলম্বে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছে শাসকদল। এর আগে বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়াও হুমায়ুনের বিরুদ্ধে একই অভিযোগে কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কমিশন জানিয়েছিল, ভবিষ্যতে যেন এই ধরনের মন্তব্য থেকে তিনি বিরত থাকেন।

রাজা'র প্রচারে জনসুনামি

সন্দীপ মজুমদার, নয়া জামানা, হাওড়া ঃ ভোটের বাদ্যি বাজতেই ১৮০ নম্বর বাগনান বিধানসভা কেন্দ্রে আছড়ে পড়ছে জনস্রোত। জয়ের হ্যাটট্রিক সেরে চতুর্থবারের জন্য ময়দানে নেমেছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা হাওড়া গ্রামীণ জেলা সভাপতি অরুণাভ সেন (রাজা)। তাঁর প্রতিটি জনসংযোগ কর্মসূচিতে মানুষের ভিড় কার্যত 'জনসুনামি'র রূপ নিচ্ছে। প্রতিপক্ষ শিবির যখন ঘর গোছাতে ব্যস্ত, তখন বাগনানের অলিগলি চষে ফেলছেন 'ঘরের ছেলে' রাজা। তাঁর এই দাপুটে প্রচার দেখে রাজনৈতিক মহলে জুলিয়াস সিজারের সেই বিখ্যাত লাতিন উক্তি 'ভিনি, ভিডি, ভিসি' বা 'আসলাম, দেখলাম, জয় করলাম' নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। এলাকার আট থেকে আশি; সব বয়সের মানুষের মধ্যেই অরুণাভকে ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে। বিশেষ করে মহিলাদের উদ্দীপনা চোখে পড়ার মতো।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 17-04-2026 08:23 Page 9

উত্তরবঙ্গ
নয়া জামানা

‘শীত,গ্রীষ্ম,বর্ষা, তৃণমূলই ভরসা’

আলিপুরদুয়ারে বজ্রকণ্ঠে বিজেপির বিরুদ্ধে আগুন ঝরালেন মমতা

অভিজিত চক্রবর্তী ।। নয়া জামানা ।। আলিপুরদুয়ার

বিধানসভা নির্বাচনের আবহে আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ড যেন পরিণত হল রাজনৈতিক আগ্নেয়গিরিতে। বৃহস্পতিবার সেখানে আয়োজিত এক বিশাল জনসভা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র ও ধারালো ভাষায় আক্রমণ শানালেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্ধারিত সময়ের মাত্র ১০ মিনিট পর মঞ্চে উঠে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েই তিনি সরাসরি নিশানা করেন ভারতীয় জনতা পার্টি-কে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে ‘ভোটপাখি’ আখ্যা দিয়ে বলেন, ভোট এলেই ওদের দেখা যায়। কিন্তু ঝড়, বন্যা, সাইক্লোনে আলিপুরদুয়ারের মানুষ যখন বিপদে পড়ে, তখন বিজেপি নেতাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। যারা বিপদের দিনে পাশে থাকে না, আগামী পাঁচ বছরও মানুষ তাদের বিশ্বাস করবে না। একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, বিজেপি বাইরের রাজ্য থেকে লোক এনে টাকা ছড়িয়ে ভোট কেনার চেষ্টা করছে।

রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরাই নতুন জেলা তৈরি করেছি, ডুয়ার্স কন্যা প্রকল্প এনেছি, বিশ্ববিদ্যালয় গড়েছি।

চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য পাট্টা দিয়েছি, ‘চা সুন্দরী’ আবাসন করেছি। আর বিজেপি কী করেছে? শুধু বিভেদের রাজনীতি। তিনি আরও বলেন, মোদী সরকার পাঁচটি চা বাগান অধিগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা করেনি।

অথচ আলিপুরদুয়ারের বহু মানুষের দীর্ঘদিনের জমির সমস্যার সমাধান করেছে তৃণমূল সরকার। আধার কার্ড ইস্যুতে বিজেপিকে বিঁধে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, খাওয়া থেকে ঘুম;সব জায়গায় আধার বাধ্যতামূলক। কিন্তু ভোটার তালিকায় নাম তুলতে গেলেই কেন আধার চলবে না? বিজেপি মানুষের নাম, ঠিকানা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য নিচ্ছে।

ভোটের পর সব টাকা লুট করার ছক কষছে ওরা। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তৃণমূল প্রার্থীদের জয়ী না করলে বিজেপি এ রাজ্যেও এনআরসি চালু করবে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে ভাষা ও খাদ্যাভ্যাস নিয়ে খ বরদারির অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, বাংলায় কথা বললেই বা মাছ-মাংস খেলেই অন্য রাজ্যে অত্যাচার করা হয়। আমরা মানুষের খাবার, পোশাক বা ভাষায় হস্তক্ষেপ করি না-এটাই গণতন্ত্র।

বিজেপি বাইরে থেকে গুন্ডা, অস্ত্র ও মাদক আনছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি এবং দলীয় কর্মীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন। বক্তব্যের শেষলগ্নে আলিপুরদুয়ারবাসীর উদ্দেশে বজ্রনিনাদে তাঁর স্লোগান- শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা-তৃণমূলই ভরসা। এই স্লোগানেই স্পষ্ট, ভোটের ময়দানে আলিপুরদুয়ারে তৃণমূলের লড়াই যে আগুনে, তা আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

কে এই প্রার্থী ?

নয়া জামানা ।। সিতাই

প্রার্থীর পরিচয়

নাম ঃ রবীন রায়
দল ঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
কেন্দ্র ঃ সিতাই বিধানসভা কেন্দ্র

ব্যক্তিগত তথ্য

বয়স ঃ ৭২ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ
পেশা ঃ অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী
বৈবাহিক অবস্থা ঃ বিবাহিত
শখ ঃ বই পড়া, স্থানীয় ইতিহাস চর্চা, সকালে নদীর পাড়ে হাঁটা

আজকের প্রচার

ভোরে দলীয় কর্মীদের নিয়ে গোসানীমারি বাজারে চায়ের দোকানে জনসংযোগ। এরপর ছোট সালবাড়ি ও আদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পায়ে হেঁটে প্রচার। বিকেলে সিতাই ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে প্রবীণ নাগরিকদের সাথে বৈঠক ও সন্ধ্যায় বড় আটিয়াবাড়ি মোড়ে পথসভা।

জনতার মুড

প্রবীণ ভোটারদের একাংশের মধ্যে প্রার্থীর দীর্ঘদিনের পরিচিতির জন্য সহানুভূতি আছে। সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগী মহলে কংগ্রেসের পুরনো ভাবমূর্তি এখনও কিছুটা কাজ করছে। তবে যুব সমাজের বড় অংশ বিকল্পের খোঁজে। গ্রামীণ এলাকায় কংগ্রেসের সংগঠন দুর্বল হলেও প্রার্থীর ব্যক্তিগত ক্লিন ইমেজ ভরসা দিচ্ছে।

এলাকার প্রধান সমস্যা

তোর্সা নদীর ভাঙনে প্রতি বছর চাষের জমি নষ্ট হওয়া ।
সিতাই থেকে দিনহাটা যাওয়ার রাস্তা স্তার বেহাল অবস্থা।
বিএসএফের কাঁটাতারের ওপারে থাকা জমিতে চাষের অনুমতি নিয়ে জটিলতা।
ব্লক হাসপাতালে ডাক্তার ও ওষুধের অভাব ।
শিক্ষিত যুবকদের এলাকায় কাজের সুযোগ না থাকা।

মূল ইস্যু এবং প্রতিশ্রুতি

নদী ভাঙন রোধে কেন্দ্রীয় জল কমিশনের মাধ্যমে স্থায়ী প্রকল্প আনার দাবি তোলা ।
সিতাই-গোসানীমারি রাজ্য সড়ক দ্রুত মেরামতের জন্য বিধানসভায় সরব হওয়া ।
সীমান্তের কৃষকদের জন্য বিশেষ পরিচয়পত্র ও ফসলের ন্যায্য দামের ব্যবস্থা করা ।
অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী হিসেবে পেনশনভোগীদের সমস্যা নিয়ে লড়াই করা ।
ব্লক হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও ২৪ ঘণ্টা ডাক্তারের ব্যবস্থা করা ।

প্রার্থীর মন্তব্য

সিতাইয়ের মাটিতে আমার জন্ম, এখানেই বড় হয়েছি আর চাকরি থেকে অবসর নিয়ে আবার এখানেই ফিরে এসেছি। ৭২ বছর বয়সে ক্ষমতার লোভে ভোটে দাঁড়াইনি। মানুষের শেষ জীবনটা যাতে একটু শান্তিতে কাটে, প্রশাসনের দরজায় দরজায় যাতে ঘুরতে না হয়, সেটুকু নিশ্চিত করতেই আমার লড়াই। কংগ্রেস গরিব মানুষের দল ছিল, আছে, থাকবে। আপনাদের আশীর্বাদ পেলে বিধানসভায় সিতাইয়ের গলা হব।

হেলিকপ্টার শোডাউন থেকে ঝাঁঝালো হুঁশিয়ারি

তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা

উত্তম সিংহ, নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ বিধানসভা নির্বাচনের মুখে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক ময়দান কার্যত উত্তপ্ত করে তুলল খড়িবাড়ির বাতাসীর পিএসএ মাঠে বিজেপির জনসভা। ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী দুর্গা মুর্মুর সমর্থনে আয়োজিত এই সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে হাজির ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাঁর আগমনই যেন সভার আবহ বদলে দেয়;হেলিকপ্টারে করে সরাসরি মঞ্চের সামনে অবতরণ করে সেখান থেকেই মঞ্চে ওঠেন তিনি।

এই ব্যতিক্রমী আগমন ঘিরে সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারান্ডি। দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর একসঙ্গে মঞ্চে উপস্থিতিকে বিজেপির শক্তি প্রদর্শনের স্পষ্ট বার্তা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বক্তব্যের শুরুতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান, সদ্যসমাপ্ত অসম নির্বাচনের ব্যস্ততার কারণে এতদিন বাংলায় আসা সম্ভব হয়নি। নির্বাচন শেষ হতেই দলীয় নির্দেশে তিনি বাংলার প্রচারে নেমেছেন বলে জানান। এরপরই একের পর এক ইস্যু তুলে ধরে তৃণমূল কংগ্রেস ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলায় মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে;এই প্রচারকে তিনি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি করেন।

অসমের উদাহরণ টেনে বলেন, বিজেপি সরকার থাকা সত্ত্বেও সেখানে এমন কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্ত প্রসঙ্গ তুলে তিনি অভিযোগ করেন, সীমান্ত খোলা থাকার ফলে অনুপ্রবেশ বাড়ছে এবং জনসংখ্যার ভারসাম্য বদলে যাচ্ছে। তৃণমূলকে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির অভিযোগে কাঠগড়ায় তুলে হুঁশিয়ারি দেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভাষণের মাঝেই ধর্মীয় আবেগকে সামনে এনে সনাতনীদের ঐক্যের ডাক দেন তিনি। কালী ও দুর্গার ভক্তদের এক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, অসমে বিজেপি ১০০-র বেশি আসন পেয়েছে, আর বাংলায় বিজেপি পাবে ২০০ আসনের ডবল সেঞ্চুরি। তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করে বলেন, এটি মা-মাটি-মানুষের সরকার নয়, এটি মাফিয়া, মানি ও মার্ডারের সরকার। চাকরিতে ঘুষ, ডিএ বকেয়া, চা শ্রমিকদের মজুরি;সব মিলিয়ে আক্রমণ আরও ধারালো হয়। ভাষণের শেষে রসিকতার সুরে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝগড়া করায় নোবেল পেতে পারেন। সভা শেষে ডিজের তালে নেচে ও সমর্থকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উৎসবের আবহ তৈরি করেন তিনি। ফাঁসিদেওয়ার এই জনসভা যে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করল, তা স্পষ্ট।

কে এই প্রার্থী ?

কুশল রায় ।। নয়া জামানা ।। সিতাই

প্রার্থীর পরিচয়

নাম ঃ সঙ্গীতা রায়
দল ঃ তৃণমূল কংগ্রেস
কেন্দ্র ঃ সিতাই বিধানসভা কেন্দ্র

ব্যক্তিগত তথ্য

বয়স ৫৪ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ
পেশা ঃ সমাজকর্মী
বৈবাহিক অবস্থা ঃ অবিবাহিত
শখ ঃ লোকসংস্কৃতি চর্চা, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সাথে সময় কাটানো, রবীন্দ্রসংগীত

আজকের প্রচার

সকাল থেকে সিতাই ব্লকের চামটা ও ব্রহ্মত্তরছত্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ। দুপুরে গোসানীমারি বাজারে পথসভা ও বিকেলে বড় আটিয়াবাড়ি হাটে কর্মীসভা। মহিলা ও যুবকর্মীদের নিয়ে বাইক মিছিলও হয়।

জনতার মুড

গ্রামীণ এলাকায় মহিলা ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধাভোগীরা প্রকাশ্যে সমর্থন জানাচ্ছেন। যুব সমাজের একাংশ কর্মসংস্থানের দাবি তুললেও প্রার্থীর স্থানীয় পরিচিতি ভরসা যোগাচ্ছে।

এলাকার প্রধান সমস্যা

১. বর্ষায় তোর্সা নদীর ভাঙন ও জলমগ্নতা
২. গ্রামীণ রাস্তার বেহাল দশা ও কাঁচা রাস্তা
৩. কৃষি পণ্যের ন্যায্য দাম না পাওয়া ও সেচের অভাব
৪. শিক্ষিত যুবকদের জন্য স্থানীয় কাজের সুযোগের অভাব
৫. সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের হয়রানির অভিযোগ

মূল ইস্যু এবং প্রতিশ্রুতি

১. নদী ভাঙন রোধ ঃ তোর্সার দুই পাড়ে বোল্ডার দিয়ে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে বিশেষ প্যাকেজের দাবি।
২. যোগাযোগ ঃ সব গ্রামে পাকা রাস্তা ও সিতাই-দিনহাটা সংযোগকারী ব্রিজের কাজ দ্রুত শেষ করা।
৩. কৃষি ও কর্মসংস্থান ঃ প্রতি ব্লকে কিষাণ মান্ডি ও ফুড প্রসেসিং ইউনিট তৈরি করে স্থানীয় যুবকদের কাজের ব্যবস্থা।
৪. নারী ক্ষমতায়ন ঃ স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর জন্য সহজ ঋণ ও উৎপাদিত পণ্যের সরকারি বিপণনের ব্যবস্থা।
৫. স্বাস্থ্য ঃ সিতাই ব্লক হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থা।

প্রার্থীর মন্তব্য

সিতাই আমার ঘর। এই মাটির মানুষের সুখ-দুঃখের সাথে আমি ৩০ বছর ধরে জড়িয়ে আছি। দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের ধারা সিতাইয়ের প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে দিতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ভাঙন, বেকারত্ব আর বঞ্চনার দিন শেষ করতে আপনার একটি ভোটই যথেষ্ট। জোড়াফুলে ভোট দিয়ে আমাকে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন।

সিবিএসসি-তে নজির ফালাকাটার সৃজিতার

নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ সিবিএসসি দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় ৯৯.৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়ে দিল ফালাকাটার সৃজিতা সাহা। বুধবার প্রকাশিত ফলাফলে বেস্ট ফাইভে ৫০০-র মধ্যে ৪৯৮ নম্বর পেয়ে আলিপুরদুয়ার জেলায় শীর্ষস্থানে রয়েছে সে। সিবিএসসি পরিচালিত পরীক্ষায় তার এই সাফল্য ঘিরে এলাকায় উচ্ছ্বাসের আবহ। ফালাকাটার মুক্তিপাড়া এলাকার বাসিন্দা সৃজিতা টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল, ফালাকাটা-এর ছাত্রী। বিষয়ভিত্তিক নম্বরে ইংরেজি, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও এআই-এ ১০০, গণিত ও বাংলায় ৯৯ করে নম্বর পেয়েছে সে। বাবা সুজিত সাহা পেশায় ব্যবসায়ী। পড়াশোনার পাশাপাশি নৃত্য ও আবৃত্তিতেও পারদর্শী সৃজিতা। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে সে। মেয়ে এমন ফল করায় গর্বিত মা শুক্লা সাহা। সৃজিতার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হচ্ছে এলাকার বহু পড়ুয়া।

কেএসডিসি প্রার্থীদের সমর্থনে কেপিপি

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করল কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি। শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের নেতৃত্ব জানায়, তারা তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে কেএসডিসি-এর প্রার্থীদের সমর্থন করবে। কেপিপি জানায়, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ী, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া;এই তিনটি কেন্দ্রে কেএসডিসি প্রার্থীদের পক্ষে সক্রিয়ভাবে ভোট প্রচারে নামবে তারা। পাশাপাশি সাধারণ ভোটারদের ওই প্রার্থীদের সমর্থনে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। বৈঠকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শোনা যায়। সংগঠনের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও উত্তরবঙ্গের বাস্তব উন্নয়ন হয়নি। বঞ্চনার অভিযোগ তুলে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে। একই সঙ্গে পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবিও পুনরায় জোরালোভাবে তুলে ধরে কেপিপি নেতৃত্ব। তাদের মতে, এই দাবির বাস্তবায়নই এলাকার সার্বিক উন্নয়নের একমাত্র পথ।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 17-04-2026 08:23 Page 10

অসুস্থ শরীরে অকথ্য অত্যাচার ! বাড়ি ফিরেই প্রাণ গেল বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের

রবিন মুরমু ।। নয়া জামানা ।। দক্ষিণ দিনাজপুর

শারীরিক ভাবে অসুস্থ এক আদিবাসী শ্রমিককে ভিন রাজ্যে আটকে রেখে জোরপূর্বক শ্রমিকের কাজ করানো।পরবর্তীতে পরিবারের পক্ষ থেকে বাড়িতে আনার পরেই মৃত্যু ঘটলো সেই পরিযায়ী শ্রমিকের। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার ১১ নম্বর চেঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব হরিহরপুর আদিবাসী গ্রামে।মৃত শ্রমিকের নাম জয়ন্ত সরেন (৩৭) ।জানা যায়, দুই মাস আগে চেন্নাইয়ে শ্রমিকের কাজে গিয়েছিল পূর্ব হরিহরপুর আদিবাসী পাড়ার এই পরিযায়ী শ্রমিক জয়ন্ত সরেন।

পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ যে শ্রমিকের কাজে গিয়ে অসুস্থ বোধ করে জয়ন্ত। এর পরেও তাকে জোরপূর্বক আটকে রেখে কোনোরকম শারীরিক চিকিৎসা না করিয়েই কাজ করানো হয়। এর ফলে ধীরে ধীরে আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে জয়ন্ত। পরবর্তীতে অন্যান্য শ্রমিকদের চাপে একটি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাঁকে।কিন্তু চেন্নাইয়ের কিছু দালাল এবং জয়ন্ত সরেন কে যারা শ্রমিকের কাজে নিয়ে গিয়েছিল তারা ১৫ হাজার টাকা চিকিৎসার জন্য দাবি করে। এই টাকা পরিশোধ না করা হলে তাকে কোনভাবেই চেন্নাই থেকে আসতে দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ পরিবারের সদস্যদের। পরবর্তীতে দিন আনা দিন খাওয়া এই আদিবাসী পরিবারের পক্ষ থেকে ১৫ হাজার টাকা বিভিন্ন এলাকা থেকে জোগাড় করার পর চেন্নাইয়ে পাঠানো হয় ।সেই টাকা দেওয়ার পরেই বাড়িতে আসার অনুমতি পায় জয়ন্ত। সপ্তাহ দুয়েক আগে অসুস্থ শরীরের মধ্যেই দীর্ঘ কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরত্ব পেরিয়ে চেন্নাই থেকে বাড়ি ফেরে জয়ন্ত।

কিন্তু আসার পর শারীরিকভাবে আরোও অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। সঠিক চিকিৎসা না হওয়ার কারণে এক কথায় চিকিৎসার অভাবে গত বুধবার নিজের বাড়িতে মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনার পরেই শ্রমিক সরবরাহকারী দালালদের বিরুদ্ধে রীতিমতো ক্ষোভ উগড়ে দেন জয়ন্ত সরেনের পরিবার সহ আত্মীয় পরিজন ও গ্রামের বাসিন্দারা। পরিবার এবং গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ যে যখনই জয়ন্ত অসুস্থ বোধ করছিল তখ নই যদি সঙ্গে সঙ্গে ওই কারখানার মালিক এবং শ্রমিক সরবরাহকারী দালালেরা জয়ন্ত কে বাড়ি আনার ব্যবস্থা করতো এবং শুরু থেকেই তার চিকিৎসা শুরু হলে সে প্রাণে বেঁচে যেত।

মৃত জয়ন্ত সরেনের স্ত্রী বুদিন মার্ডি বলেন, তিনটি কন্যা সন্তানকে নিয়ে আমাদের অভাবের পরিবার। জয়ন্তর মৃত্যুতে বর্তমানে কিভাবে আগামী দিনের সংসার চলবে তা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন এই আদিবাসী পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার। এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে শ্রমিক সরবরাহকারী পূর্ব হরিহরপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাসিন্দা সত্যজিৎ মাহাতো বলেন যে জয়ন্ত সরেনের পরিবার থেকে কোনো টাকা নেওয়া

হয়নি। আমি পনেরো হাজার টাকা দিয়ে জয়ন্তকে চেন্নাই থেকে আনার ব্যবস্থা করি। আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি আরো বলেন যে আমার নামে থানায় অভিযোগ হলে আইন মোতাবেক বিষয়টি দেখা হবে।এই প্রসঙ্গে বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন যে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ হলে নিশ্চয়ই গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। তবে এই ঘটনায় এলাকায় শান্তি বজায় রাখার জন্য পুলিশের নজরদারি রাখা হবে।

শ্রীরামপুরে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, পদ্মপ্রার্থীর সমর্থনে করলেন ভোট নিবেদন !

নয়া জামানা, মালদা ঃ মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শ্রীরামপুরে বিজেপি প্রার্থী গোপাল চন্দ্র সাহার সমর্থনে নির্বাচনী সভায় অংশ নিতে মালদায় এলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা।তাঁর এই সফরকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্যে সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি মালদা বিমানবন্দরে পৌঁছালে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের কনভেনার শংকর চক্রবর্তী, জেলা সাধারণ সম্পাদক স্নেহাংশু ভট্টাচার্য, জেলা যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সোমনাথ প্রসাদসহ অন্যান্য বিশিষ্ট কার্যকর্তারা। ফুলের তোড়া ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়।এরপর সেখান থেকে

সরাসরি শ্রীরামপুরের র‍্যালি উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। সেখানে প্রার্থী গোপাল চন্দ্র সাহার সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে র‍্যালিতে অংশ নিয়ে মালদার শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা ।তাঁর এই সফরকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।এদিন দীর্ঘ অপেক্ষার পরে সিঙ্গাবাদ বাস স্ট্যান্ডে দুপুর তিনটে নাগাদ এসে পৌঁছালো ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা ।সিঙ্গাবাদ থেকে একটি শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে শ্রীরামপুর উচ্চ বিদ্যালয় সময় কম থাকায় এই শোভাযাত্রা শেষ হয়।

গাজোলে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে ভোট প্রচারে টলিকুইন শ্রাবন্তী !

আহমেদ বাপি, নয়া জামানা, মালদা ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মালদার গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রসেনজিৎ দাসের সমর্থনে এক হাইভোল্টেজ নির্বাচনী প্রচার চালালেন টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চ্যাটার্জী। বৃহস্পতিবার গাজোলের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পাশাপাশি তুলসিডাঙ্গা

এলাকায় গাজোলের যুব তৃণমূলের সভাপতি সুরজিত সাহার নেতৃত্বে নির্বাচনী জনসভা করেন।শ্রাবন্তী চ্যাটার্জী গাজোলের রাজপথ কাঁপিয়ে তৃণমূল প্রার্থী প্রসেনজিৎ দাসের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন। তাঁর এক ঝলক দেখতে রাস্তার দুপাশে ভিড় জমান সাধারণ মানুষ ও স্থানীয় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। এদিন তারকা অভিনেত্রীর উপস্থিতিতে তৃণমূল কর্মীদের মনোবল ছিল তুঙ্গে।

এদিনের এই প্রচারে প্রসেনজিৎ দাসের পাশে

থেকে উন্নয়নের বার্তা দেন শ্রাবন্তী।গাজোলে তৃণমূলের এই জোরালো প্রচার বিরোধী শিবিরে বেশ চাপ সৃষ্টি করেছে বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

‘বেলুন’ প্রতীকে নতুন লড়াই ! চাঁচলে নির্দল জনির ঝড়ো প্রচারে বাড়ছে উত্তাপ

নয়া জামানা,মালদহ ঃ চাঁচল বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের আগে রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মোড়। একসময় কংগ্রেসের পরিচিত মুখ আঞ্জারুল হক জনি, প্রার্থী ইস্যুতে ক্ষোভ-বিক্ষোভের জেরে দল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর এবার নির্দল প্রার্থী হিসেবে মাঠে নেমেছেন। আর নেমেই যেন বদলে দিয়েছেন প্রচারের ছবি। বৃহস্পতিবার চাঁচলের মকদমপুর, মহানন্দপুর ও ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তার সমর্থনে দেখা গেল নজরকাড়া প্রচার। কয়েকশো অনুগামীর বাইক মিছিল ঘিরে তৈরি হয় উৎসবের আবহ। হুডখোলা গাড়িতে চেপে জনি একের পর এক গ্রাম পরিক্রমা করেন, হাত নেড়ে ও সরাসরি কথা বলে ভোটারদের সঙ্গে গড়ে তোলেন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। প্রচারের মূল

বার্তা একটাই;দলীয় টানাপোড়েনের বাইরে দাঁড়িয়ে ‘মানুষের প্রার্থী’ হিসেবেই নিজেকে তুলে ধরছেন তিনি। বেলুন প্রতীকে তাকে জয়ী করার আবেদন জানিয়ে জনি বলেন, উন্নয়ন ও এলাকার স্বার্থই তার একমাত্র লক্ষ্য। স্থানীয় রাজনীতিতে তার এই প্রত্যাবর্তন ইতিমধ্যেই চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে। রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্দল প্রার্থী হিসেবে জনির এই আগ্রাসী প্রচার চাঁচলের ভোটে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে। এখন দেখার, ভোটের বাক্সে এই জনসমর্থন কতটা প্রতিফলিত হয়।

তৃণমূলের চা বাগানে ভাঙ্গন ! দলের নির্দেশ অমান্য করে বহিষ্কৃত জেলা কার্যকরী সভাপতি

সুবল গোপ, নয়া জামানা উত্তর দিনাজপুর ঃ ভোটের মুখে দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির কার্যকরী সভাপতি আক্তার আলীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালী অঞ্চলের কাঁচাকালি এলাকায় দলীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আকবর আলী।দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাঝিয়ালী অঞ্চলের বাসিন্দা আক্তার আলী দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং জেলা কার্যকরী সভাপতির দায়িত্বও সামলেছেন। তবে অভিযোগ, গত কয়েক মাস ধরে তিনি গোপনে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিলেন এবং দলবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত ছিলেন।এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে অঞ্চল সভাপতি আকবর আলীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা অপু দাস।

এবিষয়ে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা সাধারণ সম্পাদক দীপক রায় জানান, আক্তার আলীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ উঠছিল। তাঁকে সতর্ক করা হয়েছিল এবং সংশোধনের সুযোগও দেওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি দলবিরোধী কাজে যুক্ত থেকে ভোটের আগে দলের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছেন। তাই অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে আমরা সমর্থন করছি।

অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে আক্তার আলীর দাবি, অঞ্চল সভাপতি আকবর আলী নিজেই ঠিকাদারি ও চা বাগানে সিন্ডিকেট রাজত্ব চালান। আমি তার প্রতিবাদ করায় আমাকে পরিকল্পিত ভাবে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।অন্যদিকে আকবর আলী এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে।

‘ব্রিজ না হলে ভোট বয়কট’, বলরামপুর খলইসা ঘাটে স্থানীয়দের বিক্ষোভ

দিলদার আলী, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ জেলার কুশমন্ডি ব্লকের উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর খলইসা ঘাটে পাকা সেতুর দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠল এলাকা। দীর্ঘদিন ধরে সেতুর অভাবে চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের।

এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে বিক্ষোভে সামিল হন এলাকার মহিলারাসহ বহু গ্রামবাসী।বিক্ষোভকারীদের স্পষ্ট বার্তা; পরে ভোট নেবেন, আগে ব্রিজ দেবেন। তাঁদের দাবি, দ্রুত পাকা সেতু নির্মাণের সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি না মিললে আসন্ন নির্বাচনে ভোট বয়কট করবেন তারা ।স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিদিন যাতায়াতে ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিশেষ করে বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। প্রায়ই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটে, ফলে আতঙ্কে দিন কাটাতে হয় এলাকাবাসীদের।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিজেপি প্রার্থী তাপস চন্দ্র রায়। তিনি গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যা শোনেন। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন হলে তাঁর বিধানসভা এলাকায় প্রথম কাজই হবে এই সেতু নির্মাণ করা ।অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রেখা রায় এই প্রসঙ্গে বলেন, রাজ্য সরকারের হাতে নদীর উপর সেতু নির্মাণের ক্ষমতা নেই, এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের এনওসি প্রয়োজন। তিনি জানান, কেন্দ্রের অনুমোদন মিললেই সেতু নির্মাণের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ।তবে গ্রামবাসীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, শুধুমাত্র আশ্বাসে আর ভরসা নেই;বাস্তব পদক্ষেপ না দেখলে ভোট বয়কটের সিদ্ধান্তেই অনড় থাকবেন তারা।এখন দেখার, প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে কতটা দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

পোস্টাল ব্যালটে নেই কোনো গোপনীয়তা, বালুরঘাটে ভোট কর্মীদের বিক্ষোভ

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ ভোটের দিন যেসকল সরকারি কর্মীরা ভোটকেন্দ্রে ব্যস্ত থাকবেন তাদের পোস্টাল ব্যালটে ভোট গ্রহণ চলছে রাজ্য জুড়ে।

ভোট কর্মীদের এই ভোট দানকে কেন্দ্র করে ধুমধুমার পরিস্থিতি সৃষ্টি হল বালুরঘাটে। বালুরঘাটের ললিত মোহন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে পোস্টাল ব্যালটে ভোট চলছিল। তখ নই সেখানে চরম বিশৃঙ্খলার অভিযোগ তুলে সরব হয় সরকারি কর্মীরা। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরেই তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়।

সরকারি কর্মী তথা ভোটারদের অভিযোগ, পোস্টাল ব্যালট ভোটের ক্ষেত্রে ভোট বাক্স উন্মুক্ত অবস্থায় ছিল। পাশাপাশি ব্যালট জমা দেওয়ার ক্ষেত্রেও কোনরকম গোপনীয়তা ছিল না। সিল ছাড়াই ভোট বাক্সে ব্যালট ফেলা হচ্ছিল বলে অভিযোগ।

এই চরম বিশৃঙ্খলা দেখে কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষোভে ফেটে পরেন ভোট দিতে আসা কর্মীরা। পরে ঘটনাস্থলে আসে অবজারভার এবং বালুরঘাট থানার পুলিশ। যদিও এই ঘটনায় তৃণমূল এবং বিজেপি উভয়দলই একে অপরের বিরুদ্ধে সুর ছড়িয়েছে।

‘যুবিকা’ পরীক্ষায় বাজিমাত ঃ ইসরোর প্রশিক্ষণে সুযোগ পেল দিনাজপুরের অন্যতমা

সাজাহান আলী, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ মহাকাশ বিষয়ে জানার আগ্রহ সেই শৈশব থেকে। নবম শ্রেণীতে পড়াকালীন এই আগ্রহ দ্বিগুণ হয়ে যায়। পরিবার ও শিক্ষক - শিক্ষিকাদের সহযোগিতায় এবং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলে গত মার্চ মাসে যুবিকা(ইসরো) ২০২৬ পরীক্ষায় বসেছিল কৃতি ছাত্রী অন্যতমা দেবী অধিকারী। গত ২৮ শে মার্চ অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষার রেজাল্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মধ্যে একমাত্র ছাত্রী হিসেবে সফল হয়েছে ফুলবাড়ী হাইস্কুলের বরাবরের মেধাবী শিক্ষার্থী অন্যতমা দেবী অধিকারী। এই পরীক্ষায় সাফল্যের ফলশ্রুতি হিসেবে আগামী মে মাস থেকে হায়দ্রাবাদের ইসরোতে মহাকাশ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য জানার ও প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে এই ছাত্রী। স্বাভাবিক কারণে বিজ্ঞানমনস্ক এই ছাত্রীর পরিবার থেকে শুরু করে ফুলবাড়ী হাইস্কুলের

শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা যথেষ্ট খুশি ও গর্বিত। জেলার নিশ্চিন্তা গ্রামের কৃতি ছাত্রী অন্যতমা দেবী অধিকারীর বাবা মানস অধিকারী ও মা মৌসুমী দাস অধিকারী জানালেন, ছোটবেলা থেকেই তাঁদের মেয়ের বিজ্ঞানের প্রতি খুব আকর্ষণ। বিশেষ করে মহাকাশ বিজ্ঞানের প্রতি তার আগ্রহের সীমা নেই।এই অবস্থায় ইসরোতে প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়ে মেয়ে দুর্দান্ত খুশি।অন্যতমা জানালো, আগামী মে মাসে হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টারে (ইসরো) মহাকাশ বিষয়ক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য ডাক পেয়েছি। নবম শ্রেণীর কৃতি ছাত্রী অন্যতমার জীবনের লক্ষ্য আস্ট্রোবায়োলজিস্ট হয়ে মহাকাশ বিজ্ঞান ও দেশের জন্য কাজ করা।

ফুলবাড়ি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক রেজাউল করিম গর্বের সঙ্গে জানালেন ,এটি আমাদের বিদ্যালয়ের জন্য বিরাট সাফল্য। এর ফলে অন্যতমা যেমন ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ভালো জায়গায় পৌঁছে যাবে , তেমনি তার এই ফলাফল দেখে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা অনুপ্রাণিত হবে। আমরা অন্যতমার সাফল্য কামনা করছি।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 17-04-2026 08:23 Page 11

ভরতপুরে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে জোরদার প্রচার, রোড শোয়ে সামিল বহরমপুরের সাংসদ

আইয়ুব আলী ।। নয়া জামানা ।। ভরতপুর

ভরতপুর বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে সুমনের সমর্থনে প্রচারে নামলেন বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান ।

বৃহস্পতিবার ভরতপুর বিধানসভার সালার এলাকায় এক বর্ণাঢ্য রোড শো করেন তিনি। এদিন তৃণমূল প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান

সুমনকে সঙ্গে নিয়ে এলাকার বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে সাধারণ মানুষের কাছে ভোটের আবেদন জানান সাংসদ। রোড শো ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। রাস্তার দু'ধারে ভিড় জমায়েত করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অনেকেই সাংসদকে মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান এবং উষ্ণ অভ্যর্থনা করেন।মিছিলে অংশ নেন বিপুল সংখ্যক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। গোটা এলাকা জুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। প্রচারের সময় তৃণমূল প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান সুমন বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে যেসব উন্নয়নমূলক প্রকল্প রাজ্যের সমস্ত মানুষের জন্য করেছেন সেই উন্নয়নমূলক প্রকল্প গুলি আপনারা নিজের চোখে দেখছেন রাস্তাঘাট, পানীয় জল,বিদ্যুৎ, চিকিৎসা, লক্ষ্মীর ভান্ডার, কৃষক বন্ধু, সবুজ সাথী সমব্যথী, আপনাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা ও আপনারা নিশ্চয়ই

পাচ্ছেন সেই দিকে তাকিয়ে দিদিকে আবার পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য এই ভোটটি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন। এই বার্তায় পৌঁছে দেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান সুমন ও বহরমপুরের সংসদ ইউসুফ পাঠান।

জোরদার প্রচারে সরগরম জঙ্গিপুরের নির্বাচনী ময়দান

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুর বিধানসভা এলাকায় নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই প্রশাসনের তৎপরতা বাড়ছে চোখে পড়ার মতো।

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার জেলা শাসক, জঙ্গিপুর পুলিশ সুপার, এসডিপিও, বিডিও, রঘুনাথগঞ্জ থানার আইসি ও ওসি সহ কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় পরিদর্শন করেন। এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে একাধিক রুটে রোডমার্চ করা হয়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের আশ্বস্ত করা হয় যে, ভোটের দিন কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে দেওয়া হবে না এবং নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করতে প্রশাসন সর্বদা প্রস্তুত।অন্যদিকে রাজনৈতিক ময়দানেও চলছে জোরদার প্রস্তুতি। তৃণমূল কংগ্রেস সহ অন্যান্য দলেরও প্রচার কার্যত তুঙ্গে। প্রার্থী ও দলের শীর্ষ নেতৃত্ব একের পর এক সভা ও মিছিলের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছেন। প্রতিটি কর্মসূচিতে চোখে পড়ছে ব্যাপক জনসমাগম, যা এই কেন্দ্রের রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে তুলছে।সব মিলিয়ে, প্রশাসনিক কড়াকড়ি এবং রাজনৈতিক দলগুলির জোরদার প্রচারে জঙ্গিপুর বিধানসভা এখন নির্বাচনী আবহে সরগরম। শান্তিপূর্ণ ভোট সম্পন্ন করা এবং মানুষের আস্থা অর্জন;এই দুই লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছে প্রশাসন ও রাজনৈতিক মহল।

দুধে স্নান করে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল যোগ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এক অদ্ভুত এবং চর্চিত রাজনৈতিক ঘটনার সাক্ষী থাকলেন রাণীনগরের পানিপিয়া গ্রামের বাসিন্দারা। বাংলার রাজনীতিতে দলবদল নতুন কিছু নয়;আজ এক দলে, কাল অন্য দলে যাওয়া বহুবার দেখা গেছে। কিন্তু দল পরিবর্তনের আগে দুধ দিয়ে স্নান করে 'শুদ্ধ' হওয়ার মতো ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না। এই ঘটনাই এখন রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। ঘটনাটি ঘটে বুধবার সন্ধ্যায়। জানা যায়, সেদিন পানিপিয়া গ্রামে কংগ্রেসের একটি বাইক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই মিছিলে কয়েকজন স্থানীয় যুবক অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু মিছিল শেষ হওয়ার পরই তাঁদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। অভিযোগ ওঠে, তাঁদের মিছিলে আনার জন্য বাইকের তেল এবং নগদ টাকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কর্মসূচি শেষে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হয়নি। নিজেদের প্রতারিত মনে করে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন ওই যুবকেরা। এরপর তাঁরা কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁরা দলবদলের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই পরিস্থিতির মধ্যেই সবচেয়ে নজরকাড়া ঘটনা ঘটান মামুন শেখ নামে এক যুবক। তিনি দাবি করেন, কংগ্রেসের মিছিলে অংশ নিয়ে তিনি 'অশুচি' হয়ে গিয়েছেন। তাই নিজেকে 'পবিত্র' করতে তিনি এক বালতি দুধ নিয়ে প্রকাশ্যে স্নান করেন। এরপরই তিনি তৃণমূলে যোগদান করেন। মামুন শেখের এই কর্মকাণ্ড দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা বিস্মিত হয়ে পড়েন। ঘটনাটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং রাজনৈতিক মহলেও বিতর্কের সৃষ্টি করে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করে বলা হয়েছে, কাউকে মিছিলে আনার জন্য কোনও প্রলোভন দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এটি মানুষের ক্ষোভ এবং বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ারই বহিঃপ্রকাশ। এই ঘটনায় স্পষ্ট যে, নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে এবং নানা অপ্রচলিত ঘটনাও সামনে আসছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে কৌতূহল ও আলোচনার জন্ম দিচ্ছে।

ভোটের মুখে তৃণমূলে ভাঙ্গন, ঘাসফুল ছেড়ে বিজেপিতে দুই হাজার কর্মী

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুর বিধানসভা এলাকায় বৃহস্পতিবার এক বড় রাজনৈতিক পালাবদলের সাক্ষী থাকল সাধারণ মানুষ। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে দলত্যাগ করে প্রায় ২০০০ সমর্থক ও ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন। এই যোগদান কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন বর্তমান বিধায়কের প্রতিনিধি অরিজিৎ পান্ডে, সমর ঘোষ, পরিমল ঘোষ, অখিল ঘোষ এবং বাসুদেব ঘোষ।

জেলা সভাপতি সুবল চন্দ্র ঘোষ ও ধনঞ্জয় ঘোষের হাত ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দেন এই বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক। দলবদলের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জঙ্গিপুরের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি, দুর্নীতি এবং উন্নয়নের অভাবের কারণেই সাধারণ মানুষ তৃণমূল কংগ্রেস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। অন্যদিকে দলত্যাগী নেতাদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে তারা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে দল। উন্নয়নের পরিবর্তে দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তাদের। সেই কারণেই তারা নতুন রাজনৈতিক পথ বেছে নিয়েছেন এবং বিজেপির আদর্শে বিশ্বাস রেখে যোগদান করেছেন। এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব কিছুটা অস্বস্তিতে পড়লেও প্রকাশ্যে তারা বিষয়টিকে ততটা গুরুত্ব দিতে চাননি।

তাদের দাবি, কিছু ব্যক্তির দলত্যাগে দলের সংগঠনে কোনো প্রভাব পড়বে না। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটের আগে এই ধরনের বড়সড় দলবদল জঙ্গিপুরের নির্বাচনী সমীকরণে প্রভাব ফেলতে পারে। এখন দেখার বিষয়, এই পরিবর্তন শেষ পর্যন্ত ভোটের ফলাফলে কতটা প্রতিফলিত হবে। তবে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি

জঙ্গিপুরে শান্তিপূর্ণ ভোটে বদ্ধপরিকর প্রশাসন

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই জোরদার হচ্ছে প্রশাসনিক তৎপরতা। ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পরিচালনার লক্ষ্যে মাঠে নেমেছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করা হচ্ছে;আপনারা নিশ্চিন্তে ভোট দিন, ভোটের সময় কোনও রকম গন্ডগোল বা অশান্তির সঙ্গে কাউকে জড়িত হতে দেওয়া হবে না।জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রুট মার্চ। জরুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খুড়িপাড়া, বানিপুর সহ একাধিক সংবেদনশীল এলাকায় বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের যৌথ উদ্যোগে এই রুট মার্চ করা হয়। জঙ্গিপুর এসডিপিও-র নেতৃত্বে এই ফ্ল্যাগ মার্চে অংশ নেয় বিপুল সংখ্যক আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান ও পুলিশকর্মীরা। এদিনের এই রুট মার্চ ঘিরে এলাকায় যথেষ্ট কৌতূহল ও উৎসাহ দেখা যায় সাধারণ মানুষের মধ্যে। অনেকেই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে বাহিনীর এই পদযাত্রা প্রত্যক্ষ করেন। প্রশাসনের এই উদ্যোগে ভোটারদের মধ্যে একধরনের নিরাপত্তাবোধ তৈরি হয়েছে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, নির্বাচন যতই এগিয়ে আসবে, ততই বাড়ানো হবে নজরদারি। সংবেদনশীল বুথগুলিতে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে এবং কোথাও কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, সে ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সব মিলিয়ে বলা যায়, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জঙ্গিপুর মহকুমায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর প্রশাসন। ভোটারদের আস্থা অর্জন এবং নির্ভয়ে ভোটদান নিশ্চিত করাই এখন প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য।

কে এই প্রার্থী ?

প্রতিবেদক ঃ আনিকুল ইসলাম ।। নয়া জামানা ।। রঘুনাথগঞ্জ

প্রার্থীর পরিচয়

নাম ঃ নাসির সেখ
দল ঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
কেন্দ্র ঃ ৫৯ নম্বর রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা

ব্যক্তিগত তথ্য

বয়স ঃ ৪৬ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক
পেশা ঃ বিড়ি ব্যাবসায়ী
বৈবাহিক অবস্থা ঃ বিবাহীত
শখ ঃ সমাজকর্মী

আজকের প্রচার

রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় তিনি কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে পদযাত্রা ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রচার সারেন।

জনতার মুড

পরিশেষে বলা যায়, ২০২৬-এর যুদ্ধ হবে মূলত 'উন্নয়ন বনাম পরিবর্তন'-এর। একদিকে তৃণমূল যেখানে তাদের 'মা-মাটি-মানুষ' স্লোগান আর সরকারি প্রকল্পের ওপর ভরসা করছে, অন্যদিকে ভারতীয় কংগ্রেস পরিবর্তনের ডাক দিচ্ছে। শেষ হাসি কে হাসবে, তা নির্ভর করবে বাংলার মানুষের সেই ইভিএম-এর গোপন বোতামের ওপর।

এলাকার প্রধান সমস্যা

একদিকে গঙ্গা ও পদ্মার পাড়, অন্যদিকে ব্যবসায়িক প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু উন্নয়নের চাকায় যেন মরচে পড়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বের মতে, এই এলাকার সবচেয়ে বড় অভিশাপ হল গঙ্গা ও পদ্মা ভাঙন। বছরের পর বছর ধরে বিঘার পর বিঘা জমি গঙ্গা ও পদ্মা গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু স্থায়ী সমাধান অধরা।

মূল ইস্যু ও প্রতিশ্রুতি

ক্ষমতায় এলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে গঙ্গা ভাঙন রোধে দীর্ঘমেয়াদী বোল্ডার বাঁধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পাকা বাড়ি ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। বিড়ি শ্রমিকদের জন্য দৈনিক সরকারি ন্যূনতম মজুরি কার্যকর করা এবং মোবাইল হেলথ ক্যাম্পের মাধ্যমে তাদের চিকিৎসার সুবিধা দেওয়া।আমরা মিথ্যে আশ্বাসের রাজনীতি করি না। রঘুনাথগঞ্জের মানুষ দেখেছেন কীভাবে গত কয়েক বছরে তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমরা ক্ষমতায় এলে বিড়ি শ্রমিকদের পেটে টান পড়বে না, আর গঙ্গার জলে কাউকে ভিটে হারাতে হবে না। আমাদের লড়াই মানুষের রুটি-রুজির লড়াই।

প্রার্থীর মন্তব্য

রঘুনাথগঞ্জের মানুষ লড়াই দেখছে না, তারা দেখছে বঞ্চনা। গত কয়েক বছরে এখানে উন্নয়নের নামে শুধু প্রচার হয়েছে, কাজ হয়নি। বিড়ি শ্রমিকরা তাদের সঠিক পাওনা পাচ্ছে না, কৃষকরা ফসলের দাম পাচ্ছে না। মানুষ এখন শান্তি আর প্রকৃত উন্নয়ন চায়, যা একমাত্র কংগ্রেসই দিতে পারে।

তিন কেন্দ্রে হারছে তৃণমূল দল ছেড়ে দাবি রজ্জাকের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ প্রার্থী তালিকায় নাম নেই। অভিমানে ঘাসফুল শিবিরকে 'বিদায়' জানালেন জলঙ্গির বিদায়ী বিধায়ক আব্দুর রজ্জাক। বুধবার রাতে নিজের কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি ক্ষোভ উগরে দেন। রজ্জাক কেবল দলই ছাড়েননি, মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের ভরাডুবির ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন। তাঁর সাফ কথা, 'জলঙ্গি, ডোমকল, রানিনগরে তৃণমূল হারছেই।' তৃণমূল অবশ্য এই দলত্যাগকে বিশেষ আমল দিচ্ছে না। বিধায়কের অভিযোগ, দলে সততার বদলে তোলাবাজদের কদর বেড়েছে। রজ্জাকের দাবি, 'যারা তোলাবাজি করে টাকা দিতে পারবে তারাই প্রার্থী।' তাঁর নিশানায় সরাসরি রানিনগরের প্রার্থী সৌমিক হোসেন। রজ্জাকের মতে, ডোমকল মহকুমায় আধিপত্য বজায় রাখতে সৌমিকই জলঙ্গি ও ডোমকলে বহিরাগত প্রার্থী বসিয়েছেন। যদিও সৌমিক এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে একে প্রতিহিংসা বলে দাগিয়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি জলঙ্গির সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নাম না করে রজ্জাককে তোপ দেগেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'তৃণমূল করে কেউ দুর্নীতি করবে, আর তাকেই দল টিকিট দেবে, এমনটা হতে পারে না।' এর পরেই জলঙ্গির রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে শুরু করে। রজ্জাক পাল্টা আইপ্যাক এবং দলের একাংশকে কাঠগড়ায় তোলেন। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার (ডেভিড) বলেন, 'উনি বিরোধীদের সঙ্গে যোগসাজশ রাখ ছিলেন, তা জানা ছিল। ওঁর বিদায়ে দলে প্রভাব পড়বে না।' মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীর কটাক্ষ, 'ভোটের আগে অনেকেরই শ্বাসকষ্ট হয়, ফল বেরোলে সব পরিষ্কার হবে।' রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন, রজ্জাক কংগ্রেসের হাত ধরতে পারেন। জলঙ্গিতে তৃণমূল প্রার্থী করেছে বাবর আলিকে। বাম-বিজেপিও কোমর বেঁধে নেমেছে। এই পরিস্থিতিতে বিদায়ী বিধায়কের পদত্যাগ শাসক শিবিরের অস্বস্তি বাড়াল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ফাইল ফটো।

নিয়াল্লিশপাড়ায় বুথে বুথে জনসংযোগ তৃণমূল প্রার্থীর

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ নবগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী প্রণব চন্দ্র দাসের সমর্থনে জোরদার জনসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। নিয়াল্লিশপাড়া গোয়ালজান (পশ্চিম) অঞ্চলের যুব সভাপতি আসিফ ইকবালের উদ্যোগে উপর ডিহা বুথ থেকে র‍্যালি শুরু হয়ে একাধিক বুথ পরিক্রমা করে।এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে প্রার্থী প্রণব চন্দ্র দাস সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং তাদের সমর্থন কামনা করেন। তিনি বলেন, এদিন নবগ্রাম বিধানসভার নিয়াল্লিশপাড়া অঞ্চলের বিভিন্ন বুথে নির্বাচনী প্রচার সম্পন্ন করলাম। এই অঞ্চল বরাবরই তৃণমূল কংগ্রেসের একটি শক্ত ঘাঁটি।এদিনের মানুষের উচ্ছ্বসিত সাড়া, আন্তরিক অভ্যর্থনা এবং আশীর্বাদ তারই স্পষ্ট প্রমাণ।তিনি আরও বলেন, প্রতিটি বাড়ি ও প্রতিটি মানুষের সঙ্গে হৃদয়ের যোগসূত্র আরও দৃঢ় হল। এই ভালোবাসা ও সমর্থনই আগামী দিনের পথ চলার প্রধান প্রেরণা।উপস্থিত ছিলেন বহরমপুর পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি পাপ্পু সেখ, সহ-সভাপতি ফারুক হোসেন এবং ব্লক সম্পাদক সাদেক সেখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল সভাপতি রেজাউল সেখ, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আনেস সেখ, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যসহ অন্যান্য কর্মী-সমর্থকরা।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 17-04-2026 08:23 Page 12

তারাপীঠে যোগী আদিত্যনাথের বিজয় সংকল্প জনসভা, ‘বুলডোজার’ রাজনীতিতে সরগরম রামপুরহাট !

সায়ন ভান্ডারী ।। নয়া জামানা ।। বীরভূম

বৃহস্পতিবার দুপুর প্রায় একটার সময় বীরভূমের রামপুরহাট বিধানসভার তারাপীঠ স্টেশন সংলগ্ন মাঠে বিজয় সংকল্প জনসভায় যোগ দিতে আসেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই সভাকে ঘিরে গোটা এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। নির্ধারিত সময়ে সভাস্থলের পাশে তৈরি অস্থায়ী হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টার থেকে নামার পর সরাসরি মঞ্চে পৌঁছালে বীরভূম বিজেপির জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর ব্যানার্জি প্রথমে তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান এরপর রামপুরহাট বিধানসভার বিজেপি মনোনীত প্রার্থী ধ্রুব সাহা তাকে শিবের মূর্তি দিয়ে বরণ করেন, তারপর হাঁসান বিধানসভার প্রার্থী নিখিল ব্যানার্জি তাকে মা তারার ছবি উপহার দিয়ে অভ্যর্থনা জানান এবং রামপুরহাট শহর বিজেপির সভাপতি অর্পণ নাগ ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এরপর তিনি উপস্থিত জনতাকে প্রণাম জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। বক্তব্যে তিনি রাজ্য রাজনীতি উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি এবং বিজেপির বিভিন্ন কর্মসূচির কথা তুলে ধরেন এবং ভোটারদের পদ্মফুল চিহ্নে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন রামপুরহাট ও হাঁসান বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থীদের জয়ী করলে রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার গড়ে উঠবে এবং উন্নয়নের গতি আরও বাড়বে। এদিন সভাস্থলে বিপুল জনসমাগম লক্ষ্য করা যায় দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ শুধু একঝলক মুখ্যমন্ত্রীকে দেখার জন্য উপস্থিত হন।

সভা ঘিরে ছিল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রশাসনের তরফে ছিল বিশেষ নজরদারি। বিশেষভাবে নজর কাড়ে বিজেপি কর্মীদের একাংশ বুলডোজার নিয়ে সভাস্থলে হাজির হওয়া।বুলডোজারে বিজেপির পতাকা লাগিয়ে মঞ্চের সামনে নিয়ে আসা হয় এবং তা ঘিরে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো ছিল। মঞ্চে দাঁড়িয়ে সেই বুলডোজার দেখে মুখ্যমন্ত্রীও প্রতিক্রিয়া জানান এবং বলেন বীরভূমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুলডোজার চালাতে হবে।

তিনি তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে পরিবর্তনের ডাক দেন এবং বলেন রাজ্যে সুশাসন ফিরিয়ে আনতে বিজেপি সরকার প্রয়োজন। পাশাপাশি তিনি মা তারার উদ্দেশ্যে মঞ্চ থেকেই প্রণাম জানান এবং বলেন পুণ্যভূমি তারাপীঠে এসে তিনি ধন্য। সব মিলিয়ে তারাপীঠ সংলগ্ন এই বিজয় সংকল্প জনসভা রাজনৈতিক গুরুত্বের পাশাপাশি জনসমাগম ও উন্মাদনার দিক থেকেও ছিল উল্লেখযোগ্য। এখন দেখার বিষয় এই জনসমাগম কতটা ভোটের বক্সে প্রভাব পড়ে সেই দিকেই নজর সকলের।

নবদ্বীপে উদ্ধার হেরোইন সহ লক্ষাধিক টাকা, পুলিশের জালে ১

অঞ্জন শুকুল, নয় জামানা, নদীয়া ঃ নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য হেরোইন ও বিপুল পরিমাণে নগদ টাকাসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠালো নদীয়ার নবদ্বীপ থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম নন্দন রায় ওরফে মনোতোষ। বাড়ি নবদ্বীপ পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ কলোনী এলাকায়।পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নবদ্বীপ থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক বরুণ গায়েণের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী নবদ্বীপ শহরের দক্ষিণাঞ্চলের বিবেকানন্দ কলোনী এলাকা থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। তাঁর কাছ থাকে উদ্ধার হয় ২৯ গ্রাম নিষিদ্ধ হেরোইন। পাশাপাশি পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে একটি ব্যাগ থেকে নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যের ব্যবসায় লেনদেন হওয়া ২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা উদ্ধার করে। উদ্ধার হয় একটি মোবাইল ফোনও।

ধৃতের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলার রুজু করে বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগরে বিশেষ আদালতে পেশ করার পর, তদন্তের স্বার্থে পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হবে বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে। ধৃত ব্যক্তি কোথা থেকে হেরোইন সংগ্রহ করেছিল, বা এই চক্রের সাথে আর কেউ জড়িত আছে কিনা, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছেন নবদ্বীপ থানার পুলিশ। স্বাভাবিকভাবেই বিধানসভা নির্বাচনের আগে সমাজ থেকে অপরাধমূলক কাজ দমন করতে তৎপর পুলিশ প্রশাসন।

প্রচারে বেরিয়ে জনতার রোষের মুখে লাভপুরের তৃণমূল প্রার্থী !

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ভোট প্রচারে গিয়ে নিজের গড়েই বিক্ষোভের মুখে পড়লেন এক তৃণমূল প্রার্থী। প্রার্থীর গাড়ি গ্রামে ঢুকতেই বাসিন্দারা রাস্তা আটক করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে।ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের লাভপুরে।

লাভপুর বিধানসভার উত্তর দুর্গাপুর গ্রামে প্রচারে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অভিজিৎ সিনহা।সূত্রের খবর, গ্রামবাসীদের প্রধান অভিযোগ সরকারি আবাসন প্রকল্প বা বাংলার বাড়ি ঘিরে।তাদের দাবি, দীর্ঘ সময় ধরে আবেদন জানানো সত্ত্বেও প্রকৃত উপভোক্তারা আবাস যোজনার সুবিধা পায়নি। এদিন পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে গাড়ি থেকে নেমে আসেন তৃণমূল প্রার্থী। তিনি উত্তেজিত গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন। প্রার্থীর আশ্বাসে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসলেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়ায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের আগে এমন ঘটনা শাসক দলকে যথেষ্ট অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিল।

নাম বাদ পড়ায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী, গ্রামে ঢুকছেন না বিজেপি নেতারা

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় ক্ষোভের আগুন জ্বলছে এলাকা জুড়ে। স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে যাতে পড়তে না হয়, তাই এলাকায় ভোট প্রচারে ঢুকছেন না কোনো বিজেপি প্রার্থী।

যদিও এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে তৃণমূল এবং সিপিআইএম। নবদ্বীপ ব্লকের মহিশুরা গ্রামে প্রায় ৪৫০ জনের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

এলাকার প্রতিটি পরিবার থেকে কম-বেশি এক থেকে দুজনের নাম বাদ পড়েছে।

ফলে স্থানীয় জনতা বর্তমানে বিজেপিকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে। ভোটের হাওয়া বলছে এবারের নির্বাচনে নবদ্বীপের এই ব্লকে সিপিআইএমের থেকে তৃণমূলের পাল্লা অনেকটা ভারী। উল্লেখ্য, মহিশুরায় বিজেপির তেমন কোনো সংগঠন নেই, এমনকি এলাকায় বিজেপির কোনো দেওয়াল লিখনও চোখে পড়ে না। গ্রামবাসীদের কথায় ভোটার তালিকা

থেকে নাম বাদ যাওয়ায় যথেষ্ট হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। ট্রাইবুনালের লাইনে দাঁড়িয়ে আদৌ কি ভোটাধিকার পাওয়া যাবে সেটা নিয়েও সংশয় বাড়ছে। তাই এখানে বিজেপিকে কেউ ভোট দেবে না। এমনকি গ্রামে বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরাও সিপিআইএম বা তৃণমূলকে ভোট দেবে। তৃণমূলের দাবি, এই ব্লক থেকে এবারে তাদের ভোটের সংখ্যা বাড়বে।

অন্যদিকে নবদ্বী বিধানসভার বিজেপি কনভেনার শশীধর নন্দী অন্য এক যুক্তি দিয়েছেন যে, সংশ্লিষ্ট এলাকা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। সেখান থেকে সংখ্যালঘু ভাইয়েরা মোদিজীর সাথে থাকতে চাইছে। এবার এই পঞ্চায়েতে ভালো ফল হবে।

একদিনের প্রশিক্ষণেই প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়োগ পত্র, আদালতের দ্বারস্থ বিশ্বভারতী

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও আধিকারিকদের বিধানসভা নির্বাচনে মাইক্রো অবজারভারের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগপত্র দেওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। এই বিষয়টিকে নিয়ে বিশ্বভারতীর প্রায় ৯০ জন বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। জানা গিয়েছে, এদিন আদালত নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশিকা নিয়ে আসতে বলেছেন। এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে আজ শুক্রবার।উল্লেখ্য প্রতিবার নির্বাচনে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক আধিকারিকদের দায়িত্ব পড়ে।

এবারেও সেই মতো গত মার্চ মাসে মাইক্রো অবজারভারের ট্রেনিং দেওয়া হয়। যেখানে তাদের কিভাবে সেই দায়িত্ব পালন করবে তা শেখানো হয়। কিন্তু গত সোমবার হঠাৎ করে প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। এমনকি ১৬ এপ্রিল এই বিষয়ে প্রশিক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয় বলেই জানা গিয়েছে। এই নিয়েই প্রশ্ন তোলেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও আধিকারিকেরা।তাদের অনেকের দাবি, কেন মাইক্রো অবজারভারের ট্রেনিং করিয়ে প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হল তাদের? শুধু তাই নয় একদিনেই কিভাবে এই প্রশিক্ষণ সম্ভব এই প্রশ্নও তোলেন তারা।অন্যদিকে জানা গিয়েছে, জেলা প্রশাসনে এই বিষয়ে জানালেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।বৃহস্পতিবার তারা আবার অভিযোগ তোলেন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচন কমিশনকে স্পষ্ট নির্দেশিকা জমা করতে বলা হয়েছে। তারপর সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখে আদালত সিদ্ধান্ত নেবে।

নববর্ষের পুণ্যলগ্নে গৃহস্থের সুখ সমৃদ্ধি বজায় রাখতে কৃষ্ণগঞ্জের ঘরে-ঘরে ভগবতী যাত্রা

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ বাঙালি বৈচিত্রের অন্যতম স্বাদ পায় নববর্ষের ভগবতী যাত্রা পূজায়। বর্তমানে আধুনিকচেতা বাঙ্গালীদের মনে ভগবতী যাত্রা এক উপলক্ষ মাত্র। কিছু কিছু বাঙালি ঘরে নববর্ষে ভুরিভোজ হলেও বনেদি বংশের বাঙালি সম্প্রদায়ের কাছে বছরের শুরুতে এই ভগবতী যাত্রা যেন এক পতিকৃত।সমাজে উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত ঘরে বিশেষ লক্ষণীয় না হলেও কিছু মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন বৃত্তীয় ঘরের দরিদ্র মা-বোনেদের ভগবতী পূজা হল ঐশ্বর্যাদি ষড়গুণ সম্পনা।নদীয়ার সীমান্ত লাগোয়া কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকে ১লা বৈশাখ মানে আলাদা উন্মাদনা, আলাদা আবেগ। ১লা বৈশাখ মানেই ভগবতী যাত্রা। আর ভগবতী যাত্রা মানেই গোয়ালে গরু পুজো করা। আগের মতো এখনও গৃহস্থ বাড়িতে লক্ষ্মী, গণেশ, নারায়ণ পুজোও করা হয়। গ্রামবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস ১লা বৈশাখের সাত সকালে গোরুর পুজো করা হলে সংসারে সমৃদ্ধি হয়। তাই পুজোর মতো সমস্ত উপকরণ সাজিয়ে গোরু পুজো করা হয় প্রথা মেনে। স্থানীয় ভাবে এই পুজোকে ভগবতী যাত্রাও বলা হয়।গোয়ালঘরে পুজোতে কাঁটা ফল, মিষ্টি, গঙ্গাজল, ফুল, ঘি, থরে থরে সাজানো থাকে। উড়ে যায় ধূপ ধুনোর গন্ধ। পুরোহিত ঘন্টা বাজিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে গোরু পুজো করেন।তবে গরুর গোয়াল ঘরে কিন্তু বাড়ির মহিলারাই পুজো করে থাকেন।গোটা কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের শিব নিবাস, পাবাখালি,মাজদিয়া, আদিত্যপুর সহ আশপাশ এলাকায় ১লা বৈশাখে এই গোরু পুজো করা হয়। পুজোর সময় শঙ্খ, উলুধ্বনি, এমনকি কীর্তনও হয়। নববর্ষের দিন মাইকের

ঝনঝনানিও কম থাকে। বাড়ি বাড়ি লক্ষ্মী, গণেশ ,নারায়ণ পুজো করা হয়। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণগঞ্জের বয়স্ক ব্যক্তিরা বলেন,’ কৃষ্ণগঞ্জ ব্যবসায়িক কেন্দ্র হওয়ায় ১লা বৈশাখ দিনটি আলাদা গুরুত্ব পায়। পাশাপাশি প্রতিটি কৃষক পরিবারকে পুজা পাঠের সঙ্গে গোয়ালের রাখাল বালকদের গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হয়। দুপুরে তাদের খাওয়া-দাওয়ার পাশাপাশি নতুন জামা কাপড় দেওয়ার রীতি আছে। কিন্তু কোনোরকম ভাবে মাইকের আওয়াজ, অসভ্যতা দেখা যায় না। বরং এই দিনটা অন্য রকম থাকে। বাড়ি বাড়ি পুজো থাকে, শাঁখ বাজে, উলুধ্বনি আসে,ধূনোর গন্ধ আসে। ; সারা বছর গোয়াল ভরা ধান, গোয়ালঘরে গোরুর বাটে যেন দুধ ভরে যায়। সর্বোপরি সংসারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে ওঠে এই কামনা, আশায় গোরু পুজো করা হয়।১লা বৈশাখের সকালে গোরুকে স্নান করানো হয়। গোরুর শিংয়ে হলুদ তেল মাখানো হয়। কপালে সিঁদুরের লাল টিপ পড়ানো হয়। পুজোর আগের দিন মাটির সরা কিনে নিয়ে আনা হয়। সেই সরাতে সকালে দুয়ানো দুধ ঢেলে দেওয়া হয়। গোয়াল ঘরের মধ্যে ইটের উনুন তৈরি করা হয়। সেই উনুনে পাটকাঠির আগুন জ্বালানো হয়। আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠতেই দুধ রাখা সরা উনুনে বসিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে দুধ ফুটতে থাকে। একসময় দুধ উথলে পড়ে। পোড়া দুধের গন্ধ গোটা এলাকায় ভরে যায়।গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করেন, দুধ না উথলে পড়লে সংসারে অলক্ষণ দেখা দেয় । তাই গোয়ালঘরে দুধ ফোটানোর সময় বাড়ির লোকজন উদ্বেগের মুখ নিয়ে থাকে। কতক্ষণে দুধ ফুটে উথলে পড়বে। দুধ কিরকম ফুটছে এ চর্চায় গ্রামে গ্রামে হয়। বলা যেতেই পারে প্রতিটি গ্রেস্ত বাড়িতে ভগবতীর যাত্রা উপলক্ষে পরিবারের আনন্দ উল্লাস অন্য মাত্র এনে দেয় ।

স্পর্শকাতর বুথের কেবল ভিতরেই নয়, বাইরেও থাকবে সিসি ক্যামেরা, সিদ্ধান্ত কমিশনের !

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বুথের গোত্র নির্ধারণ করা কমিশনের চিরাচরিত কাজ। তাতে সাধারণ, স্পর্শকাতর এবং অতি স্পর্শকাতর ইত্যাদি ভাগ থাকে। কমিশনের নিরাপত্তার পরেও ভোটের আগে এবং পরের পরিস্থিতিতে নানান তফাৎ দেখা যায়। বিশেষ করে বীরভূম জেলায়। ফলে সবটা নজরে রেখে এই বছরও আরও বেশি সতর্ক কমিশন। বর্তমানে বীরভূমে বুথের সংখ্যা ৩০৭৪ থেকে বেড়ে ৩২৫৬ হয়েছে। এই বছর স্বচ্ছ নির্বাচনের লক্ষ্যে একশো শতাংশ বুথের ওয়েবকাস্টিং এর কথা জানিয়েছে কমিশন। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, জেলায় ইতিমধ্যে ৫১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।এছাড়াও ১৭৬ কোম্পানির বাহিনী আসার কথা। বীরভূমে এখনো পর্যন্ত ১৪০৯ টি স্পর্শকাতর বুথ চিহ্নিত করা হয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, এই সবকটি বুথের ভিতরে কেবল সিসি ক্যামেরা নয়, বরং বাইরেও সিসি ক্যামেরা লাগানো হবে। অন্যান্য বছর বুথের ভেতরে একজন করে ভোট সহায়ক থাকতেন, তবে এবার থেকে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে একজন করে পুরুষ এবং একজন মহিলা থাকবে।

ভোটের মুখে বিরোধী জোটে আঘাত, পলাশীপাড়ায় পদ্মশিবিরে যোগ দিল দেড়শ পরিবার !

পার্থ দাস বৈরাগ্য, নায়া জামানা, নদীয়া ঃ ভোট যত এগোচ্ছে, ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পলাশীপাড়া বিধানসভার রাজনৈতিক পরিস্থিতি। আর এই আবহেই বড়সড় ধাক্কার মুখে পড়ল বাম ও শাসক শিবির।বৃহস্পতিবার বিজেপি প্রার্থী অনিমা দত্ত'র নির্বাচনী সভার মাঝেই একযোগে এলাকার প্রায় ১৫০টি পরিবার সিপিআইএম, তৃণমূল এবং জাতীয় কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলো।

এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নদীয়া জেলার পলাশীপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ৭৩ নং বুথের রুদ্রনগর ঘোষ পাড়ায়।বিজেপির নদীয়া উত্তরের জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস বলেন, নির্বাচনের আগে।তেহট্ট -২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সিপিআইএম এর প্রাক্তন সদস্য সুভদ্রা ঘোষ ও প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য প্রদীপ ঘোষ এবং জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য অমর ঘোষসহ সিপিআইএম, তৃণমূল এবং কংগ্রেস থেকে ১৫০ টি পরিবার বিজেপি দলে যোগদান করায় দল আরও শক্তিশালী হলো। আগামী দিনে অনেক মানুষ আমাদের দলে যোগ দেবে।

তিনি আরো জানান বিগত ১৫ বছরের শাসক-শিবির তো নয়ই, বরং এর আগের বাম সরকারও পলাশীপাড়া বিধানসভায় কোন উন্নয়ন করেনি। তাই পলাশীপাড়াবাসী পরিবর্তন চাইছেন। ভারতীয় জনতা পার্টিতে এই সকল পরিবারের সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে দল জয়ের পথে আরো একধাপ এগিয়ে গেল। সিপিআইএমের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য প্রদীপ ঘোষের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে সিপিআইএমের অবস্থা ভালো নয়। কমবেশি সকলেই দল ছেড়ে চলে যাচ্ছে,তাই আমরাও আজকে মোট ৪০০ জন সদস্য বিজেপিতে যোগদান করলাম।যদিও সিপিআইএম এরিয়া কমিটির সম্পাদক বুলবুল মণ্ডল জানান যে, সিপিআইএম পার্টির কোনো সদস্য দল বদল করেছে বলে আমার ঠিক জানা নেই। তেহট্ট -২ নং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেস সভাপতি হাসিফুল মালিতা জানান যে, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে জানাবো।

সরকারি বিদ্যুৎ চুরি অভিযোগ

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ ভোটের আবহাওয়ায় সরকারি বিদ্যুৎ চুরির বড়ো ধরনের ঘটনায় আলোড়ন সৃষ্টি হলো। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান

জেলার খন্ডঘোষ থানার ওঁয়ারি গ্রামে। একটি- দুটি নয়, বিদ্যুৎ চুরি করে চার-চারটি সাবমার্সিবল চালানোর অভিযোগ এক যুবকের বিরুদ্ধে । জানা গেছে, প্রায় দু'মাস আগে ওই এলাকায় চারটি সাবমার্সিবল বসান শেখ শফিক খ ন্দকার নামে এক যুবক। অভিযোগকারীদের দাবি, তিনি নিজেকে বাঁকুড়া মোড় এলাকার রায়না কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের ঠিকাদার বলে পরিচয় দেন। অভিযোগ অনুযায়ী, প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি ট্রান্সফরমারের খুঁটিতে চারটি মিটার বসানো থাকলেও, সেই মিটার গুলিতে শুধুমাত্র ট্রান্সফরমার থেকে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মিটার থেকে কোনও তার সাবমার্সিবলের সঙ্গে যুক্ত নেই। বরং সরাসরি অন্য তার দিয়ে ট্রান্সফরমার থেকে সংযোগ নিয়ে চারটি সাবমার্সিবল চালানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ। বিষয়টি নজরে আসে স্থানীয় কয়েকজনের। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে লিখিত অভিযোগ জানান রায়না কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে। অভিযোগ পাওয়ার পর দ্রুত আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাবমার্সিবলগুলির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেন, মিটার খুলে নিয়ে যান এবং ট্রান্সফরমারের জাম্পার নামিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন। এ বিষয়ে অন্যান্য সাবমার্সিবল মালিকদের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কারও যোগসাজশ থাকতে পারে। অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবির পাশাপাশি, বোরো চাষের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত জমিতে অন্য সাবমার্সিবল থেকে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। যদিও অভিযুক্ত যুবকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এই বিষয়ে বাঁকুড়া মোড় এলাকার রায়না কাস্টমার কেয়ার সার্ভিস এর এসএম প্রশান্ত কুমার সাঁতরা জানান, ওই অভিযুক্ত যুবক তাদের অফিসের কেউ নন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তারা চারটি মিটার থেকে বিদ্যুৎ কানেকশন বিচ্ছিন্ন করেছেন। তার দাবী, মিটারকে বাইপাস করে চারটি সাবমার্সিবেল চালাচ্ছিল অভিযুক্ত। তারা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী অভিযুক্ত বিরুদ্ধে যথাপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

ভোটের আগে দলবদল,বাম শিবির ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান !

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ ভোটের মুখে পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে দলবদল ঘটে গেল। বৃহস্পতিবার বাম নেতা সৃজিত কোঁয়ার সহ বহু কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন। তাদের হাতে তৃনমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে দেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়ক। একসময়ের ভাতার ব্লকের বাম নেতা সৃজিত কোঁয়ারের নাম সকলেই জানেন। তিনি বর্তমানে ভাতার- ১ এরিয়া কমিটির সদস্য। তিনি ২০০৩ সালে বড়বেলুন- ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ২০০৮ সালে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ছিলেন। তিনি এদিন ভাতার বিধানসভার বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী , ভাতার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বাসুদেব যশ ও বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শান্তনু কোনারের হাত ধরে যোগদান করলেন তৃণমূল কংগ্রেসে ।পাশাপাশি নাসিগ্রামের বেশ কিছু বাম সদস্য তারা যোগদান করলেন ভাতার ব্লক কার্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে।

আগামী দিনে এরা তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে জোরদার কাজ করবে বলে আশাবাদী ব্লক সভাপতি। তবে বাম নেতা নজরুল হক জানান এতে বামেদের কোন ক্ষতি হবে না।

ফের কাজের চাপেই বিএলওর মৃত্যু !

নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ ফের এক বিএলওর মৃত্যু ঘিরে অভিযোগ উঠল কমিশনের বিরুদ্ধে। শহর বর্ধমানের টাউনহল পাড়ার বাসিন্দা স্নেহেন্দু দত্তের অস্বাভাবিক মৃত্যু হবার পর বিভিন্ন মহলে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরিবারের অভিযোগ একানাগারে কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরেই মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে বছর পঞ্চান্নর স্নেহেন্দু দত্ত পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি আমাদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তিনি বর্ধমান পৌরসভা এলাকার ৯ নং ওয়ার্ডের ১৩১ নং অংশের বিএলও হিসাবে কাজ করছিলেন। পরিবারের দাবি অত্যাধিক কাজের চাপে গত রবিবার তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তারপর তাঁকে শহরের একটি নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতার স্ত্রী অতসী দত্তের দাবি, গত প্রায় তিন মাস ধরে একটানা কাজ করতে হচ্ছিলো। বিশেষ করে যাদের নাম বাদ পড়েছে তাদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে মানসিক চাপ অনেকটাই বেড়ে যায়। রবিবার অসুস্থ হবার পর খিঁচুনি শুরু হয়। ইসিজি করার পর হৃদযন্ত্রের সমস্যা ধরা পড়ে। নার্সিং হোমে চিকিৎসার পর মৃত্যু ঘটে। এদিকে এই মৃত্যুর খ বর পেয়ে তার বাড়িতে পৌঁছে যান বর্ধমান দক্ষিণের তৃনমূল কংগ্রেস প্রার্থী খোকন দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। খোকন দাসের অভিযোগ, এসআইআরের চাপে গোটা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিএলওর মৃত্যু ঘটেছে। স্নেহেন্দু দত্তের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। অত্যধিক চাপে তার মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ফলে এই অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তরজা। বিজেপি জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা এসআইআরের সঙ্গে এই মৃত্যু মেনে নিতে চাননি। তিনি বলেন, সব মৃত্যুতে এসআইআর দেগে দেওয়া তৃনমূল কংগ্রেসের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হরেরাম সিং-এর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে শতাব্দী রায়

রাকেশ লাহা , নয়া জামানা, জামুড়িয়া ঃ বৃহস্পতিবার জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী হরে রাম সিং এর সমর্থনে চুরুলিয়া হাটতলায় আয়োজিত এক জনসভায় যোগদান করলেন বাংলা চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী তথা লোকসভার সাংসদ শতাব্দী রায়। সূত্রের খবর অভিনেত্রী তথা সাংসদ শতাব্দী রায়কে দলীয় কাজে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে সেই কারণেই দ্রুত তাকে কলকাতায় পৌঁছানো প্রয়োজন বলেই এদিন বেশিক্ষণ জামুড়িয়ার জনসভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি তিনি। প্রথমেই সাংসদ তথা অভিনেত্রী শতাব্দী রায় মঞ্চে উঠতেই তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং। পরে সাংসদ মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে সংক্ষেপে কিছু বক্তব্য দিয়ে মঞ্চ ছাড়েন ৷৷

অভিনেত্রী তথা লোকসভার সাংসদ শতাব্দী রায় জানান আপনারা সকলেই হরেরাম সিং কে ভোট দিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য জামুরিয়ায় বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত করুন। শতাব্দী রায় জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিয়ে কথা রেখে ছেন , তাই আজ বাংলার মানুষ মুখ ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক জনমুখী প্রকল্পে উপকৃত হচ্ছেন যেগুলি তিনি একটা সময় দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তবে শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক প্রকল্পই নয়, এদিন বিজেপির মিথ্যাচার নিয়েও সরব হন সাংসদ তথা অভিনেত্রী শতাব্দি রায়। যেখানে তিনি বিহার প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন, বিহারে বিজেপি সরকার আসার পর মহিলাদের ১০ হাজার টাকা করে দিয়েছিল কিন্তু এখ ন প্রত্যেক মহিলার বাড়ি বাড়ি নোটিশ পাঠাচ্ছে সেই টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য। কাজেই বিজেপি যদি কিছু দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে প্রচার চালান তাহলে সেটিকে আপনারা তাদের মিথ্যাচার ভাববেন। এদিন জনসভা স্থলে দেখা যায় অসংখ্য মানুষের ভিড় । যারা পর্দার অভিনেত্রী তথা বর্তমান লোকসভার সাংসদ শতাব্দী রায়কে এক ঝলক দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ৪০ হাজার ভোটে জিতবে হুঁশিয়ারি অনুব্রত মন্ডলের

রাকেশ লাহা , নয়া জামানা , পশ্চিম বর্ধমান ঃ ২৩শে এপ্রিল প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোট প্রচারে বীরভূমের তৃণমূল নেতা পৌঁছালো পশ্চিম বর্ধমানে। বৃহস্পতিবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার নটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সমর্থনে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গৌরবাজার ও পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের হরিপুর কোলিয়ারিতে আয়োজিত মেগা জনসভায় যোগদান করলেন জেলা বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। মঞ্চে চেপেই অনুব্রত মণ্ডল এদিন মন্তব্য করেন, এবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী চল্লিশ হাজার ভোটে জিতবে। তার পাশাপাশি এদিন অনুব্রত মণ্ডল জানান নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খবুই স্নেহধন্য কাজের ছেলে এবং কাছের ছেলে। তাই আপনারা কেউ ভুল করবেন না, নরেনের মতন ছেলেকে ছেড়ে অন্য ডালে আপনারা হাত দেবেন না। এদিন সরাসরি বিজেপিকে তুলোধোনা করেন অনুব্রত মণ্ডল। তিনি বলেন আমরা পশ্চিম বাংলার ছেলে আমরা বাঙালি, কিন্তু আমাদেরকে তোমরা দেখতে পারো না।

আমরা তোমাদের কি এমন ক্ষতি করেছি। কিন্তু আমাদের এই বাংলায় তথা পাণ্ডবেশ্বর এর বুকে প্রচুর অবাঙালি মানুষজনের বসবাস কই আমরা তো তাদের কোন ক্ষতি করি না ? আমরা সবাই ভাইয়ের মতন একসাথে বসবাস করি। এছাড়াও কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ১০০ দিনের কাজের টাকা থেকে শুরু করে আবাস যোজনা বাড়ি এমনকি কৃষি বঞ্চনার কথাও তুলে ধরে কেন্দ্রকে একহাত নেন অনুব্রত মণ্ডল। এদিন অনুব্রত মণ্ডলের কথাই বাংলার মনীষীদের উপর কেন্দ্রের যে অবমাননা তার কথাও উঠে আসে। শেষে আরো একবার নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কে জয়ী করার ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে চতুর্থ বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য সমাপ্ত করেন অনুব্রত মণ্ডল।

সিবিএসই দশম শ্রেণির পরীক্ষায় ফল প্রকাশ, আসানসোল নর্থ পয়েন্ট স্কুলের পড়ুয়াদের সাফল্য

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা , আসানসোল ঃ আসানসোল নর্থ পয়েন্ট স্কুল এই শিক্ষাবর্ষে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন বা সিবিএসই দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় এক ব্যতিক্রমী রেজাল্ট করেছে। যা শিক্ষাগত উৎকর্ষের প্রতি স্কুলের অবিচল অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। এবারের পরীক্ষায় বসা ১৬২ জন ছাত্রছাত্রীর রেজাল্ট নজরকাড়া মতো।১১ জন ছাত্রছাত্রী ৯০ এবং তার বেশি নম্বর পেয়েছে। ৪৫ জন ছাত্রছাত্রী ৮০ এবং তার বেশি নম্বর পেয়েছে। ১৪৬ জন ছাত্রছাত্রী ৬০ এবং তার বেশি নম্বর পেয়েছে।এই সাফল্যের মধ্যে তামহীদ তানভীর ৯৯ নম্বর পেয়ে স্কুল টপার হয়েছেন। তার ঠিক পরেই রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা কুমারী ভার্মা। তিনি ৯৮ নম্বর পেয়েছেন। সুপ্রভা সরকার ৯৭ নম্বর পেয়ে

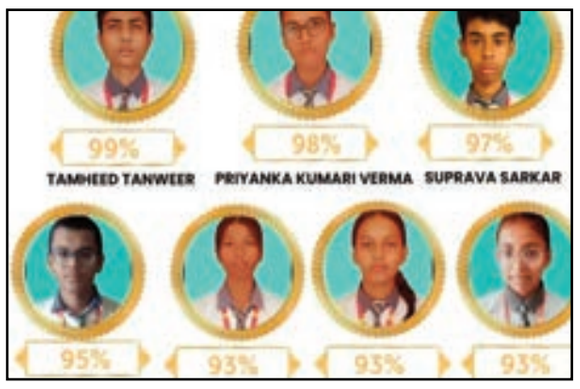

স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেছেন। স্কুলের চেয়ারম্যান শচীন্দ্রনাথ রায়, ডিরেক্টর মিতা রায় ও অধ্যক্ষ রাজীব সাউ সকল সফল ছাত্রছাত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। তারা নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও সহযোগী অভিভাবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ও বলেছেন যাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে।এই রেজাল্ট আবারও স্কুলের প্রতিভা , শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষাগত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সকল কৃতী ছাত্রছাত্রীদেরকে তার জন্য অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি, আসানসোল নর্থ পয়েন্ট স্কুল তার শ্রেষ্ঠত্বের যাত্রা অব্যাহত রেখেছে বলে স্কুলের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন।

ভোটে হিংসায় মৃত্যু তিন, ভীতি কাটাতে বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনে আধিকারিকরা

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরেই পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরে ঘটে যায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ। ভোট পরবর্তী হিংসায় মৃত্যু হয় জামালপুরের নবগ্রাম ও ভেরিলিপুল সংলগ্ন এলাকার এক বিজেপি সমর্থক সহ তৃণমূলের দুই কর্মী। মোট তিনজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর এখ নো সেই স্মৃতি ভুলতে পারেননি ওই পরিবারগুলি সহ এলাকার বাসিন্দারা। তবে এতদিন কোন রাজনৈতিক দল তাদের সেভাবে খে ঁজ খবর নেয়নি বলে অভিযোগ উসকে দিলেন নিহতদের পরিবারের সদস্যরা। তবে আর একটি ভোট আবার দোরগোড়ায়। ঠিক তার আগে ওই সব পরিবারের লোকজনের কাছে পৌঁছে গেলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। উদ্যেশ্য যাতে ভয়ভীতি দুর করে ওই সব পরিবারের লোকজন ভোট দিতে যেতে পারেন। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলা সফরে আসেন ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। তিনি বৈঠকে নির্দেশ দেন , গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে যে সব এলাকায় হিংসার ঘটনা ঘটেছিল সেই সব এলাকায় গিয়ে খোঁজ খবর নিতে। সেই নির্দেশ কার্যকর করতে এবার বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পরিবার গুলি এখনো পর্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আছে কিনা সে বিষয়ে পরিদর্শনে আসেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। গ্রাম গুলোতে পৌঁছে যান পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক তথা রিটার্নিং অফিসার শ্বেতা আগরওয়াল। সঙ্গে ছিলেন পুলিশ সুপার সায়ক দাস । এছাড়াও জামালপুর থানার পুলিশ আধিকারিকরা সহ কেন্দ্র বাহিনীর জওয়ানরা উপস্থিত ছিলেন । এরই পাশাপাশি প্রত্যেকটি এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে ভয়-ভীতি দূর করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। এদিনের কর্মসূচিতে জামালপুরের নবগ্রাম এলাকায় গিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে নির্ভয়ে ভোট দেবার কথা বলেন, জেলা আধিকারিকরা। ২০২১ সালে খুন হয়ে যাওয়া এক বিজেপি সমর্থক ও দুই তৃণমূল সমর্থকের বাড়িতে গিয়ে ভয়ে মুক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য তাদের সাহস জোগান জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার। প্রশাসনিক আধিকারিকরা এদিন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী নিহত ভেরিলি গ্রামের সাজাহান শা এর বাড়িতে পৌঁছে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। সূত্রের খবর মৃতা সাজাহান শা এর স্ত্রী রীনা বিবি ক্ষোভ উগরে দেন আধিকারিকদের কাছে। বলেন এতদিন কেউ তাদের খোঁজ খবর নেননি। তাঁর দুই ছেলেকে কিভাবে মানুষ করবেন তা নিয়ে সমস্যা আছে। একই সাথে সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছিল আর এক তৃনমুল কর্মী বিভাস বাগ। তাঁর পরিবারের সদস্যরা একই ভাবে ক্ষোভের কথা জানান। যদিও এ অভিযোগ অস্বীকার করে ব্লক তৃনমূল কংগ্রেস সভাপতি মেহেমুদ খান বলেন, আমরা দলের পক্ষ থেকে সাধ্যমত তাদের পাশে আছি। অন্যদিকে রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিহত হয়েছিলেন বিজেপি কর্মী কাকলী ক্ষেত্রপাল। তার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সকলের সঙ্গে কথা বলে ভয়ভীতি দুর করেই ভোট দিতে যেতে বলেন। তৃনমূল কংগ্রেস কর্মী রায়নার গণেশ মালিক ভোট পরবর্তীতে হিংসার বলী হয়েছিলেন। তাঁর বাড়িতে গিয়ে প্রশাসনের তরফে গিয়ে তাদের বক্তব্য শোনেন। পরিবার গুলোর সঙ্গে কথা বলে আধিকারিকরা মনোবল বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করেন। বলা হয়, কোন রকম হুমকি বরদাস্ত করা হবে না। কোন রকম ভয়ভীতি দেখানো হলে অভিযোগ জানানোর জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচনের আগে বৈঠকে অভিষেক

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ দলে থাকলে নামতে হবে ভোটের কাজে। দলীয় নেতৃত্বের প্রতি এই কড়া নিদান দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। পূর্ব বর্ধমানের কালনা শহরের বেশ কয়েকজন নেতা এবং কাউন্সিলার বিধানসভা ভোটের দলীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন না। বিভিন্ন সূত্র থেকে ওই খবর পাবার পর তাদের সক্রিয় করতে কার্যত হুইপ জারি করা হলো অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে। ঘটনা নিয়ে দলীয় পর্যায়ে রীতিমতো আলোড়ন দেখা দিয়েছে। এবার ভোট প্রচারের শুরু থেকেই কালনাতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসূচিতে পরিচিত বেশ কয়েকজন নেতার দেখা মিলছে না। এতে দলের অন্দরে ক্ষোভ দেখা দেয়। এমনকি ওই কয়েকজনের মধ্যে কাউন্সিলার দের নামও উঠে এসেছে। প্রথম দিকে বিষয়টি নিয়ে দলের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলেও শেষমেশ খবর পৌঁছে যায় দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের কাছে। তবে কেন দলের প্রার্থীর হয়ে প্রচারে নেতাদের দেখা মিলছে না সেই বিষয়ে বিস্তারিত কোন কিছু জানা যায়নি। যদিও প্রার্থী নিয়ে যে অপছন্দ , সেই ঘটনা সামনে এসেছে বলে দলের একাংশ দাবি করেছেন। সর্বশেষ পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং সাধারণ মানুষের কাছে দলের ভাবমূর্তি ঠিকঠাক রাখতে আসরে নেমেছেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। তিনি রীতিমতো কঠোর ভাবেই ওই সব নেতাদের কাজে ফিরতে বললেন। এ নিয়ে কালনার দলীয় প্রার্থী, জেলা সভাপতি, সমস্ত কাউন্সিলার, পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সকলের সঙ্গে বৈঠক করেন অভিষেক। পরে সকলকে প্রার্থী প্রচারে সমানভাবে অংশ নেবার কথা জানিয়ে দিলেন। দলের সূত্র থেকেই জানা গেছে, ২০২১ সালের পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট ব্যাঙ্কে থাবা বসিয়েছে বিজেপি। বিশেষ করে শহরের ভোটে ভাগ বসিয়ে বিজেপি পেছন ফেলে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের নিরিখেও হারানো জমি ফিরে পায়নি তৃণমূল। যেখানে পৌরসভা এলাকার ভোট অনেকটাই প্রভাব ফেলতে পারে বিধানসভা নির্বাচনে। তাই সাংগঠনিক দুর্বলতা ঢাকতে কড়া ব্যাবস্থা নেওয়া হলো বলে মনে করা হচ্ছে। দলের বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে কালনা পৌরসভা এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে এবার প্রার্থী পদে গতবারের বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ কে নিয়ে আপত্তি ছিল। তারপরেও দল শেষ পর্যন্ত তাকে প্রার্থী করার পর অনেকেই এ পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় থেকেছেন। দলের মিছিল, পথসভা কোনটাতেই তাদের দেখা মিলছে না বলে অভিযোগ। তারপরেই অভিষেক বন্দোপাধ্যায় হাল ধরার পর দুরে সড়ে থাকা নেতারা ফিরতে চলেছেন বলে দাবি অনেকেরই।

রাজ্যসভা সংসদ কোয়েল মল্লিকের রোড শো

নয়া জামানা বর্ধমান ঃ বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার তিন বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে ঝোড়ো প্রচারে এলেন বাংলা সিনেমার অন্যতম জনপ্রীয় অভিনেত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ কোয়েল মল্লিক। এদিন সকালে তিনি প্রথমে কাটোয়া বিধানসভার বর্ষীয়ান নেতা তথা তৃণমূল প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর সমর্থনে একটি রোড শো করেন।

রোড শো শুরু হয় কাটোয়া ১ব্লকের সুদপুর অঞ্চলের রায়েরপাড়া থেকে। সমাপ্তি হয় বিজয়নগর মাঠে। অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক-কে কর্মীরা ছাড়াও সাধারণ মানুষ ভিড় জমায়। হেলিকপ্টারে কাটোয়া স্টেডিয়ামে নেমে গাড়ি করে রায়ের পাড়া বাস স্ট্যান্ড থেকে রোডসো শুরু করে বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে বীজ নগর ফুটবল ময়দানে শেষ করে। রোড শোয়ে পা মেলান অসংখ তৃণমূল কর্মী সমর্থক ও সাধারণ মানুষজন । এরপর সেখান থেকে বর্ধমান উত্তর বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী নিশিথ মালিকের সমর্থনে বর্ধমান - ২ ব্লকের আউশায় একটি জনসভা করেন তিনি। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি চলে আসেন বর্ধমান দক্ষিন বিধানসভায়। এই বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী খোকন দাসের সমর্থনে বর্ধমান শহরে একটি বর্ণাঢ্য র ্যালিতে অংশ নেন কোয়েল। বিবেকানন্দ কলেজ মোড় থেকে শুরু হওয়া এই র ্যালি ইছলাবাদ হয়ে বিধানপল্লি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। রাঙ্গ স্তাজুড়ে মানুষের ঢল নামতে দেখা যায়। দুই ধারে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ ্য মানুষ হাত নেড়ে এবং স্লোগানে তাদের সমর্থন জানান। র ্যালিটি কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয়। প্রচারে এসে কোয়েল মল্লিক বলেন, তএলাকার মানুষের পাশে থেকে কাজ করছেন বলেই মানুষ তাদের চাইছেন। যারা মানুষের উপকারে থাকে, তাঁদেরই ভোট দেওয়া উচিত।দ তিনি আরও বলেন, অুখ ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের জন্য একাধিক জনমুখী প্রকল্প চালু করেছেন। আগামী দিনে ঘরে ঘরে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েও কাজ চলছে।দ তার এই প্রচার কর্মসূচি তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 17-04-2026 08:23 Page 14

পিংলায় বাইক র‍্যালিতে লাল ঝড়, মন্দিরে প্রণাম সেরে প্রচারে অশোক সেন

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে নতুন গতি আনলেন সিপিআই প্রার্থী অশোক সেন। বৃহস্পতিবার সকালে নিজের গ্রাম বড়ই এলাকায় শিব, শীতলা মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে শুরু করেন দিনের কর্মসূচি। এরপর ধামসা-মাদলের তালে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য বাইক র‍্যালি বের হয়, যা এলাকাজুড়ে বেশ নজর কেড়েছে। সকাল প্রায় এগারোটা নাগাদ বড়ই থেকে শুরু হওয়া এই র‍্যালি ৩ নম্বর ধনেশ্বরপুর অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে জনসংযোগ কর্মসূচিতে পরিণত হয়। পথে পথে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন অশোক সেন, শোনেন তাদের দৈনন্দিন সমস্যা ও চাহিদার কথা। স্থানীয়দের মধ্যে এই সরাসরি যোগাযোগে ভালো সাড়া মিলেছে বলেই দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রচারের ফাঁকে অশোক সেন বর্তমান

রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে বোঝাপড়ার রাজনীতি চলছে, যার ফলে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন। তিনি বলেন, মানুষ এখন বুঝতে পারছে কারা সত্যিই তাদের পাশে আছে। লাল ঝান্ডার লড়াই গরিব মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াই। আসন্ন নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী অশোক সেন জানান, পিংলায় ত্রিমুখী লড়াই হলেও বামপন্থীরাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে। জয়ী হলে কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি এবং চাষিদের জন্য বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু করাই হবে তাঁর প্রধান লক্ষ্য বলে জানান তিনি। সব মিলিয়ে, পিংলায় এই বাইক র‍্যালি ও জনসংযোগ কর্মসূচি ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ল বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

দেবের ঝড়ো রোড শোয়ে মুখর চন্দ্রকোণা, জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল শিবির

ভরত বেরা।। নয়া জামানা ।। চন্দ্রকোণা

চন্দ্রকোণা বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী উত্তাপ ক্রমেই চড়ছে। সেই আবহেই তৃণমূল প্রার্থী সূর্য্যকান্ত দোলইয়ের সমর্থনে জোরদার প্রচারে নামলেন অভিনেতা-সাংসদ দেব। বৃহস্পতিবার চন্দ্রকোণার রামজীবনপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে রামজীবনপুর কালিতলা পর্যন্ত প্রায় দু'কিলোমিটার জুড়ে রোড শো করেন তিনি। গোটা পথজুড়ে ছিল জনতার ঢল;রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ প্রিয় তারকাকে এক নজর দেখার জন্য ভিড় জমায়। রোড শো চলাকালীন পরিস্থিতি সামাল দিতে কার্যত হিমশিম খেতে হয় পুলিশ প্রশাসনকে। তবে জনতার উচ্ছ্বাসে কোনো ভাটা পড়েনি। স্থানীয়দের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা স্পষ্ট ছিল, যা তৃণমূল শিবিরের মনোবল আরও বাড়িয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। এই বিপুল জনসমাগম দেখে যথেষ্ট আশাবাদী সাংসদ দেব। তিনি জানান, সারা বাংলাজুড়ে মানুষের যে সাড়া পাচ্ছি, তাতে আমরা খুবই আশাবাদী। গতবারের তুলনায় এবার অন্তত ৫ থেকে ১০টি আসন বেশি পাবে আমাদের দল। তিনি আরও বলেন, মানুষের সমর্থন যেভাবে বাড়ছে, তাতে ঘাটাল ও চন্দ্রকোণায় জয়ের ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে প্রশ্ন করা হলে দেব জানান, গত দশ বছরে তিনি একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও সেই কাজ অব্যাহত থাকবে। তাঁর দাবি, উন্নয়নই হবে এই নির্বাচনের মূল ইস্যু। অন্যদিকে, ঘাটালে বিজেপির প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে এসেছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। সেই প্রসঙ্গ তুলতেই দেব হালকা মেজাজে হেসে বলেন, লাভ ইউ মিঠুন দা,;এবং আর কোনো মন্তব্য করতে চাননি। সব মিলিয়ে, চন্দ্রকোণার এই রোড শো শুধু রাজনৈতিক প্রচারই নয়, একপ্রকার জনসমুদ্রের সাক্ষী হয়ে রইল। নির্বাচনের আগে এমন জনসমর্থন তৃণমূলের জন্য বড় বার্তা বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

রাতের প্রচার ঘিরে সবংয়ে তপ্ত রাজনীতি, ছিনা গ্রামে বিজেপি,তৃণমূলের সংঘর্ষে উত্তেজনা

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং ব্লকের সারতা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছিনা এলাকাকে কেন্দ্র করে নির্বাচনের আগে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। রাতের প্রচারকে ঘিরে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে শুরু হয়েছে অভিযোগ,পাল্টা অভিযোগ, যা নিয়ে সরগরম গোটা এলাকা। বিজেপি প্রার্থী অমল পন্ডা অভিযোগ করেছেন, দু'দিন আগে রাতে ছিনা বুথ এলাকায় মহিলা মোর্চার নেতৃত্বে বাড়ি বাড়ি প্রচার চালানো হচ্ছিল। সেই সময় তৃণমূলের কর্মীরা এসে প্রচারে বাধা দেয় এবং পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

তিনি দাবি করেন, দলীয় কর্মীদের হেনস্তা করা হয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন সবং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আবু কালাম বক্স। তাঁর পাল্টা দাবি, বিজেপি রাতের অন্ধকারে ভিন রাজ্য, বিশেষ করে ওড়িশা থেকে

লোক এনে গোপনে প্রচার চালাচ্ছিল। বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় মানুষ প্রতিবাদে সামিল হন এবং তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। তাঁর কথায়, এখানে তৃণমূলের কোনও ভূমিকা নেই, সাধারণ মানুষই প্রতিবাদ করেছেন। এছাড়াও, স্থানীয় বাসিন্দারা ১০০ দিনের কাজের টাকা না পাওয়া নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে। ফলে এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়েছে। এরই মধ্যে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে, যা নতুন করে বিতর্ক উসকে দিয়েছে। ওই ভিডিওতে এক তৃণমূল নেতাকে সিআরপিএফ জওয়ান মারধর করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও ভিডিওটির সত্যতা এখনও নিশ্চিত হয়নি। সব মিলিয়ে, ছিনা গ্রামের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সবংয়ে রাজনৈতিক আবহ ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

কোতুলপুরে শমীকের চ্যালেঞ্জ, 'বাঁকুড়ায় ১২-০, বন্ধ হবে অবৈধ খাদান'

রাখি গরাই, নয়া জামানা,বিষ্ণুপুর ঃ বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর বিধানসভায় নির্বাচনী প্রচারে গতি আনতে জনসভা করলেন শমীক ভট্টাচার্য। ময়নাপুর বাজারে আয়োজিত এই সভায় বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের সমর্থনে উপস্থিত ছিলেন বহু কর্মী-সমর্থক। জনসভায় ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যায়, যা এলাকায় নির্বাচনী উত্তাপ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সভা মঞ্চ থেকে শমীক ভট্টাচার্য কড়া ভাষায় দাবি করেন, এবারের নির্বাচনে বাঁকুড়ার ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের একটিতেও তৃণমূল কংগ্রেস জয় পাবে না। তাঁর বক্তব্য, বাঁকুড়ায় ফল হবে ১২-০, সব আসনেই জিতবে বিজেপি। তাঁর এই মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। অবৈধ বালি ও পাথর খাদান ইস্যুতেও সরব হন তিনি। অভিযোগ করে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই অবৈধ কাজ চললেও প্রশাসন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। তিনি স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, বিজেপি ক্ষমতায় এলে জেলার সমস্ত অবৈধ খাদান বন্ধ করে দেওয়া হবে। এদিন তিনি ২০২১ সালের কোতুলপুর বিধানসভার নির্বাচনের প্রসঙ্গও তোলেন। সে সময় বিজেপি জয়ী হলেও প্রাক্তন বিধায়ক হরকালি প্রতিহার পরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভুলটা আমাদেরই ছিল, এমন প্রার্থী বেছে নেওয়া উচিত হয়নি। প্রকাশ্যে এই ভুল স্বীকার করে তিনি দলের পক্ষ থেকে ক্ষমাও চান। জনসভায় বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারও বক্তব্য রাখেন এবং উন্নয়ন ও পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেন। সমগ্র সভা জুড়ে কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো।

অগ্নি সুরক্ষায় বার্তা, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসে সপ্তাহজুড়ে সচেতনতার ঝলক

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা, হলদিয়া ঃ যথাযোগ্য মর্যাদা ও নানা আয়োজনে হলদিয়ার হলদিয়া পেট্রোকেমিকালস লিমিটেড প্রাঙ্গণে পালিত হলো জাতীয় অগ্নি সুরক্ষা সপ্তাহ। এক সপ্তাহ ধরে চলা সচেতনতামূলক নানা কর্মসূচির পর শেষ দিনে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ সমাপনী অনুষ্ঠান, যা কর্মী ও দর্শকদের মধ্যে উৎসাহ তৈরি করে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সমাপনী দিনে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সংস্থার আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল ফায়ার ড্রিল বা অগ্নি নির্বাপণ মহড়া। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং জরুরি পরিস্থিতিতে কীভাবে দ্রুত ও কার্যকরভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তার বাস্তব প্রদর্শন করেন কর্মীরা। এদিনের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে মঞ্চস্থ হয় সচেতনতামূলক নাটক 'অগ্নিসুরক্ষা'। হলদিয়ার

পরিচিত নাট্যদল সংসপ্তক হলদিয়া-র পরিবেশনায় এই নাটকটি দর্শকদের মন কাড়ে। নবীন নাট্যকার ও নির্দেশক অদৃজিৎ নন্দা-র পরিচালনায় নাটকটি বাস্তবধর্মী উপস্থাপনার জন্য প্রশংসিত হয়। নাটকটির সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন সোমা পণ্ডা নন্দ, আবহ সঙ্গীতে প্রশান্ত সামন্ত এবং নৃত্য পরিকল্পনায় ত্রিয়াশা জানা ও তান্নিষ্ঠা রাই গড়গড়ি। নাটকের মাধ্যমে হাসপাতাল, স্কুল ও শিল্প কারখানায় অগ্নিকাণ্ড রোধ এবং বিপদের সময় করণীয় বিষয়গুলি সহজভাবে তুলে ধরা হয়। সংশপ্তক হলদিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক ও শিক্ষামূলক নাটকের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো হবে। শিল্প ও সংস্কৃতির এই উদ্যোগে হলদিয়ার মানুষের মধ্যে অগ্নি সুরক্ষা সম্পর্কে নতুন আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

ইন্দাসে বিজেপির শক্তি প্রদর্শন, সৌমিত্র খাঁর রোড শো ঘিরে জনজোয়ার

নয়া জামানা,বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ করল বিজেপি। দলীয় প্রার্থী নির্মল ধারার সমর্থনে বিশাল রোড শো করলেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ । কোতুলপুর ব্লকের মদনমোহনপুর পঞ্চায়েতের বৈডাঙ্গা মোড় থেকে শুরু হওয়া এই র‍্যালি ননগর এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। পুরো রাস্তাজুড়ে দলীয় পতাকা, স্লোগান এবং কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে জমে ওঠে রাজনৈতিক পরিবেশ। রোড শো-তে কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যা বিজেপির সংগঠন শক্তিরই পরিচয় বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই প্রচার ঘিরে কৌতূহল ছিল চোখে পড়ার মতো। র‍্যালি শেষে আত্মবিশ্বাসী সুরে সৌমিত্র খাঁ বলেন, এইবার

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গড়বেই। ইন্দাস বিধানসভাতেও আমরা অন্তত কুড়ি হাজার ভোটে জয়লাভ করব। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ছিল জয়ের প্রত্যাশা এবং কর্মীদের প্রতি আস্থা। অন্যদিকে প্রার্থী নির্মল ধারা বলেন, ইন্দাসে জয় ছিনিয়ে এনে আমরা এই আসন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী , সৌমিত্র খাঁ এবং দলের শীর্ষ নেতৃত্বের হাতে তুলে দেবো। মানুষের সমর্থন আমাদের সঙ্গেই রয়েছে। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে ইন্দাসে রাজনৈতিক লড়াই যে ক্রমশ তীব্র হচ্ছে, এই রোড শো তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

জ্বলদর্চির নববর্ষ আড্ডায় সাহিত্য-সংস্কৃতির রঙিন সন্ধ্যা

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩-কে বরণ করতে প্রতি বছরের মতো এবারও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল জ্বলদর্চির বৈঠকি আড্ডা। মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল, ২০২৬) সন্ধ্যায় মেদিনীপুর শহরের জ্বলদর্চি দপ্তর যেন হয়ে উঠেছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতির মিলনমেলা। উপস্থিত ছিলেন লেখক, কবি, সম্পাদক, শিল্পী এবং সংস্কৃতিপ্রেমী বহু মানুষ। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় অরূপ দণ্ডপাটের যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় একাধিক নতুন বই। সুমন রায়ের 'বুকে ধরে তোমার রুমাল' ও 'এলফ ইন গ্রীন সালোয়ার', দিলীপ মহান্তীর 'সকল মাধুরী লুকায়ে যায়' ও 'আকাশ রচনা করি', অরুণ দাসের 'চুর্ণীকে লেখা চিঠি', সর্বজয়া নন্দ আচার্যের 'দিগন্তের দীর্ঘশ্বাস' এবং ভবেশ মাহাতের 'দিশারীদের ডায়েরি' পাঠকমহলে আগ্রহ তৈরি করে। প্রকাশিত বইগুলির বিশদ পর্যালোচনা করেন মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপিকা সালেহা খাতুন। এদিন জ্বলদর্চির নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশ করেন দোলনচাঁপা তেওয়ারি দে ও শর্মিষ্ঠা বসু তরফদার। এবারের সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ ছিল তমলুক শহরকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র। শিল্পী চন্দন বৈতালিকের আঁকা স্কেচ এবং প্রদীপ্ত খাটুয়ার লেখা ঐতিহাসিক তথ্য এই সংখ্যাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। পাশাপাশি রয়েছে কবিতা, অণুগল্প ও প্রবন্ধ। অনুষ্ঠানে প্রাবন্ধিক বিশ্বরঞ্জন ঘোড়ই, কবি সিদ্ধার্থ সাঁতরা, সম্পাদক কেশব মেট্যা, গল্পকার সন্দীপ দত্ত ও লেখক বিশ্বনাথ ঘোষকে সম্মানিত করা হয়। পুরো অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন সঞ্জীব ভট্টাচার্য। উল্লেখ্য, জ্বলদর্চি পত্রিকা গত ৩৪ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং আগামী ২০২৭ সালে ৩৫ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে বিশেষ আয়োজনের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

মানবাজারে শুভেন্দুর হুঙ্কার, 'ক্ষমতায় এলে ৬ মাসে পঞ্চায়েত ভোট'

নয়া জামানা, মানবাজার ঃ পুরুলিয়ার মানবাজারে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে জনসভা করলেন শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার মানবাজারের পাথরকাটা ফুটবল ময়দানে আয়োজিত এই সভায় বিজেপি মনোনীত প্রার্থী ময়না মুর্মুর সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু তুলে ধরেন। সভা মঞ্চ থেকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ছয় মাসের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। পাশাপাশি মানবাজার বিধানসভার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সন্ধ্যারানী টুডুকে নিশানা করে একাধিক অভিযোগ তোলেন তিনি। এদিনের সভায় কয়লা কেলেঙ্কারি নিয়েও সরব হন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জেলার একাধিক প্রথম সারির তৃণমূল কংগ্রেস নেতার নাম উল্লেখ করে কড়া সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে দুর্নীতির প্রসঙ্গ এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ।

সভা চলাকালীন মানবাজার বিধানসভার বেশ কয়েকটি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করে। শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে তাদের দলে স্বাগত জানানো হয়, যা সভায় উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ তৈরি করে। সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, রাজ্যে 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার গঠন হলে পুরুলিয়া-ঝাড়গ্রাম হয়ে মানবাজার পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করা হবে। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, এখনও রাজ্যের বহু জায়গায় পানীয় জলের সমস্যা রয়ে গেছে। তাঁর দাবি, প্রচণ্ড গরমে মহিলাদের দীর্ঘক্ষণ জলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। শেষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ক্ষমতায় এলে 'মিথ্যাশ্রী' পুরস্কার দেওয়া হবে।

মানবাজার-বান্দোয়ানে সায়নীর ঝাঁঝালো আক্রমণ, গানে মাতালেন সভা

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার মানবাজার ও বান্দোয়ান বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারে জোর আনতে জনসভা করলেন সায়নী ঘোষ। বৃহস্পতিবার পুঞ্চা ব্লকের কুড়ুকতোপা এবং বান্দোয়ান বাইপাস সংলগ্ন মাঠে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক। মানবাজার বিধানসভার প্রার্থী সন্ধ্যারানী টুডু এবং বান্দোয়ান বিধানসভার প্রার্থী রাজিব লোচন সরেনের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সায়নী ঘোষ বিজেপিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, বিজেপি আসলে বাংলা জ্বালাও পার্টি। তারা ক্ষমতায় এলে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও হস্তক্ষেপ করবে;কি খাবেন, কি পরবেন, সবই তারা ঠিক করে দেবে। তাঁর এই মন্তব্যে সভামঞ্চে উপস্থিত কর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। তিনি আরও দাবি করেন, বাংলার মানুষ এই ধরনের রাজনীতিকে সমর্থন করবে না এবং উন্নয়ন ও সামাজিক সম্প্রীতির পক্ষে রায় দেবে। একইসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন তিনি। সভায় এক অন্যরকম আবহ তৈরি হয় যখন সায়নী ঘোষ মঞ্চ থেকেই গান পরিবেশন করেন। তাঁর কণ্ঠে গান শুনে উপস্থিত জনতা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং হাততালিতে ভরে ওঠে সভাস্থল।

রাজনৈতিক বক্তব্যের পাশাপাশি এই সাংস্কৃতিক মুহূর্ত সভাকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। এদিন সন্ধ্যারানী টুডু ও রাজিব লোচন সরেনের সমর্থনে বহু মানুষ সভামঞ্চের সামনে জড়ো হন। তাদের উপস্থিতি প্রমাণ করে এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন যথেষ্ট শক্তিশালী রয়েছে বলে মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের।

১৫
১৭ এপ্রিল
২০২৬

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা

নয়া জামানা

হাড়োয়ায় শান্তির বার্তা, কেন্দ্রীয় বাহিনীর আশ্বাসে ভরসা বাড়ছে ভোটারদের

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকায় জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করেছে প্রশাসন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে কেন্দ্রীয় বাহিনী, বিশেষ করে মহিলা জওয়ানদের সক্রিয় উপস্থিতি এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের নিরাপত্তার অনুভূতি তৈরি করেছে। বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে তিনটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত হাড়োয়ার বিভিন্ন গ্রাম ও এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর তরফে এক বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে অংশ নেন হাড়োয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পারভেজ আলম এবং ১০৯ ব্যাটালিয়নের বিএসএফের কমান্ডিং অফিসার নরেন্দ্র সিং-এর নেতৃত্বাধীন মহিলা বাহিনী।

লতার বাগান, দাসপাড়া, খাসবালান্দা ও নজদেপুর আইসিডিএস সেন্টার-সহ একাধিক এলাকায় গিয়ে জওয়ানরা সরাসরি গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। তারা সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করেন যে, ভোটের দিন কোনও রকম ভয় বা আতঙ্কের পরিবেশ থাকবে না। প্রত্যেক ভোটার যাতে স্বাধীনভাবে ও নির্ভয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তার জন্য সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

গ্রামবাসীরাও কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। অনেকেই জানান, এই ধরনের পদক্ষেপ তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াচ্ছে এবং ভোট নিয়ে যে কোনও আশঙ্কা দূর করছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে সব ধরনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে, হাড়োয়া বিধানসভা এলাকায় শান্তিপূর্ণ, সন্ত্রাসমুক্ত এবং স্বচ্ছ নির্বাচন করতে প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় বাহিনী একযোগে কাজ করছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে আশার আলো জাগাচ্ছে।

পাথরপ্রতিমায় গেরুয়া শোভাযাত্রা, গোপালনগরে শক্তি প্রদর্শন বিজেপির

গোপাল শীল।। নয়া জামানা ।। দক্ষিণ ২৪ পরগনা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা বিধানসভা এলাকায় দিন দিন বাড়ছে নির্বাচনী উত্তাপ।

তারই মাঝে আজ গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি প্রার্থী অসিত হালদারের সমর্থনে আয়োজিত হল এক বিশাল মোটরবাইক ও টোটো র‍্যালি, যা এলাকাজুড়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। সকালের প্রথম আলো ফুটতেই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলীয় কর্মী ও সমর্থকেরা জমায়েত হতে শুরু করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই ভিড় পরিণত হয় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায়। সারি সারি মোটরবাইক এবং টোটো নিয়ে র‍্যালিটি গোপালনগরের বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করে। অংশগ্রহণকারীদের মুখে ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি, হাতে দলীয় পতাকা;সব মিলিয়ে গোটা এলাকা গেরুয়া রঙে রঙিন হয়ে ওঠে।

র‍্যালিতে মহিলাদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো, বিশেষ করে টোটো শোভাযাত্রায় তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নজর কেড়েছে। স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, এই কর্মসূচি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনেরই প্রতিফলন।

তাঁদের মতে, সাধারণ মানুষ পরিবর্তনের প্রত্যাশায় বিজেপির পাশে দাঁড়াচ্ছেন।এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী অসিত হালদার নিজেও।

তিনি এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন এবং উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন। বিশেষ করে রাস্তা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন নিয়ে তিনি আশ্বাস দেন। আসন্ন নির্বাচনে এই ধরনের শক্তি প্রদর্শন কতটা প্রভাব ফেলবে, তা সময়ই বলবে। তবে আজকের এই র‍্যালি যে রাজনৈতিক আবহকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে, তা স্পষ্ট।

টাকিরোডে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, মহিলা ঢাকির তালে তালে প্রচারে সুরজিৎ মিত্র

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ নির্বাচনের আবহে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে জমে উঠেছে প্রচারের লড়াই। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুরজিৎ মিত্র (বাদল) এদিন টাকি রোডে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে প্রচার কর্মসূচি চালান, যা এলাকায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়। মহিলা ঢাকিদের উপস্থিতিতে এই শোভাযাত্রা বিশেষ আকর্ষণ হয়ে ওঠে। ঢাকের তালে তালে এগিয়ে চলে প্রচার মিছিল, যা পথচলতি মানুষ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী ও রাস্তার ধারের বাসিন্দাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। প্রার্থী নিজে সকলের সঙ্গে কথা বলে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। এই প্রচারে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার দিপেন্দু বিশ্বাস-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। বসিরহাট থানা এলাকা থেকে শুরু করে টাকি রোডের কলেজ মোড় হয়ে ১৪, ১৫ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ করেন সুরজিৎ মিত্র। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে তিনি তাদের সমর্থন ও আস্থা অর্জনের চেষ্টা করেন।

সুরজিৎ মিত্র জানান, আগামী ২৫শে এপ্রিল বসিরহাটে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বড় জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। সেই সভাকে কেন্দ্র করে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ইতিমধ্যেই উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। তিনি দাবি করেন, ওই সভায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের সমাগম হবে। তিনি আরও বলেন, ২০২১ সালের তুলনায় ২০২৬-এর নির্বাচনে বসিরহাট দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে আরও বেশি ভোটে জয়লাভ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপহার দেওয়াই তাদের লক্ষ্য।

বিরোধীদের কটাক্ষ করে তিনি জানান, যতই চক্রান্ত হোক না কেন, সাধারণ মানুষই শেষ কথা বলবে এবং ভোটের দিন তারাই উপযুক্ত জবাব দেবে।

রায়দিঘিতে অভিষেকের সভা ঘিরে তুঙ্গে প্রস্তুতি, শেষ মুহূর্তে জোরকদমে কাজ

নুরউদ্দিন, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ শুক্রবার রায়দিঘিতে আসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি জুড়ে এখন সাজো সাজো রব।

মন্ডলপাড়া গার্লস স্কুল সংলগ্ন খাড়ী ক্যাথলিক মাঠে ইতিমধ্যেই সভার জন্য জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে। মাঠ জুড়ে চলছে ডেকোরেশন, মঞ্চ নির্মাণ এবং দর্শক আসনের ব্যবস্থা। আয়োজকদের দাবি, প্রায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হতে পারে, সেই অনুযায়ী সমস্ত পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিশেষভাবে হেলিপ্যাড তৈরির কাজ প্রায় শেষের পথে, যেখানে শুক্রবার বিকেল প্রায় ৩টে নাগাদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টার অবতরণ করার কথা। নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও নেওয়া হয়েছে কড়া ব্যবস্থা। ইতিমধ্যেই বম্ব স্কোয়াড ও নিরাপত্তা বাহিনী গোটা এলাকা ঘিরে তল্লাশি চালাচ্ছে এবং মাঠ স্যানিটাইজ করা হচ্ছে। পাশাপাশি মোতায়েন রাখা হয়েছে দমকলের ইঞ্জিন, অ্যাম্বুলেন্স এবং পর্যাপ্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা, যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যায়। রায়দিঘি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তাপস মণ্ডলের সমর্থনে এই সভা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ বাপি হালদার জানান, শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সব কাজ শেষ হবে। সভা থেকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাঠ প্রস্তুতকারীরাও জানিয়েছেন, রাত পর্যন্ত কাজ চলবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সবকিছু সম্পন্ন করা হবে।

হুটখোলা গাড়িতে সকালের প্রচার, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সৌর্য ব্যানার্জি

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ নির্বাচনের উত্তাপে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে জমে উঠেছে রাজনৈতিক লড়াই। এদিন সকাল সকাল কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে হুটখোলা গাড়িতে প্রচারে বেরিয়ে পড়লেন বিজেপি প্রার্থী সৌর্য ব্যানার্জি। প্রচারের শুরুতেই তিনি বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। প্রচারের ফাঁকেই সৌর্য ব্যানার্জি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরব হন। তিনি অভিযোগ করেন, গত কয়েকদিন ধরে তিনি এবং তাঁর দলীয় কর্মী-সমর্থকরা লাগাতার হুমকি ও হামলার মুখে পড়ছেন। এই বিষয়ে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে দাবি করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, তএইভাবে যদি পরিস্থিতি চলতে থাকে, তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।দ তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে সমস্ত বিতর্কের মধ্যেও নিজের জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী বিজেপি প্রার্থী। সৌর্য ব্যানার্জি বলেন, তিনি ২০০ শতাংশ নিশ্চিত যে এই নির্বাচনে জয়ী হবেন। তাঁর দাবি, বসিরহাট দক্ষিণের মানুষ পরিবর্তন চাইছেন এবং আর তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করতে রাজি নন। সব মিলিয়ে, বসিরহাট দক্ষিণে প্রচার পর্ব যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

ফোনে হুমকির অভিযোগ ঘিরে উত্তাপ, পাল্টা প্রতিক্রিয়া তৃণমূল প্রার্থীর

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ নির্বাচনের আবহে বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বিজেপি প্রার্থী সৌর্য ব্যানার্জি অভিযোগ করেছেন, প্রচার শেষে বাড়ি ফেরার সময় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তাকে ফোন করে হুমকি দেয়। শুধু তাই নয়, ওই ব্যক্তি অকথ্য ভাষা ব্যবহার করে এবং প্রাণনাশের হুমকিও দেয় বলে দাবি করেছেন তিনি। সৌর্য ব্যানার্জির অভিযোগ, এই ঘটনার পেছনে বসিরহাট দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী সুরজিৎ মিত্র (বাদল)-এর অনুগামীরা জড়িত। এমনকি তিনি দাবি করেন, পরিকল্পিতভাবেই তাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ঘটনার প্রমাণ হিসেবে একটি ভিডিও ও অন্যান্য তথ্যসহ তিনি বসিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিজেপি প্রার্থীর আরও অভিযোগ, গত কয়েকদিন ধরে তিনি এবং তাঁর কর্মী-সমর্থকরা বারবার হুমকি ও হামলার শিকার হচ্ছেন, অথচ পুলিশ এই বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তিনি দ্রুত এই সমস্যার সমাধান এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকেও জানানো হয়েছে বলে তিনি জানান। অন্যদিকে, এই অভিযোগের জবাবে তৃণমূল প্রার্থী সুরজিৎ মিত্র বলেন, যদি কেউ এই ধরনের কাজ করে থাকে, তবে তা সম্পূর্ণ ভুল। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রচার করা সকলের অধিকার। কেউ যদি অশালীন ভাষা ব্যবহার করে থাকে, তা আমরা সমর্থন করি না এবং এই ধরনের আচরণ দলের নীতির পরিপন্থী। এই ঘটনাকে ঘিরে বসিরহাট দক্ষিণে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হয়েছে।

নববর্ষেই সমুদ্রে ‘নো ফিশিং’, সুন্দরবনে মাইকিংয়ে কড়া নজর পুলিশের

নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন উপকূলে শুভ নববর্ষের দিন থেকেই শুরু হল মাছ ধরার ওপর দু'মাসের নিষেধাজ্ঞা। রূপোলি শস্যের প্রজনন রক্ষায় ১৫ই এপ্রিল থেকে ১৫ই জুন পর্যন্ত গভীর সমুদ্রে মাছ ধরায় সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য দপ্তর।

এই নির্দেশ কার্যকর করতে ইতিমধ্যেই তৎপর হয়েছে সুন্দরবন পুলিশ জেলার গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একটি এফআইবি বোট নিয়ে নদীপথে বিভিন্ন খাঁড়ি ও মৎস্যজীবী ঘাটে জোরদার মাইকিং করা হচ্ছে। মৎস্যজীবীদের স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল ট্রলার ও নৌকো ঘাটে ফিরিয়ে আনতে হবে। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ ট্রলার ফিরে এসেছে বলে খবর, তবে যারা এখনও ফেরেনি, তাদের দ্রুত ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রতি বছর এই সময় সমুদ্রে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের প্রজনন চলে। ছোট মাছ ও ডিমওয়ালা মাছকে সুরক্ষিত রাখতে এই ‘ফিশিং ব্যান’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসন। নিয়ম অনুযায়ী, এই সময় কোনো ট্রলার বা নৌকা মাছ ধরার জন্য গভীর সমুদ্রে যেতে পারবে না। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে কড়া আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নামখানা, সাগর ও পাথরপ্রতিমা এলাকার হাজার হাজার মৎস্যজীবী শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। কেউ ঘাটে ফিরে ধরা মাছ বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যাচ্ছেন,

আবার কেউ নৌকায় বরফ মজুত করছেন মাছ সংরক্ষণের জন্য। সব মিলিয়ে, পরিবেশ রক্ষা ও ভবিষ্যতের মাছের ভাণ্ডার টিকিয়ে রাখতে এই দু'মাসের নিষেধাজ্ঞা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

হিঙ্গলগঞ্জে বিএসএফ ক্যাম্পে আগুন, দগ্ধ হয়ে মৃত্যু জওয়ানের

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হিঙ্গলগঞ্জ এলাকায় এক মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃত্যু হল এক বিএসএফ জওয়ানের। ঘটনাটি ঘটেছে হিঙ্গলগঞ্জ থানার অন্তর্গত ৭৭ নম্বর ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ ক্যাম্পে। জানা গিয়েছে, ক্যাম্পের পেট্রোল সংরক্ষণ ঘরে একটি নৌযানে তেল ভরার সময় হঠাৎ শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে।

মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পুরো ঘরে। সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের এএসআই পদমর্যাদার জওয়ান জ্যোতিরাম সিং। আগুনে তিনি গুরুতরভাবে দগ্ধ হন। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনী ও হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ। তৎপরতার সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হলেও ততক্ষণে পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে ওঠে। গুরুতর আহত অবস্থায় জ্যোতিরাম সিংকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় বিএসএফ ক্যাম্পে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং রিপোর্ট পাওয়ার পরেই মৃত্যুর সঠিক কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ও বিএসএফ কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কীভাবে শর্ট সার্কিট হল এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা।

দুর্যোগেও থামেনি প্রচার, ক্যানিং পশ্চিমে পরেশ রাম দাসকে ঘিরে জনতার উচ্ছ্বাস

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ প্রতিকূল আবহাওয়াও থামাতে পারল না নির্বাচনী প্রচারের গতি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা এলাকায় শিলা বৃষ্টি ও ঝড়ো পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করেই জোরকদমে প্রচারে নামলেন প্রার্থী পরেশ রাম দাস। তাঁর এই সাহসী পদক্ষেপ এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এদিন সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা ছিল, সঙ্গে শুরু হয় শিলা বৃষ্টি। তবে সেই প্রতিকূলতার মাঝেই কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় নামেন পরেশ রাম দাস। গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের সমস্যা শোনেন এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেন। সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো বিষয় ছিল সাধারণ মানুষের উপস্থিতি। খারাপ আবহাওয়া সত্ত্বেও বহু মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে এসে প্রার্থীকে সমর্থন জানান। কেউ ছাতা মাথায়, কেউ বা ভিজে গিয়েও তাঁর সঙ্গে হাঁটেন। অনেকেই দুহাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ করেন এবং আগামী দিনে পাশে থাকার বার্তা দেন। স্থানীয়দের মতে, এই দুর্যোগের মধ্যেও প্রার্থীর উপস্থিতি তাঁর দায়বদ্ধতার পরিচয় বহন করে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এমন পরিস্থিতিতে মাঠে নেমে প্রচার চালানো ভোটারদের মনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

দিগম্বরপুরে মদের দোকান ঘিরে বিশৃঙ্খলা, দুর্ঘটনার পর কড়া প্রশাসনিক বার্তা

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের দিগম্বরপুরে দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যা এবার বড়সড় ঘটনায় রূপ নিল। সরকারি মদের দোকানের সামনে প্রতিদিনের ভিড় ও বিশৃঙ্খলার জেরে এদিন সকালে ঘটে যায় একটি দুর্ঘটনা, যা ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাস্তার ধারে একটি মোটরসাইকেল দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় আইসিডিএস-এর খাদ্য সামগ্রী বোঝাই একটি ইঞ্জিন ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা মারে।

এতে বাইকটির সামান্য ক্ষতি হলেও ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, ক্ষতিগ্রস্ত মোটরসাইকেলের মালিক ও তাঁর সহযোগীরা ভ্যান চালককে গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধর করেন। এমনকি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস সত্ত্বেও হামলা চালানো হয় বলে জানা গেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই চালককে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, বর্তমানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

১৮
১৭ এপ্রিল
২০২৬

ভোট স্পেশাল

নয়া জামানা

৪৩ হবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের পাকুয়া এলাকায় এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের প্রার্থী বিমল মুর্মুর সমর্থনে বৃহস্পতিবার বাড়ি বাড়ি প্রচারে দলের কর্মীরা।ছবি ঃ উমার ফারুক, নয়া জামানা।

বৃহস্পতিবার ৫১,ইংলিশবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আশিস্ কুন্ডুর (পাতা) সমর্থনে ইংলিশবাজার পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের প্রচার অভিযান। ছবি ঃ উমার ফারুক, নয়া জামানা।

প্রচারে গতি, পূর্বস্থলী দক্ষিণে সক্রিয় তৃণমূল প্রার্থী স্বপন দেবনাথ। ছবি ঃ অত্রি চক্রবর্তী। নয়া জামানা।পূর্বস্থলী

বিধানসভা ভোটের প্রচারে অন্য দলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী মনিমালা দাসের প্রচার। ছবি ঃ আমিনুর রহমান, নয়া জামানা , বর্ধমান

রোদ গরম উপেক্ষা করে বিধানসভা ভোটে পূর্ব বর্ধমানের মেমারি কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রাসবিহারী হালদারের জনসংযোগ।ছবি ঃ আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান

তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে ভোটের ময়দানে লাগাতার প্রচারে পূর্ব বর্ধমানের গলসির বিজেপি প্রার্থী রাজু পাত্র। ছবি ঃ নয়া জামানা, বর্ধমান

শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের আগামীর উন্নয়নের পথ চলার দিক নির্দেশিকা প্রকাশ এবং সাংবাদিক বন্ধুদের সাথে একান্ত আলাপচারিতায় শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব । ছবি ঃ নয়া জামানা, শিলিগুড়ি

সাহেবগঞ্জ, খারুভাঁজ এবং বালিকা বাজারে ভোট প্রচারে দিনহাটার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী উদয়ন গুহ । ছবি ঃ নয়া জামানা, কোচবিহার

বৃহস্পতিবার গলসির কুরকুবা অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে প্রচারে সারলেন তৃণমূল প্রার্থী অলোক কুমার মাঝিঃ । ছবি ঃ সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, বর্ধমান

মন্তেশ্বর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সৈকত পাঁজার প্রচার চলাকালীন গলাতুন গ্রামে ৪১ ও ৪২ নং বুথে ১০০ টি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপি পরিবারে যোগদান করলেন। ছবি ঃ সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, বর্ধমান

কোচবিহার দক্ষিণের ১০ নম্বর ওয়ার্ডে ঘরে ঘরে জনসংযোগ;মানুষের সমস্যার কথা শুনে উন্নয়ন ও পরিবর্তনের বার্তা বিজেপি প্রার্থী রবীন্দ্র বোসের । ছবি ঃ নয়া জামানা , কোচবিহার

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভার নেতৃত্ব দিচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি ঃ কুশল রায়, নয়া জামানা

বৃহস্পতিবার বর্ধমানের ৭ নং ওয়ার্ডের পার্কাস রোড, জেলখানা মোড়, পাড়াপুকুর এলাকায় প্রচার ও জনসংযোগ কর্মসূচি বর্ধমান দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রের। নয়া জামানা, বর্ধমান

অভিনেত্রী সাংসদ শতাব্দী রায়ের উপস্থিতিতে বারাবনি বিধানসভায় এক রোডশো এর আয়োজন করা হয় , বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়ের সমর্থনে বারাবনি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে ছিল চোখে পড়ার মতো ভিড়। ছবি ঃ সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা,বারাবনি

ভরতপুরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান সুমন এর প্রচারে সাংসদ ইউসুফ পাঠানের রোগ শো। ছবি ঃ নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 17-04-2026 08:23 Page 17

দ্বিতীয় দফার বৈঠকের আগে হরমুজ খুলছে ইরান !

ট্রাম্পের চাপে নতি স্বীকার ?

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মার্কিন এবং ইজরায়েলের যৌথ হামলার পরই ‘বদলা’ স্বরূপ হরমুজ অবরুদ্ধ করে দেয় ইরান। ফলে আটকে পড়ে প্রচুর জাহাজ। এর জেরে বিশ্বব্যাপী জ্বালনি সংকট সৃষ্টি হয়। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরুর পর শয়ে শয়ে ট্যাঙ্কার-জাহাজ এবং প্রায় ২০ হাজার নাবিক পারস্য উপসাগরের আটকে পড়েন বলে খবর। কিন্তু হরমুজ মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর আমেরিকা। দ্বিতীয় দফার বৈঠকের আগে হরমুজ প্রণালী খুলতে পারে ইরান। সম্প্রতি একটি রিপোর্টে তেমনটাই দাবি করা হয়েছে। তবে সূত্রের খবর, সম্পূর্ণ হরমুজ নয়। ওমানের দিকে হরমুজের যে অংশটি রয়েছে, তা মুক্ত করতে আগ্রহী তেহরান। তাহলে কি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপেই নতি স্বীকার করল ইরান? মার্কিন এবং ইজরায়েলের যৌথ হামলার পরই ‘বদলা’ স্বরূপ হরমুজ অবরুদ্ধ করে দেয় ইরান। ফলে আটকে পড়ে প্রচুর জাহাজ। এর জেরে বিশ্বব্যাপী জ্বালনি সংকট সৃষ্টি হয়। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরুর পর শয়ে শয়ে ট্যাঙ্কার-জাহাজ এবং প্রায় ২০ হাজার নাবিক পারস্য উপসাগরের আটকে পড়েন বলে খবর। কিন্তু হরমুজ মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর আমেরিকা।তেহরানের একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, দীর্ঘ এই যুদ্ধে ইতি টানতে আগ্রহী ইরানও। তাই ওমানের দিকে হরমুজের যে অংশ রয়েছে, তা মুক্ত করে দিতে পারে তেহরান। যদি তা বাস্তবায়িত হয়, তাহলে সেখানে জাহাজ চলাচলে আর কোনও বাধা থাকবে না। তবে কয়েকটি বিষয় এখনও স্পষ্ট নয়। প্রথমত, ওই জলপথে ইরান যে সমস্ত মাইন পেতে রেখেছিল, সেগুলি কি তারা সরিয়ে নেবে? দ্বিতীয়ত, ইজরায়েলি এবং মার্কিন জাহাজগুলিকে সেখানে অবাধে চলতে দেওয়া হবে কি না? অন্যদিকে, আমেরিকার দেওয়া প্রধান শর্তগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল হরমুজের মুক্তি। আর যদি তাতে সত্যিই রাজি ইরান, তাহলে দ্বিতীয় দফার বৈঠকে মিলতে পারে কোনও রফাসূত্র। এমনটাই মত বিশেষজ্ঞদের। তবে এই রিপোর্ট নিয়ে এখনও মুখ খোলেনি ওয়াশিংটন।

ওদের অধিকার’, ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণে ইরানের পাশে রাশিয়া

চাপ বাড়ছে ট্রাম্পের উপর

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ তেহরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে বারবার আপত্তি জানিয়েছে আমেরিকা। এই টানাপড়েনে লাগাম টানতে বৈঠকেও বসেছে দু’দেশ। কিন্তু তা-ও কোনও সমঝোতা হয়নি। সম্প্রতি ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হওয়া শান্তি বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার নেপথ্যে প্রধান কারণই ছিল ইরানের পরমাণু কর্মসূচিতে আমেরিকার অসম্মতি ।সঠিক কাজে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করা ইরানের অধিকার।

এতে কোনও ভুল নেই। ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ নিয়ে এবার ইরানের পাশে দাঁড়াল রাশিয়া। বিশেষজ্ঞদের মতে, রাশিয়ার এই পদক্ষেপের ফলে চাপ বাড়ল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর। বুধবার বেজিংয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রুশ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেন, আমেরিকার সঙ্গে বৈঠকের পর ইরান তাদের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সাময়িকভাবে স্থগিত করুক বা নিজেদের অধিকার বজায় রাখার ওপর জোর দিক , দুই ক্ষেত্রেই রাশিয়া তেহরানের পাশে দাঁড়াবে। তাদের সিদ্ধান্তকে মেনে নেবে।দ তিনি স্পষ্ট করেন, সব দেশেরই শান্তিপূর্ণ কাজে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার অধিকার রয়েছে। এই নীতির ভিত্তিতে ইরান যে পথই বেছে নিক, মস্কো তা সমর্থন করবে।দ রুশ বিদেশমন্ত্রী আরও বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা নিয়ে যে কোনও আলচনাকেই রাশিয়া এবং চিন সমর্থন করে।উল্লেখ্য, তেহরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে বারবার আপত্তি জানিয়েছে আমেরিকা। এই টানাপড়েনে লাগাম টানতে বৈঠকেও বসেছে দু’দেশ। কিন্তু তা-ও কোনও সমঝোতা হয়নি। সম্প্রতি ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হওয়া শান্তি বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার নেপথ্যে প্রধান কারণই ছিল ইরানের পরমাণু কর্মসূচিতে আমেরিকার অসম্মতি। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে মার্কিন উপ রাষ্ট্রপতি জেডি ভ্যান্স বলেছিলেন, দ ত্তইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্রগুলি আগেই ধ্বংস করে দিয়েছে আমেরিকা। কিন্তু ভবিষ্যতে ইরান যে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে না, সেই আশ্বাস তারা দেয়নি।দ তাঁর দাবি, আমেরিকা কী চায় এবং কী চায় না তা ইরানকে পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তারপরও কোনও সমঝোতায় আসা যায়নি।

‘যুবশক্তি কার্ডের’ বদলে যুবদের হাতে ‘মাতৃশক্তি কার্ড’ তুলে দিয়েছে বিজেপি ! লিয়েন্ডারদের কর্মসূচিকে কটাক্ষ তৃণমূলের

লিয়েন্ডার পেজ, বিজেন্দ্র সিংহের মতো ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে কলকাতায় আয়োজিত বিজেপির কর্মসূচিকে কটাক্ষ করল তৃণমূল। অভিযোগ, যুবশক্তি কার্ডের পরিবর্তে মাতৃশক্তি কার্ড যুবদের হাতে তুলে দিয়েছেন লিয়েন্ডারেরা। তার ছবিও বিজেপির পেজ থেকে পোস্ট করা হয়েছিল। তৃণমূলের দাবি, পরে সেই ছবি মুছে ফেলা হয়েছে। ২০২৬ সালের নির্বাচনী ইস্তাহারে বিজেপি মহিলা এবং যুবদের মাসে ৩০০০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে তারা এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করবে। মহিলাদের মাসিক অনুদানের প্রচারে আগেই ‘মাতৃশক্তি কার্ড’ প্রকাশ করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার ‘যুবশক্তি কার্ড’ প্রকাশের কর্মসূচিতে ছিলেন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার এবং বক্সার বিজেন্দ্র। ‘যুবশক্তি ভরসা কার্ড’ প্রকাশ করেন তাঁরা। যুবদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সেই কার্ড। কিন্তু অভিযোগ, কিছু কার্ডের উপর ‘যুবশক্তি’র পরিবর্তে ‘মাতৃশক্তি’ লেখা ছিল। তৃণমূলের দাবি, যে কার্ড আগের দিন প্রকাশ করা হয়েছে, সেই কার্ডই বৃহস্পতিবার যুবদের হাতে তুলে দিয়েছে বিজেপি। পরে ‘ভুল’ বুঝতে পেরে সমাজমাধ্যম থেকে সেই ছবি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।বিজেপির ‘যুবশক্তি কার্ড’কে ‘জুমলা’ বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। ফাঁপা প্রতিশ্রুতি বোঝাতে ওই শব্দ ব্যবহার করা হয়। তৃণমূলের তরফে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে, ‘‘অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন তাঁর বক্তৃতায় বলে থাকেন, বিজেপি আসলে ঠগ্ বাজ, চোর এবং প্রতারকদের দল।’’উল্লেখ্য, ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ প্রকল্পে মহিলাদের মাসে ১৫০০ টাকা করে দেওয়ার কথা ভোটের আগে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তফসিলি জাতি-উপজাতিদের জন্য ওই অর্থের পরিমাণ মাসে ১৭০০ টাকা। এ ছাড়া, রাজ্যের ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি বেকার তরুণ-তরুণীর জন্য মাসে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্যের ‘যুবসাথী’ প্রকল্পও ঘোষণা করেছে তৃণমূল সরকার। বিজেপির ইস্তাহারে এই দুই প্রকল্পের ‘অনুকরণ’ করা হয়েছে বলে দাবি করে তৃণমূল। এ বার বিজেপির ‘যুবশক্তি কার্ড’ প্রকাশের কর্মসূচিকেও কটাক্ষ করল রাজ্যের শাসকদল। তৃণমূলের অভিযোগকে তেমন গুরুত্ব দিতে রাজি নয় বিজেপি। রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘আমাদের কর্মসূচিতে আমাদের কর্মীদের মাঝে আমরা কী বিলি করব, না করব, তাতে তৃণমূলের কী? এগুলো তো আমাদের দলীয় ব্যাপার। তৃণমূল কি পুরোপুরি ফলো-অন মোডে চলে গিয়েছে নাকি? বিজেপি নিজের কর্মসূচিতে কী বিলি করছে, তা নিয়ে ওদের কী বলার থাকতে পারে? এর পর যদি আমরা ছাত্রছাত্রীদের ডেকে টেস্ট পেপার বিলি করি, সেটা নিয়েও কথা বলবে। ওরা কী বলল না বলল আমাদের কিছু যায় আসে না।’’

আমির হামজা গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত, লাহোরে চাঞ্চল্য

নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আমির হামজা লাহোরে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন বলে খবর। বুধবার শহরের একটি সংবাদমাধ্যমের কার্যালয়ের বাইরে এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে। হামলার পর তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক বলে সূত্রের দাবি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা আচমকাই গুলি চালায় আমির হামজার উপর। হামলার সময় তিনি একটি গাড়ির কাছে ছিলেন। মুহূর্তের মধ্যেই এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ বাহিনী এবং পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি শুরু করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হামলার পেছনে কারা রয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং হামলাকারীদের শনাক্ত করতে অভিযান চলছে।

উল্লেখ্য, আমির হামজা লস্কর-ই-তইবার সহ-প্রতিষ্ঠাতাদের একজন হিসেবে পরিচিত। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর নাম বিভিন্ন জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। তিনি সংগঠনের প্রচারমূলক কাজ এবং লেখালেখির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে লাহোরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। গোটা ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পাকিস্তানের নিরাপত্তা মহলে।

স্বার্থের সংঘাতের দাবি, ভিডিয়ো মুছতে নির্দেশ

আবগারি নীতি মামলায় বিচারপতি স্বর্ণকান্তা শর্মার নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে তাঁর সরে দাঁড়ানোর (রিকিউজাল) বিষয়টি বিবেচনা করার আর্জি জানিয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়াল। তাঁর দাবি, বিচারপতির সন্তানেরা সরকারি প্যানেলভুক্ত আইনজীবী হওয়ায় এই মামলায় স্বার্থের সংঘাতের প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। অন্য দিকে, আদালতের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী অননুমোদিত রেকর্ডিং ও প্রকাশ নিষিদ্ধ হওয়ায়, শুনানির ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষিতে হাই কোর্ট দিল্লি পুলিশকে তা সরিয়ে ফেলার

নির্দেশ দিয়েছে। কেজরীওয়ালের পেশ করা সম্পূরক হলফনামা ও আরটিআই তথ্য অনুযায়ী, বিচারপতির পুত্র ঈশান শর্মা সুপ্রিম কোর্টের ‘গ্রুপ এ’ প্যানেলভুক্ত আইনজীবী এবং কন্যা শাম্ভবী শর্মা দিল্লি হাই কোর্টের সরকারি কৌঁসুলি ও সুপ্রিম কোর্টের ‘গ্রুপ সি’ প্যানেলভুক্ত

আইনজীবী। কেজরীওয়ালের অভিযোগ, সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এক দিকে সিবিআই-এর প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং অন্য দিকে সরকারি প্যানেলে মামলা বণ্টনের প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার সঙ্গেও যুক্ত। এই দ্বৈত ভূমিকার কারণেই পক্ষপাতের একটি যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন। গত ১৩ এপ্রিল আদালতে কেজরীওয়ালের সওয়ালের অননুমোদিত ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার প্রেক্ষিতে পদক্ষেপ করেছে দিল্লি হাই কোর্ট। আদালতের অনলাইন শুনানির প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এ ধরনের রেকর্ডিং বা তার প্রকাশ নিষিদ্ধ।

তাই হাই কোর্ট দিল্লি পুলিশকে ওই সমস্ত কন্টেন্ট সমাজমাধ্যম থেকে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। আদালতের কার্যপদ্ধতি নিয়েও কেজরীওয়াল তাঁর হলফনামায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। গত ১৩ এপ্রিল বিকেলে তিনি আদালত ছাড়ার পর সন্ধ্যা পর্যন্ত সিবিআই-এর শুনানি চললেও তাঁকে পাল্টা জবাব (রিজয়েন্ডার) দেওয়ার ন্যায্য সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে তিনি দাবি করেছেন। কেজরীওয়ালের দাবি, তাঁর রিকিউজাল আবেদনটি

বিবেচনাধীন থাকা অবস্থাতেই আদালত মূল মামলার কার্যকর আদেশ দিয়েছে, যা অনুচিত বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। জনমানসে বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা বজায় রাখার স্বার্থে তিনি মামলাটি অন্য এজলাসে স্থানান্তরের আর্জি জানিয়েছেন। এই সমস্ত অভিযোগ ও আবেদন বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন।

এসিডিটি না কি মারণ রোগ ? সামান্য অবহেলাই ডেকে আনছে প্রাণঘাতী বিপদ

সতর্ক করছেন চিকিৎসকরা

বুক জ্বালা বা টক ঢেকুর- বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে এই সব উপসর্গ এতটাই সাধারণ যে, আমরা একে অধিকাংশ সময় ‘এসিডিটি’ বলে উড়িয়ে দিতেই অভ্যস্ত। কিন্তু এই সাধারণ অস্বস্তিই যে অন্ননালীর ক্যান্সারের মতো মারণ রোগের আগাম সতর্কবার্তা হতে পারে, তা আবারও প্রমাণ করল দিল্লির এক ৫২ বছর বয়সী ব্যবসায়ীর ঘটনা। গত চার মাস ধরে তিনি খাবার গিলতে সামান্য সমস্যা অনুভব করছিলেন। শুরুতে বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে তিনি নিজের খাদ্যাভ্যাসে কিছু ছোটখাটো পরিবর্তন এনেছিলেন-ছোট গ্রাস নেওয়া বা খ াওয়ার সময় বারবার জল খাওয়ার মতো ‘অ্যাডাপ্টিভ বিহেভিয়ার’ বা মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতা তৈরি করেছিলেন তিনি। কিন্তু চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পর যখন এন্ডোস্কোপি এবং বায়োপসি করা হল, তখন ধরা পড়ল তিনি অন্ননালীর ক্যান্সারে আক্রান্ত। সৌভাগ্যবশত, রোগটি প্রাথমিক স্তরে ধরা পড়ায় চিকিৎসার মাধ্যমে তা নিরাময় করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু চিকিৎসকদের মতে, এই রোগটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত নিঃশব্দে শরীরে বাসা বাঁধে। অন্ননালী বা আমাদের খাদ্যনালী অত্যন্ত সংবেদনশীল কোষ দ্বারা গঠিত। তামাক এবং অ্যালকোহলের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার এই কোষগুলোকে ক্যানসারাক্রান্ত কোষে রূপান্তরিত করতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। দিল্লির অ্যাপোলো হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডঃ মালিকের মতে, তামাক তা ধূমপান হোক বা চিবিয়ে খাওয়া; অন্ননালীর আস্তরণের চরম ক্ষতি করে। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, তামাক এবং অ্যালকোহল যখন একসঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে, তখন ক্ষতির পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যায়। অ্যালকোহল অন্ননালীর প্রাকৃতিক সুরক্ষা প্রাচীরকে দুর্বল করে দেয়, ফলে তামাকের বিষাক্ত পদার্থগুলো সহজেই গভীরে প্রবেশ করতে পারে। শুধু তাই নয়, যারা দীর্ঘস্থায়ী গ্যাস বা ‘জিইআরডি’ -এর সমস্যায় ভোগেন, তাদের ক্ষেত্রে পাকস্থলীর অ্যাসিড বারবার খাদ্যনালীতে ফিরে এসে কোষের গঠন বদলে দেয়, যা পরবর্তীকালে ‘ব্যারেটস এসোফেগাস’ নামক প্রাক-ক্যান্সার দশার সৃষ্টি করে। অনেক সময় খুব গরম পানীয় খাওয়ার অভ্যাসও এই ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। সাংবাদিকের চোখ দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, ভারতের মতো দেশে যেখানে তামাকের ব্যবহার এবং অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস ঘরে ঘরে বর্তমান, সেখ ানে এই সচেতনতা কতটা জরুরি। এই ক্যান্সারের লক্ষণগুলো শুরুতে এতটাই মৃদু হয় যে রোগী বুঝতেই পারেন না। খাবারে অরুচি, বুকের মাঝখানে খাবার ‘আটকে যাওয়া’র মতো অনুভূতি বা হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া- এগুলোকেই অনেক সময় আমরা সাধারণ পেটের গোলমাল বলে ভুল করি। কিন্তু চিকিৎসকদের সাবধানবাণী অত্যন্ত স্পষ্ট যদি খাবার গিলার ক্ষেত্রে সামান্যতম অস্বস্তিও কয়েক সপ্তাহ ধরে স্থায়ী হয়, তবে তাকে আর তুচ্ছ ভাবার সুযোগ নেই। প্রাথমিক স্তরে রোগ নির্ণয় করা গেলে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে আক্রান্ত অংশ বাদ দিয়ে খাদ্যনালী পুনর্গঠন করা সম্ভব,

যা রোগীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেয়। তাই এসিডিটি ভেবে মারণ রোগকে আড়াল না করে সঠিক সময়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াই হতে পারে জীবন বাঁচানোর একমাত্র উপায়। ওসোফেজিয়াল ক্যানসার সচেতনতা মাসে এই বার্তাটিই এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ- সামান্য উপসর্গও কখ নওই গুরুত্বহীন নয়।

ভোটদান বাধ্যতামূলক করার আর্জি খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট

ভোটদান বাধ্যতামূলক করার আর্জি খ ারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ জানিয়েছে, ভোটদানের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু ভোট দেওয়ার জন্য কাউকে বাধ্য করতে পারে না আদালত। এ বিষয়ে সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের প্রশ্ন, অদি সমাজের দরিদ্র বা নিম্নবিত্ত কোনও মানুষ বলেন, ‘আমাকে তো দিনমজুরি করে পেট চালাতে হয়। এ অবস্থায় আমি কী ভাবে ভোট দিতে যাব?’; আমরা তাঁদের কী উত্তর দেব।দ প্রত্যেকের ভোটদান বাধ্যতামূলক করা এবং কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে ভোট না দিলে শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। ইচ্ছাকৃত ভাবে ভোট না দেওয়া ব্যক্তিদের সরকারি সুযোগ-সুবিধা বা অনুদানও সীমিত করার জন্যও নির্দেশিকা জারির আবেদন জানান মামলাকারী। বৃহস্পতিবার মামলাটি উঠেছিল প্রধান বিচারপতি কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চে। সেখানে তিন বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, এই বিষয়গুলি আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। আদালত এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করতে পারে না। এই ধরনের কোনও নির্দেশিকা ‘নীতি নির্ধারণকারী’ ক্ষেত্রের আওতায় পড়ে। বিচারবিভাগ থেকে এই ধরনের নির্দেশ দেওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে মামলাটি খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আবেদনকারীকে চাইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আর্জি জানাতে পারেন।শুনানির এক পর্যায়ে প্রধান বিচারপতি জানান, আইনি জোরজবরদস্তির চেয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই গণতন্ত্রের সঠিক বিকাশ হয়। তিনি বলেন, তএই দেশ আইনের শাসনে চলে এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাস রাখে। গত ৭৫ বছর ধরে আমরা প্রমাণ করেছি যে, গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের কতটা আস্থা রয়েছে। এ অবস্থায় প্রত্যেক নাগরিক ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেবেন, এটাই প্রত্যাশিত। তবে কেউ যদি ভোট দিতে না যান, তো যাবেন না। এতে আমাদের কিছু করার নেই। এ ক্ষেত্রে শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা কাউকে ভোট দিতে বাধ্য করতে পারি না।দ

ডেপুটি চেয়ারম্যান ভোটে আজ নেই বিরোধীরা

আগামিকাল সংসদের বিশেষ অধিবেশনের প্রথম দিনই রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচনের প্রস্তাবটি আনবে সরকার। দ্বিতীয় দিন ভোটাভুটি। রাজনৈতিক সূত্রের খবর, বিরোধ দলগুলি সম্মিলিত ভাবে ওই ভোটাভুটি বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন এই ভোট বয়কট করা হল, তা নিয়ে কাল বিরোধীদের একটি সাংবাদিক সম্মেলন করারও কথা রয়েছে। তাতে যোগ দেবেন কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ, তৃণমূলের সাগরিকা ঘোষ, ডিএমকে-র তিরুচি শিবা। জেডিইউ সাংসদ হরিবংশ এত দিন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন। মেয়াদ শেষ হলে জেডিইউ আর তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠাতে চায়নি। তাই রাষ্ট্রপতির মনোনীত সাংসদ হিসেবে মোদী সরকারই হরিবংশকে রাজ্যসভায় নিয়ে এসেছে। তাঁকেই ফের ডেপুটি চেয়ারম্যান করতে চাইছে তারা। সূত্রের খবর, এত তাড়াহুড়ো করে বিশেষ অধিবেশন ডেকে ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার বিপক্ষে বিরোধীরা। তৃণমূল সূত্রের খবর, রাজ্যসভার নেতা জে পি নড্ডা এই নিয়ে ফোন করেছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও ব্রায়েনকে। ডেরেক প্রস্তাব দেন, আসন্ন বাদল অধিবেশনে এই নির্বাচন করানো হোক। সেক্ষেত্রে আপ-এর সঞ্জয় সিংহ বা আরজেডি-র মনোজ ঝাকে বিরোধী প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করানোর কথা ভাবা হতে পারে। কিন্তু বিজেপি সে কথা শোনেনি। ফলত কংগ্রেসের মতো এই ভোট বয়কট করার কথা ভাবছে তৃণমূলও। ডেরেকের বক্তব্য, ‘‘আট বছর হয়ে গেল ডেপুটি স্পিকার পদ খালি পড়ে রয়েছে। অথচ ভোটের মরসুমে রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচনের সময় বাছা হল।

বিশ্ব ক্রিকেটে রাজনীতিকরণ করছে ভারত !

জয় শাহদের কড়া সমালোচনা উইজডেনের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ক্রিকেট ক্রমশ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে! ভারত-পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সিরিজ থেকে আইপিএল, সবেতেই রাজনীতির প্রভাব। আর এবার বিশ্ব ক্রিকেট প্রশাসনে ভারতের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সমালোচনা করল উইজডেন। তাদের মতে, বর্তমান পরিস্থিতি 'ক্রমে অরওয়েলীয়' হয়ে উঠছে। ক্রিকেটের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে সরব হল উইজডেন ক্রিকেটার্স অ্যালমানাক বৃহস্পতিবার প্রকাশিত ১৬৩তম সংস্করণের 'নোটস বাই দ্য এডিটর'-এ সম্পাদক লরেন্স বুথের অভিযোগ, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আর আগের মতো 'রাজনীতির বাইরে' নেই, বরং তা ক্রমেই রাজনৈতিক প্রভাবের অধীনে চলে যাচ্ছে।

'অরওয়েলীয়' মানে একটি নিপীড়নমূলক ও স্বৈরাচারী পরিবেশ। যেখানে ক্ষমতাসীনরা মিথ্যা প্রচার, কঠোর নজরদারি এবং ভাষার বিকৃত ব্যবহার করে মানুষের চিন্তা ও মতামত নিয়ন্ত্রণ করে।'অরওয়েলীয়' শব্দটির উৎস ব্রিটিশ লেখক জর্জ অরওয়েলের লেখালেখি থেকে। এই শব্দটি এমন এক পরিস্থিতিকে বোঝায়, যেখানে সত্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করা হয় এবং বাস্তবতাকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়। সহজভাবে বলতে গেলে, 'অরওয়েলীয়' মানে একটি নিপীড়নমূলক ও স্বৈরাচারী পরিবেশ। যেখানে ক্ষমতাসীনরা মিথ্যা প্রচার, কঠোর নজরদারি এবং ভাষার বিকৃত ব্যবহার করে মানুষের চিন্তা ও মতামত নিয়ন্ত্রণ করে। এই ধারণার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'নাইনটিন এইট্টি ফোর'-এ, যেখানে এক ভয়াবহ ডিস্টোপিয়ান সমাজব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।উইজডেনের প্রতিবেদনে বিশেষভাবে ভারতের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে। বুথ লিখেছেন, তক্রিকেট একসময় বাস্তব রাজনীতির বাইরে একটি আশ্রয়স্থল ছিল। কিন্তু এখন তা ভারতের 'অরওয়েলিয়ান' প্রভাবের কারণে বিষাক্ত হয়ে উঠছে।দ তাঁর মতে, 'ক্রিকেট এখন বিজেপির ভূ-রাজনৈতিক দাবার বোর্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘুঁটি হয়ে উঠেছে।'বুথ লিখেছেন, ক্রিকেট একসময় বাস্তব রাজনীতির বাইরে একটি আশ্রয়স্থল ছিল। কিন্তু এখন তা ভারতের 'অরওয়েলিয়ান' প্রভাবের কারণে বিষাক্ত হয়ে উঠছে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভির মন্তব্যকেও কটাক্ষ করেন সম্পাদক। নকভি বলেছিলেন, রাজনীতি ও খেলাধুলা একসঙ্গে চলতে পারে না। এর জবাবে বুথ লেখেন, '২০২৫ সালে ক্রিকেট প্রশাসনের দুর্বলতার এর চেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ আর কী হতে পারে? হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন, তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও।' বুথের লেখায় উঠে এসেছে ২০২৫ সালের এশিয়া কাপের কথাও।

সেখানে ক্রিকেটের চেয়ে বেশি আলোচনা চলে রাজনীতি নিয়ে। ভারত-পাকিস্তানের সামরিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ওই প্রতিযোগিতায় দুই দল একে অপরের সঙ্গে হাত মেলায়নি।উইজডেনের মতে, বিসিসিআই যে ভারতের ক্ষমতাসীন দলের একটি অংশ হিসাবে কাজ করছে সেটা স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে উদাহরণও তুলে ধরেছেন বুথ। তিনি লিখে ছেন, 'সূর্যকুমার যাদব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপে ভারতের প্রথম জয়ের পর সেই সাফল্য সশস্ত্র বাহিনীকে উৎসর্গ করেন। এরপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

সোশাল মিডিয়ায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লেখেন, 'খেলার মাঠে অপারেশন সিঁদুর। ফল একই, ভারতের জয়!' তবে তিনি উল্লেখ করেন, বাস্তবের 'অপারেশন সিঁদুর'-এ সীমান্তের দুই পাশে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। বুথের সংযোজন, 'এই সর্বশেষ নাটকীয় ঘটনার অনেক আগেই স্পষ্ট ছিল যে বিসিসিআই ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপির ক্রীড়াঙ্গন শাখা।উইজডেনের মতে, বিসিসিআই যে ভারতের ক্ষমতাসীন দলের একটি অংশ হিসাবে কাজ করছে সেটা স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে উদাহরণও তুলে ধরেছেন বুথ।মুস্তাফিজুর রহমানকে ঘিরে বিতর্কও উঠে এসেছে বুথের লেখায়। বাংলাদেশে এক হিন্দু নাগরিক হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে এর প্রভাব পড়ে ক্রিকেটেও।

সেই পরিস্থিতিতে আইপিএল থেকে বাংলাদেশি পেসারকে বাদ দেওয়া হয়। বুথের মতে, 'এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে ক্রিকেট ক্রমশ রাজনৈতিক কর্তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে।বুথ তাঁর লেখায় তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, ক্রিকেটের প্রশাসনিক কাঠামো ধীরে ধীরে এক ধরনের 'অরওয়েলীয়' রূপ নিচ্ছে। এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে, যেখানে ভারতের জন্য 'আলাদা' নিয়মকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে বলা হচ্ছে। আর কেউ এ নিয়ে প্রশ্ন তুললেই, উলটো দায় চাপানো হচ্ছে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা নিচের সারির দলগুলোর উপর। তিনি আরও জানান, ভারতীয় ক্রিকেট অঙ্গনের প্রায় কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বই এই বিশৃঙ্খলার মূল কারণ নিয়ে মুখ খুলছেন না। বুথের মতে, ক্রিকেট ক্রমশ রাজনীতির শিকার হয়ে উঠছে।

হারের হ্যাটট্রিকের পর আবার হার

পাঞ্জাবের কাছেও পরাস্ত মুম্বই

হারের হ্যাটট্রিক। সেই জ্বালাও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে জয়ের সরণিতে ফেরাতে পারল না। সূর্যকুমারদের হেলায় হারালেন শ্রেয়সরা। স্কোরবোর্ডে দু'শোর কাছে রান তুললেও বোলিংয়ে সামান্য প্রতিরোধও গড়তে পারল না মুম্বই। ফলাফল, আগের তিন ম্যাচের মতো ফের হেরেই ছাড়তে হল স্টেডিয়াম। এদিন টসে জিতে রান তাড়া করারই সিদ্ধান্ত নেয় পাঞ্জাব। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বিরাট ধাক্কা খায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ব্যাটিং অর্ডার। পরপর দু'বলে রায়ান রিকেলটন ও সূর্যকুমার যাদবকে ফিরিয়ে দেন অর্শদীপ সিং। স্বাভাবিক ভাবেই সূর্য গোল্ডেন ডাকের সৌজন্যে আরও চাপে পড়লেন। এরপরই খেলা ধরে নেন কুইন্টন ডি'কক। রোহিত চোট পাওয়ায় তিনি সুযোগ পেলেন। আর তাতেই বইয়ে দিলেন ঝড়। আইপিএল কেরিয়ারের তৃতীয় শতরান (১১২) ছিনিয়ে নিলেন। মাত্র ৬০ বলের ইনিংসে ৮টি বাউন্ডারি ও ৭টি ছক্কা। অর্ধশতরান করলেন নমন ধীরও (৫০, ৩টি করে বাউন্ডারি ও ওভারবাউন্ডারি)। ৬৮ বলে ১২২ রানের জুটি ভাঙেন শশাঙ্ক সিং। ডি'কক অবশ্য নটআউট থেকে গেলেন। এদিকে এদিন হার্দিকের আউটটি দিনের অন্যতম

সেরা মুহূর্ত হয়ে রইল। একেবারে সীমানার ধারে দাঁড়িয়েছিলেন শ্রেয়স আয়ার। বাউন্ডারির বাইরে ক্যাচ লুফেও তিনি বল ওপারে ছুড়ে দেন। লুফে নেন বার্টলেট। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে মুম্বই তোলে ৬ উইকেটে ১৯৫। অর্শদীপ চমৎকার বল করে ২২ রানে ৩ উইকেট পান। বোঝাই যাচ্ছিল পাঞ্জাবকে আটকানো কঠিনই হতে চলেছে। বিশেষ করে যেখানে পরপর তিন ম্যাচ হেরে বসে আছেন সূর্যকুমাররা। পাওয়ার প্লে-র মধ্যে দু'টি উইকেট অবশ্য পাঞ্জাব হারিয়েছিল। কিন্তু কখনওই মনে হয়নি তারা লড়াই থেকে সরে যাচ্ছে। প্রভসিমরন সিংকে সঙ্গে নিয়ে অধিনায়ক শ্রেয়স অনায়াসেই ম্যাচ নিয়ে চলে গেলেন। দলের ১৮৪ রানের মাথায় শ্রেয়স (৬৬, ৫টি বাউন্ডারি ও ৪টি ছক্কা) যখন ফিরলেন ম্যাচ ততক্ষণে শেষই হয়ে গিয়েছে। পরপর দু'টো ছক্কা হাঁকানোর পরের বলে আউট হওয়ার আগে অবশ্য তিনি প্রতিযোগিতায় তাঁর তৃতীয় অর্ধশতরানটি কুড়িয়ে নিয়েছেন। অন্যদিকে প্রভসিমরন অপরাজিত রইলেন ৮০ রানে। মেরেছেন ১১টি চার ও জোড়া ছক্কা। ২১ বল বাকি থাকতে থাকতেই জয় ছিনিয়ে নিল পাঞ্জাব।

'লাল-হলুদ হৃদয়ে অমর অরুণোদয়', ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে 'ভক্ত' রাহুলকে বিশেষ শ্রদ্ধা যুবভারতীর

আজীবন সমর্থন করেছেন ইস্টবেঙ্গলকে। জীবনের শেষ পডকাস্টেও আলোচনা করেছেন লাল-হলুদ শিবিরের উন্নতি নিয়ে। সেই রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে ইস্টবেঙ্গল। প্রয়াত অভিনেতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বৃহস্পতিবার টিফো নিয়ে এলেন লাল-হলুদ ভক্তকুল। অভিনেতাকে শেষশ্রদ্ধা জানালেন তাঁর প্রিয় ক্লাবের ম্যাচেই। 'ভোলে বাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের শুটিং করতে তালসারিতে গিয়েছিলেন ৪৩ বছরের অভিনেতা। সমুদ্রে জোয়ার আসার সময়ে তলিয়ে যান তিনি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই চিরঘুমে চলে যান অভিনেতা। পুত্র সহজের নামে বেশ কিছুদিন ধরে পডকাস্ট শুরু করেছিলেন রাহুল। সেই 'সহজ কথা'র শেষ এপিসোডে রাহুলের আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল প্রিয় ক্লাব ইস্টবেঙ্গল। ওই পডকাস্টে অতিথি হিসাবে এসেছিলেন অভিনেতা তথা বাংলার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রাহুলের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার কয়েকমিনিট আগেই সহজ কথার ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা হয় ব্রাত্য

বসুর সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের কিছু অংশ। সেই ক্লিপেই দেখা যায়, ইস্টবেঙ্গলের উন্নতি নিয়ে আলোচনা করছেন দুই অভিনেতা। রাহুলের প্রয়াণের খবর পেয়ে শোকজ্ঞাপন করেছিল ইস্টবেঙ্গল। সোশাল মিডিয়ায় লেখা হয়, 'সারাজীবন ধরে লালহলুদের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন অভিনেতা রাহুল। তাঁর প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।' শুধু তাই নয়, রাহুলের শেষযাত্রায় তাঁর নিথর দেহের পাশে রাখা হয় লাল-হলুদ পতাকা। ফুটবলপ্রেমী রাহুলের প্রয়াণের পর বৃহস্পতিবারই প্রথমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলতে নেমেছে ইস্টবেঙ্গল। সেই ম্যাচে রাহুলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশেষ টিফো নিয়ে এলেন লাল-হলুদ ভক্তকুল। অভিনেতাকে শেষশ্রদ্ধা জানিয়ে লাল-হলুদ জনতার বার্তা, 'গ্যালারির আকাশে এক বিষণ্ণ সূর্যোদয়, লাল-হলুদ হৃদয়ে অমর অরুণোদয়।' মাঠে গিয়ে বহুবার ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ দেখেছেন রাহুল। ট্রফিখরা কাটিয়ে দল ঘুরে দাঁড়াবে বলেও আশা রাখতেন তিনি। সেই স্বপ্ন কি মাঠে নেমে পূরণ করতে পারবে ইস্টবেঙ্গল?

খালিল ছিটকে, চেন্নাই শিবিরে চোটের ছায়াঃ আইপিএলের মাঝপথেই বড় ধাক্কা

আইপিএলের দীর্ঘ পথচলায় কখনও কখনও সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে চোট। চেন্নাই শিবিরে সেই আশঙ্কাই এবার বাস্তব। বাঁহাতি পেসার খালিল আহমেদ ডান পায়ের কোয়াড্রিসেপসের চোটে ছিটকে গেলেন পুরো প্রতিযোগিতা থেকেই। দলের তরফে জানানো হয়েছে, সেরে উঠতে সময় লাগবে অন্তত বারো সপ্তাহ;অর্থাৎ এই মৌসুমে আর ফেরা হচ্ছে না। ঘটনাটা হঠাৎই। কলকাতার বিরুদ্ধে ম্যাচে নিজের শেষ ওভারে মাত্র পাঁচ বল করার পরই মাঠ ছাড়তে হয় খলিলকে। অসমাপ্ত ওভার শেষ করেন তরুণ গুরজপনীত সিং। সেই মুহূর্তে যা ছিল সামান্য অস্বস্তি, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা বড় ধাক্কায় বদলে গেল। চেন্নাইয়ের সমস্যা এখানেই থেমে নেই। অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি এখনও পুরোপুরি ফিট নন। চোট সারিয়ে ওঠার চেষ্টা চলছে, কিন্তু এখনও ম্যাচের পূর্ণ তালে নামার মতো অবস্থায় পৌঁছননি। অন্যদিকে নাথান এলিসও নেই পুরো মরসুমে, আর তাঁর বদলি স্পেন্সার জনসনও চোট কাটিয়ে এখনও দলে যোগ দিতে পারেননি। এই অবস্থায় দলের বোলিং আক্রমণে ফাঁক স্পষ্ট। বিকল্প হিসেবে সামনে আসছেন মুকেশ চৌধুরি কিংবা রামকৃষ্ণ ঘোষ। মুকেশ যেখানে বাঁহাতি পেসে সরাসরি বদলি হতে পারেন, সেখানে ঘোষ বাড়তি সুবিধা দেন ব্যাট হাতেও।

ঘরোয়া ক্রিকেটে তাঁর সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে;বিশেষ করে এক ম্যাচে সাত উইকেট কিংবা ঝড়ো ব্যাটিংয়ের ইনিংস। পাঁচ ম্যাচে দু'টি জয় নিয়ে চেন্নাই এখন মাঝপথে দাঁড়িয়ে। সামনে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। কিন্তু প্রশ্নটা শুধু পরের ম্যাচ নয়;এই চোটের স্রোত থামবে কোথায়? আইপিএলের মতো ম্যারাথনে দল গড়ে ওঠে গভীরতায়, আর সেই গভীরতাই এখন বারবার পরীক্ষার মুখে।

কোহলির ঝলকে লখনউকে হারাল বেঙ্গালুরু, ৫ উইকেটে জয়

আইপিএল ২০২৬-এ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু পাঁচ উইকেটে হারাল লখনউ সুপার জায়ান্টস-কে। ১৪৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১৫.১ ওভারেই ১৪৯/৫ তুলে জয় নিশ্চিত করে বেঙ্গালুরু। এই জয়ের ভিত গড়ে দেন বিরাট কোহলি। তিনি ৪৯ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। যদিও অর্ধশতরান পূর্ণ করতে পারেননি, তাঁর ইনিংসই ম্যাচের গতিপথ ঠিক করে দেয়। কোহলির আউট হওয়ার পরও রাজত পতিদার, জিতেশ শর্মা ও শেষদিকে টিম ডেভিড,রোমারিও শেফার্ড জুটি সহজেই ম্যাচ শেষ করে। লখনউয়ের হয়ে বোলিংয়ে চেষ্টা করেন আবেশ খান ও প্রিন্স যাদব। আবেশ ৪ ওভারে ২৩ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন। প্রিন্স যাদব তিনটি উইকেট তুললেও খানিকটা বেশি রান দেন। তবে অন্য বোলারদের থেকে প্রত্যাশিত সমর্থন মেলেনি, বিশেষ করে মহম্মদ শামি ও দিগ্বেশ রাঠী ছন্দে ছিলেন না। তার আগে টসে জিতে প্রথমে বোলিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বেঙ্গালুরু। সেই সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করেন দলের বোলাররা। রাসিখ সালাম দার চার উইকেট তুলে লখনউকে ১৪৬ রানে গুটিয়ে দেন। ডেথ ওভারে ভুবনেশ্বর কুমারের নিয়ন্ত্রিত বোলিংও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। লখনউয়ের ইনিংসে শুরুটা ভালো হলেও বড় রান তুলতে পারেননি ব্যাটাররা। মিচেল মার্শ কিছুটা লড়াই করলেও সেটাকে বড় ইনিংসে রূপ দিতে পারেননি। অধিনায়ক ঋষভ পন্ত-ও প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হন।

সবার শেষে শুরু, শেষে সবার ওপরে - ক্যান্ডিডেটসে বাজিমাত বৈশালীর

শেষ রাউন্ডে নামার আগে হিসেব বলছিল, লড়াই জমবে শেষ চাল পর্যন্ত। কিন্তু বোর্ডের ওপর অন্য গল্প লিখলেন বৈশালী রমেশবাবু। নির্ণায়ক ম্যাচে কাতেরিনা লাগনো-কে হারিয়ে এক লাফে শীর্ষে উঠে এলেন তিনি, জিতে নিলেন উইমেন্স ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্ট ২০২৬। সঙ্গে পাকা করলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে চ্যালেঞ্জারের আসন। টুর্নামেন্টের শুরুতে যাঁকে খুব একটা হিসেবের মধ্যে রাখেননি বিশেষজ্ঞরা, সেই বৈশালীই শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করলেন। সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলতে নেমে শুরু থেকেই লাগনোর ওপর চাপ তৈরি করেন। ওপেনিং থেকেই এগিয়ে গিয়ে মাঝখানের খেলায় নিয়ন্ত্রণ ছাড়েননি একবারও। শেষপর্যন্ত নিখুঁতভাবে জয় তুলে নিয়ে ১৪ খেলায় ৮.৫ পয়েন্টে একক শীর্ষে শেষ করেন। শেষ রাউন্ডে সমীকরণ ছিল জটিল। একাধিক দাবাড়ুর সামনে ছিল

শিরোপার সুযোগ। কিন্তু অন্য বোর্ডে ফল যাই হোক, নিজের ম্যাচ জিতে সব জটিলতা মুছে দেন বৈশালী। টাইব্রেকের দরকারই পড়ল না। পিছনে পড়ে গেলেন বিবিসারা আসসাউবায়েভা। দিব্যা দেশমুখ-এর বিরুদ্ধে ড্র করে ৮ পয়েন্টে থামতে হল তাঁকে। আর ৭.৫ পয়েন্টে যৌথ তৃতীয় ঝু জিনার ও আলেকসান্দ্রা গোরিয়াচকিনা। এখন সামনে আরও বড় মঞ্চ। বিশ্বচ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে লড়াই। সেখানে প্রতিপক্ষ জু ওয়েনজুন। রেটিংয়ের হিসেবে এখনও অনেকটাই এগিয়ে চিনের গ্র্যান্ডমাস্টার। তবুও সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স বলছে, চাপের মুহূর্তে বৈশালীই বেশি স্বচ্ছন্দ। সবচেয়ে বড় চমক এখানেই; এই টুর্নামেন্টে সবচেয়ে কম রেটিং নিয়েই খেলতে নেমেছিলেন বৈশালী। তবু একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নিজের স্নায়ু ধরে রেখে প্রমাণ করলেন, দাবায় কেবল সংখ্যা নয়, সাহস আর স্থিরতাই শেষ কথা। ভারতের দাবা মহলেও ইতিমধ্যেই উচ্ছ্বাস। কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দ-এর প্রশংসা যেন সেই উচ্ছ্বাসে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে।

এক পর্দা থেকে বহু পর্দা বিজ্ঞাপনের হিসেব কি এক সুতোয় বাঁধা যাবে?

খেলা এখন আর শুধু টেলিভিশনের মধ্যে আটকে নেই। মোবাইল, স্মার্ট টিভি, স্ট্রিমিং;দর্শক ছড়িয়ে পড়েছে বহু পর্দায়। আর ঠিক এই জায়গাতেই তৈরি হয়েছে বিজ্ঞাপনের সবচেয়ে বড় ধাঁধা;একই ব্র্যান্ডকে কতজন দেখল, কোথায় দেখল, আর তার প্রভাব কতটা? এই জটিল সমীকরণ মেলাতেই সামনে এসেছে নতুন উদ্যোগ। টিএএম স্পোর্টস এখন বিজ্ঞাপনের নজরদারি বাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে একসঙ্গে টেলিভিশন এবং লাইভ স্ট্রিমিং;দুটো দিকেই। অর্থাৎ, শুধু সম্প্রচার নয়, মোবাইল বা কানেক্টেড টিভিতেও কোন বিজ্ঞাপন কতবার দেখা গেল, সেটাও ধরা পড়বে এক ফ্রেমে। মূল সমস্যা ছিল 'বিচ্ছিন্নতা'। দর্শক একসময় এক পর্দায় থাকত, এখন ম্যাচ দেখতে দেখতে পর্দা বদলায়। ফলে বিজ্ঞাপনদাতারা বুঝতেই পারছিলেন না, তাঁদের প্রচারের আসল প্রভাব কোথায়। এই নতুন ব্যবস্থার লক্ষ্য সেই ফাঁক ভরাট করা;একটি সমন্বিত কাঠামোর মধ্যে ব্র্যান্ডের উপস্থিতি মাপা। এই ব্যবস্থায় শুধু বিজ্ঞাপন দেখানোই নয়, খেলার মাঝখানে ব্র্যান্ডের উপস্থিতি;স্টেডিয়ামের হোর্ডিং, ধারাভাষ্যে উল্লেখ, এমনকি ডিজিটাল ও সামাজিক মাধ্যমেও;সব কিছু একসঙ্গে ধরা হবে। ফলে স্পনসররা বুঝতে পারবেন তাঁদের বিনিয়োগের আসল ফল কতটা। কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই যায়;এতে কি পুরো সমস্যার সমাধান? আংশিক। কারণ প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক, দর্শকের আচরণ সবসময় সরল সমীকরণ মানে না।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 17-04-2026 08:23 Page 19

নীল আকাশের নীচে

ভারত সরকারের নির্দেশে প্রথম নিষিদ্ধ হয় মৃণাল সেনের এই ছবি

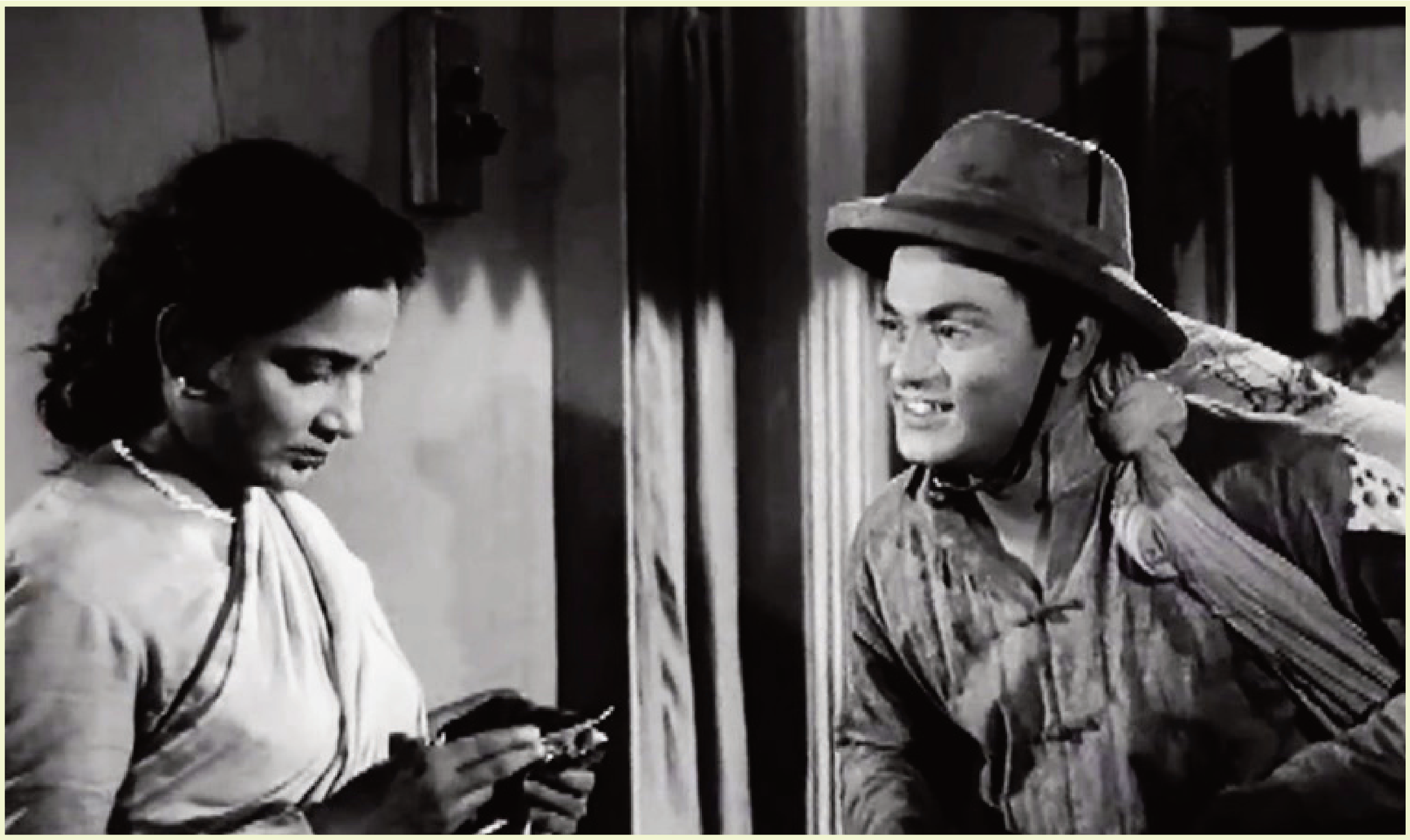

বাংলার গল্প হোক, কিংবা চলমান শহর কলকাতার চিনা হকারের অতীত কথাই হোক। হোক না মৃণাল সেনের ছবি। স্বার্থে ঘা লাগলে যেন সবাই হীরক রাজা। কথায় আছে, লঙ্কায় যেই আসে সেই যেন রাবণ। নিন্দুকরা বলেন, শিল্পীর স্বাধীনতা গলা টিপে মারার যে প্রয়াস লক্ষ করা গেছে কালের সীমারেখা পেরিয়ে, তার থেকে ব্যতিক্রম নয় বাংলা ছবিও। শিল্পও যে গলা উঁচু করে কথা বলতে পারে না, তার প্রমাণ একাধিক। প্রমাণ খে াদ মৃণাল সেনের ছবিও।শতবর্ষের আলোকে বিচার করলে মৃণাল সেনও দ্বিতীয় ছবির ক্ষেত্রে সহজে চেকপোস্ট পেরোতে পারেননি প্রথমে। বক্সঅফিসে পরে সাফল্য পেলেও প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকারই বিষয়বস্তুর কারণে সেই সময়ের চিনা সম্পর্ক এই সিনেমার পথ আটকে দাঁড়ায়।

১৯৫৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল মৃণাল সেন পরিচালিত ‘নীল আকাশের নীচে’। মৃণাল সেনের দ্বিতীয় ছবিতে অভিনয় করেছিলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, বিকাশ রায় প্রমুখ।

মৃণাল সেনের প্রথম পর্বের ছবিগুলির মধ্যে ‘নীল আকাশের নীচে’ ছবিতে আমরা বাসন্তী নামের এক নারী চরিত্রকে পাই। বিপরীতে এক চিনা ফেরিওয়ালা ওয়াং লু। ১৯৩০ সালের ভারতবর্ষ তথা কলকাতার সামাজিক চিত্র, লবন সত্যাগ্রহ, অসহযোগ আন্দোলন, বিদেশি দ্রব্য বর্জন আন্দোলন ইত্যাদি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ। এইরকম প্রেক্ষাপটে চিনা ফেরিওয়ালার সঙ্গে এক ভারতীয় নারীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখ ানেই নাটকের আখ্যান আরম্ভ। দেশে তখন স্বদেশি আন্দোলন তুঙ্গে। চিনা ফেরিওয়ালার জিনিসের প্রতি অনীহা আসলে বিলিতি দ্রব্যের বর্জন, নাকি গরিবের দেওয়া উপহার , তা ব্যারিস্টারের স্ত্রী বাসন্তীর কাছে প্রশ্নচিহ্ন রেখে যান মৃণাল সেন।নীল আকাশের নীচে নিষিদ্ধ করে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। সে সময় চিন বিরোধী হাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বস্তুত, দেশে সরকার নির্দেশিত প্রথম নিষিদ্ধ ছবি এটিই বলে জানাচ্ছেন চলচ্চিত্র সমালোচকরা। যদিও মাস দুয়েক পরে ওই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।তিব্বতের বিদ্রোহ দমনের প্রেক্ষিতে এবং পঞ্চশীল-চুক্তির প্রেক্ষিতে চিনা সরকারের এই ঘটনা রাজনীতি সচেতন মৃণাল সেন বিলক্ষণ জানতেন।অতএব, ১৯৫৮ সালের কোনও এক সময় মহাদেবী ভার্মা-র চার পাতার ছোটো গল্প ‘চীনি ফেরিওয়ালা’ নির্ভর (মৃণাল সেন অবিশ্যি ‘গল্প’ শব্দটি ব্যবহার করেননি তাঁর এক সাক্ষাত্কারে। বলেছিলেন ‘মেমোয়ারস’ অর্থাৎ, স্মৃতিকথা) ‘নীল আকাশের নীচে’-র চিত্রনাট্য যখন তিনি লিখছেন, তখন খুব সচেতন হয়েই লিখছেন ধরে নিতে হবে। সেই হিসেবে ‘নীল আকাশের নীচে’ মৃণাল সেনের প্রথম প্রত্যক্ষ-রাজনৈতিক সিনেমা। কলকাতা শহরের লাইটহাউস এবং অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহে (পূর্ণ-প্রাচী-রাধা) যখন মৃণাল সেনের দ্বিতীয় ছবি ‘নীল আকাশের নীচে’ হইহই করে চলছে (১৯৫৯-এর ২০ ফেব্রুয়ারি মুক্তি) তখন এক গভীর রাত্তিরে তিব্বতের লাসা থেকে ছদ্মবেশে কয়েকজন অনুচরকে নিয়ে দুর্গম হিমালয় পেরিয়ে ভারতবর্ষে পালিয়ে আসছেন দলাই লামা। ১৯৫৯ সালের ১৭ মার্চ তিব্বত ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার বছর তিনেক আগেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এ রকম একটা দিন ভবিষ্যতে আসবে। তাই ১৯৫৬ সালেই এ দেশে এসে জওহরলাল নেহরুকে বলেছিলেন প্রয়োজন পড়লে এ দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় তিনি নেবেন। তিনি যখন হিমাচল প্রদেশের ধরমশালায় এসে আশ্রয় নিচ্ছেন ততদিনে জনগণপ্রজাতন্ত্রী চিন দেশের সরকার তিব্বতের বিদ্রোহ দমন করে তাদের পছন্দের পাঞ্চেন লামাকে তিব্বতের প্রধান করে দিয়েছে। অথচ এর অনেক আগেই, ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে তিব্বতে বাণিজ্য ঘিরে চিন-ভারতের মধ্যে পঞ্চশীল শান্তি চুক্তি হয়েছে।

জওহরলাল নেহরু এবং চৌ-এন লাই দুজনেরই সম্মতিক্রমে। ঐতিহাসিকদের মতে দলাই লামার এই তিব্বত থেকে চিনা আক্রমণের কারণে পালিয়ে আসা ইতিহাসে ‘অন্যতম নিষ্ক্রমণ’ হিসেবে চিহ্নিত। তিব্বতের বিদ্রোহ দমনের প্রেক্ষিতে এবং পঞ্চশীল-চুক্তির প্রেক্ষিতে চিনা সরকারের এই ঘটনা রাজনীতি সচেতন মৃণাল সেন বিলক্ষণ জানতেন। অতএব, ১৯৫৮ সালের কোনও এক সময় মহাদেবী ভার্মা-র চার পাতার ছোটো গল্প ‘চীনি ফেরিওয়ালা’ নির্ভর (মৃণাল সেন অবিশ্যি ‘গল্প’ শব্দটি ব্যবহার করেননি তাঁর এক সাক্ষাত্কারে। বলেছিলেন ‘মেমোয়ারস’ অর্থাৎ, স্মৃতিকথা) ‘নীল আকাশের নীচে’-র চিত্রনাট্য যখন তিনি লিখছেন, তখন খুব সচেতন হয়েই লিখছেন ধরে নিতে হবে। সেই হিসেবে ‘নীল আকাশের নীচে’ মৃণাল সেনের প্রথম প্রত্যক্ষ-রাজনৈতিক সিনেমা।মৃণাল সেন স্বীকার করেন ছবিটি সেন্টিমেন্টাল, ছবির কাঠামোতেও অনেক গণ্ডগোল আছে, কিন্তু এর রাজনৈতিক বক্তব্যের সঙ্গে তিনি এখনও একমত। কিন্তু কী সেই বক্তব্য? তআমি বলতে চেয়েছিলাম যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম পৃথিবীর অন্যান্য দেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ আর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মূলত এক। আমার এখনও মনে হয় আমার চিন্তাধারা ভুল ছিল না। ভারত সরকার নির্দেশিত এটা প্রথম নিষিদ্ধ ছবি বলে মনে করেন সমালোচকরা। যদিও ২ মাস পরে মৃণাল সেনের দ্বিতীয় ছবি মুক্তির আলো দেখে।রাষ্ট্রের সুরে সুর

না মেলালেই মানুষ রাষ্ট্রদ্রোহী হয় না, হয় না রাষ্ট্রের দুশমন বা সমাজের শত্রু। যে সব বৃত্তি মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে তার মধ্যে সবার সেরা হচ্ছে যুক্তি। শিল্পী যদি গলা উঁচু করে কথা না বলতে পারেন, কিংবা যদি তাঁর শিল্পের মধ্যে চোখে আঙুল দিয়ে ভালো-মন্দ নির্দেশ করতে না পারেন, তাহলে সেই সমাজ স্বৈরাচারের নামান্তর। সেখানে বাক স্বাধীনতা রসাতলে। তাহলে একটা প্রশ্ন কি এসে যায় না যে, যেই যখন ক্ষমতায় তখন তার রক্তচোখ যেন হীরকের রাজার মতো স্বৈরাচারী! মুখোশের আড়ালে আসলে সেও লঙ্কেশ্বর! এখানে শিল্পী ও শিল্পকেও গলা নামিয়ে শাসকের সুরে কথা বলতে হয়, এটাই কি দস্তুর? সময় উত্তীর্ণ হলেও মৃণাল সেনের শতবর্ষ-এর লগ্নে এই প্রশ্নই রেখে যায় নীল আকাশের নীচে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

বাংলার গল্প হোক, কিংবা চলমান শহর কলকাতার চিনা হকারের অতীত কথাই হোক। হোক না মৃণাল সেনের ছবি। স্বার্থে ঘা লাগলে যেন সবাই হীরক রাজা। কথায় আছে, লঙ্কায় যেই আসে সেই যেন রাবণ। নিন্দুকরা বলেন, শিল্পীর স্বাধীনতা গলা টিপে মারার যে প্রয়াস লক্ষ করা গেছে কালের সীমারেখা পেরিয়ে, তার থেকে ব্যতিক্রম নয় বাংলা ছবিও। শিল্পও যে গলা উঁচু করে কথা বলতে পারে না, তার প্রমাণ একাধিক। প্রমাণ খোদ মৃণাল সেনের ছবিও।শতবর্ষের আলোকে বিচার করলে মৃণাল সেনও দ্বিতীয় ছবির ক্ষেত্রে সহজে চেকপোস্ট পেরোতে পারেননি প্রথমে। বক্সঅফিসে পরে সাফল্য পেলেও প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকারই বিষয়বস্তুর কারণে সেই সময়ের চিনা সম্পর্ক এই সিনেমার পথ আটকে দাঁড়ায়। ১৯৫৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল মৃণাল সেন পরিচালিত ‘নীল আকাশের নীচে’। মৃণাল সেনের দ্বিতীয় ছবিতে অভিনয় করেছিলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, বিকাশ রায় প্রমুখ।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।